উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ শ্রাবণ ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা ২০ পাতা 23 July 2023 Sunday Rs. 6.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

মৃত্যুর ৪৩ বছর পরেও অমলিন উত্তম। উত্তমই উত্তম রয়ে গিয়েছেন বাঙালির কাছে। তাঁর মৃত্যুদিবস কাল। তার আগে অবধারিতভাবে রংদার রোববারের প্রচ্ছদে উত্তমকুমার।।

তোমরা আমার জয়ধ্বনি করছো

▸▸ নয় থেকে বারোর পাতায়

নগ্ন করে ২ নারীকে জুতোপেটা

গ্রেপ্তার নির্যাতিতারাই, ৫ দিন পর পদক্ষেপ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২২ জুলাই : মহিলা নিগ্রহ মালদাতেও। দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হল হাটের মধ্যে। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও নিগ্রহ ঠেকাতে কোনও পদক্ষেপ করেনি। মালদা জেলার পাকুয়াহাটে ঘটনাটি মঙ্গলবারের হলেও প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার। ঘটনার একটি ভিডিও (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ছড়িয়ে পড়ায় এ নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে দেশজুড়ে।

পুলিশ এই পাঁচদিনে নিগ্রহে অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। উলটে ঘটনার পরপরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিগৃহীত দুই মহিলাকে। তাঁদের বিরুদ্ধে নালাগোলা ফাঁড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ রুজু করায় পুলিশের ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব অবশ্য জানিয়েছেন, 'ওই ধারায় দুই নির্যাতিতাকে গ্রেপ্তার করার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ সুপার দাবি করেন, 'ভাইরাল ভিডিও খতিয়ে দেখে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা জানিয়েছে, নির্যাতিতারা টাকা চুরি করেছিল। পুরো ঘটনাটির তদন্ত হচ্ছে।' ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব ২০০ মিটার হলেও ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল এতদিন। মণিপুরে নারীনির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজোড়া প্রতিবাদ, নিন্দার পর এই খবরে সকলের চোখ এখন উত্তরবঙ্গে মহানন্দাপারের জেলা মালদায়।

শনিবার হইচই শুরু হতেই বিজেপি নেতৃত্ব মালদার সঙ্গে মণিপুরের নারীনিগ্রহের তুলনা টানতে শুরু করে। দলের দক্ষিণ মালদা জেলা কমিটির সহ সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'মণিপুরের ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বিগ্ন। অথচ মালদায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের সামনে মহিলাদের বিবস্ত্র করে মারধর করা হচ্ছে। পুলিশ নিজের কাজ ভুলেছে।'

শনিবার দুপুরে মালদায় পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিজেপি। দীর্ঘ সময় চলে বিক্ষোভ। দলীয় সাংসদ খগেন মুর্মু এই ঘটনার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন। খগেন বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। এখানে বারবার মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন। পাকুয়াহাটে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হল। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এ রাজ্যে মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, অথচ মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্য নিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছেন।'

মঙ্গলবার ছিল পাকুয়াহাটে সাপ্তাহিক হাট। হাটে লেবু বিক্রি করতে এসেছিলেন মানিকচকের এক প্রত্যন্ত গ্রামের কয়েকজন মহিলা। অভিযোগ, হাট চলাকালীন এক মহিলার ব্যাগ থেকে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান মানিকচকের দুই মহিলা। এরপরই শুরু হয় মারধর। হাটে উপস্থিত মহিলারাই ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্তদের মারতে মারতে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেন। চুলের মুঠি ধরে জুতোপেটা করার ছবিও দেখা গিয়েছে ভিডিওটিতে।

ভাইরাল ওই ভিডিওতে স্পষ্ট, এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার আক্রান্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে এক পুরুষ সিভিক ভলান্টিয়ার মোবাইলে কথা বলে চলেছেন। হাটে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ দুই মহিলাকে নগ্ন করে নির্যাতনের ভিডিও মোবাইল বন্দি করছেন। বেধড়ক মারধর, জুতোপেটা মিনিট দশেক চলার পর টনক নড়ে পুলিশের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পুলিশ নির্যাতিতাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী ফাঁড়িতে নিয়ে যায় বটে। কিন্তু প্রায় নগ্ন অবস্থাতেই হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর ষোলোর পাতায়

পাকুয়াহাটের ঘটনায় পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিজেপির ধর্না। শনিবার মালদায়। –সংবাদচিত্র

মধ্যযুগীয় শাস্তি

- পাকুয়াহাটে লেবু বিক্রি করতে এসেছিলেন মানিকচরের দুই মহিলা
- অভিযোগ, হাটে এক মহিলার ব্যাগ থেকে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন তাঁরা
- হাটের মধ্যে নগ্ন করে, চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় দুজনকে
- মারধর করেন হাটে আসা মহিলারাই
- কয়েক হাজার মানুষ নির্যাতনের ভিডিও মোবাইলে রেকর্ড করেন
- ঘটনার ৫ দিন পর পুলিশের দাবি, পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

মাধ্যমিকের খরচ বাড়ছে কয়েকগুণ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ জুলাই : এবার মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও আর্থিক বোঝা বাড়ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রিভিউ, রেজিস্ট্রেশন সহ নানা খাতে ফি এক ধাক্কায় কয়েকগুণ বাড়ানো হল। মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের উপর এই আর্থিক বোঝা চাপানো নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছে ডান-বাম বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন।

রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে এমনিতে মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া কার্যত নিখরচাতেই হয়ে থাকে। লেখাপড়ার জন্য বিভিন্ন বইখাতা থেকে শুরু করে স্কুলের পোশাক, জুতো সবই কার্যত বিনামূল্যে দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার রিভিউ, রেজিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন খাতে এক ধাক্কায় ফি অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফি বাড়ল

মাইগ্রেশন, ট্রান্সক্রিপশন, রেকর্ড ভেরিফিকেশন, ডুপ্লিকেট কপি, সেন্টার চার্জ, স্টেশনারি চার্জ, রেজিস্ট্রেশন, এনরোলমেন্ট, স্ক্রুটিনি, রিভিউ

ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন গত ৩০ জুন ফি বাড়ানোর যে তালিকা দিয়েছে তা বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলেছে। নয়া তালিকা অনুযায়ী, পড়ুয়াদের মাইগ্রেশনের ফি, এতদিন যেটা ৩০০ টাকা ছিল, এখন থেকে আবেদন করার তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে তা পেতে লাগবে ৯০০ টাকা। সাতটি কর্মদিবসের মধ্যে তা পাওয়ার জন্য ৭০০ টাকা ও ১৪ দিনের মধ্যে পাওয়ার জন্য লাগবে ৫০০ টাকা। ট্রান্সক্রিপশনের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, এতদিন যেখানে ৫০০ টাকা লাগত, তা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭০০ টাকা। দেশের বাইরে হলে তার জন্য লাগবে ৪০০০ টাকা। পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও রেকর্ড ভেরিফিকেশন করতে হলে ২০০ টাকার পরিবর্তে এখন ৩০০ টাকা দিতে হবে। এছাড়াও রেজিস্ট্রেশন, মার্কশিট, অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট অফ মাধ্যমিকের ডুপ্লিকেট কপি বের করতে হলে ডকুমেন্ট প্রতি দিতে হবে ৩০০ টাকা। আগে তা লাগত ১০০ টাকা করে।

পরীক্ষার সেন্টার পরিবর্তনের ফি ৩০ টাকার জায়গায় পাঁচগুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫০ টাকা। এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে প্রসেসিং ও স্টেশনারি চার্জ ১০ টাকার পরিবর্তে করা হয়েছে ৩৫ টাকা। এনরোলমেন্টের লেট ফি ১০ টাকা থেকে দশগুণ বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে। একইভাবে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও প্রসেসিং ও স্টেশনারি চার্জ ১০ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা এবং লেট ফি'র ক্ষেত্রে ১০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা করা হয়েছে। প্রতি বিষয়ে পোস্ট পাবলিকেশন স্ক্রুটিনির জন্য ৪০ টাকার জায়গায় ৮০ টাকা এবং পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউয়ের জন্য ৫০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা করে এখন দিতে হবে পড়ুয়াদের।

কম্পার্টমেন্টাল স্টুডেন্টদের এনরোলমেন্টের জন্য যেখানে এতদিন সবমিলিয়ে ৬০ থেকে ৮০ টাকা লাগত। এখন সেখানে প্রতিটি সাবজেক্টের জন্য তাদের ৭০ টাকা করে দিতে হবে। পাশাপাশি প্রসেসিং বা স্টেশনারি চার্জের জন্য ১০ টাকার জায়গায় তাদের ৩৫ টাকা ও লেট ফি'র জন্য ১০ টাকার পরিবর্তে এখন থেকে ১০০ টাকা গুণতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'ফি একবারে এতটা বাড়ানোয় এতে ছাত্রছাত্রীদের উপর আর্থিক চাপ হবে। এটা ছাত্র বিরোধী নীতি নিচ্ছে বোর্ড। এটা কোনওভাবেই ঠিক হচ্ছে না। আমরা দাবি করছি এতদিন যা ফি ছিল সেটাই অপরিবর্তিত রাখা হোক।'

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস বলেন, 'এই ফি বৃদ্ধি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ডেপুটেশন দিয়েছি। বর্ধিত ফি প্রত্যাহার না হলে আমরা সংগঠনগতভাবে আন্দোলনে নামব।'

নারীনিগ্রহে তর্জা কলকাতা-দিল্লির

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : মালদা, মণিপুর আর মহিলা– মুহূর্তে চলে এল এক সারিতে। যদিও মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে মালদার পাকুয়াহাটের ঘটনার ফারাক অনেক। দুটো ঘটনাই নারীনিগ্রহের বটে। কিন্তু মণিপুরে একদল পুরুষ জাতিদাঙ্গার আবহে যৌন হেনস্তা করেছে দুই তরুণীকে। ধর্ষণের পর নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় হাঁটিয়েছে। মালদায় চুরির অভিযোগে হাটের মধ্যে মারতে মারতে বিবস্ত্র করে দেওয়া হয়েছে দুই মহিলাকে। একদল মহিলার মারধর করার ছবি ভাইরাল হয়েছে ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি)।

মণিপুরের ঘটনাটি সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধীরা চেপে ধরছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। সংসদ অচল করে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেছিলেন কড়া ভাষায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মালদার নারীনিগ্রহ সামনে আসায় সেটা বিজেপির হাতিয়ার হয়ে গিয়েছে। সকালেই টুইটারে সক্রিয় হন দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। কলকাতায় দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদাররা সরব হন।

বেলা গড়াতে দিল্লিতে আসরে নামেন কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ও স্মৃতি ইরানি। কলকাতায় রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেও তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তিনি বলেন, 'একটা হাটে অনেক মানুষ। দুজন মহিলাকে চোর অভিযোগে পাকড়াও করেন যাঁরা, তাঁরাও মহিলা পুলিশকর্মী। গ্রেপ্তার করার সময় ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তিতে কাপড় সরে যায়। এখানে রাজনীতির কী আছে? এই ঘটনাকে রাজনীতির চশমায় কেন দেখা হচ্ছে?'

এরপর ষোলোর পাতায়

নজরকাড়া

ফের ধর্ষণ, হত্যা, উত্তাল মণিপুর

▸▸ সতেরোর পাতায়

রাজ্যপালের অনুমোদন, অধিবেশন যথাসময়ে

▸▸ সাতের পাতায়

আপনাকে ভোট দিয়ে ভুল করেছি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : তাঁকে ভোট দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। শিলিগুড়িতে পানীয় জল নিয়ে সমস্যা এতটাই বেড়েছে যে, খোদ মেয়রকেই সহনাগরিকের মুখ থেকে একথা শুনতে হল। জল নিয়ে অভিযোগের জেরে মেয়রও এতটা জেরবার যে লোকসভা ভোটে ভুল শুধরে নেবেন বলে ওই সহনাগরিককে পালটা তোপ দেগে বসলেন। আর একে কেন্দ্র করেই শনিবার 'টক টু মেয়র' রীতিমতো সরগরম।

এদিন নির্ধারিত সময়েই মেয়র গৌতম দেবের 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। প্রথমে শহরের রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে অভিযোগ। অনুষ্ঠান শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যে এদিনের পাঁচ নম্বর ফোনে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা

জলসমস্যায় তোপ গৌতমকে

সমীর আঢ্য জল নিয়ে ফোন করে অভিযোগ জানান। বলা ভালো, মেয়রকে লক্ষ্য করে বাউন্সার ছুড়ে বলেন, 'আপনাকে ভোট দিয়ে ভুল করেছি'। শুনে সেকেন্ডের ব্যবধানে মেয়রের পালটা বিমার, 'লোকসভা ভোটে নিজের ভুল শুধরে নেবেন।' সমীরও কম যান যান। ফের আরেক বাউন্সার। পালটা দেন মেয়রও। মেয়র অভিযোগকারীর সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদকে জানাতে বলেন। শুনে সমীরের প্রতিক্রিয়া, 'পুরনিগম এলাকায় থাকি। এখানকার সমস্যার বিষয় ওঁদের কেন জানাব?' মিনিট দশেক ধরে তাঁদের বাদানুবাদ চলে। সমীরের ফোন রাখতে না রাখতেই এরপর পানীয় জল নিয়েই একের পর এক অভিযোগ আসতে থাকে। পরের ফোনগুলিতে গৌতম অবশ্য আর মাথা গরম করেননি। তবে জল পরিষেবা কবে স্বাভাবিক হবে তাও কাউকে জানাতে পারেননি।

শহরে দীর্ঘদিনের জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে থাকা জলসমস্যার জন্য মেয়র এদিন বামেদের দোষারোপ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, '৪০ বছরের বামফ্রন্ট সরকার শিলিগুড়ি শহরের মানুষের জন্যে কিছুই ভাবেনি। দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কথা ভাবলে আজ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হত না। ওরা সমস্ত সমস্যা আমাদের ঘাড়ে দিয়ে গিয়েছে।' শুনে বামেরা পালটা শাসকদলের দিকে তোপ দেগেছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

মাকে স্ট্রেচারে নিয়ে তাজমহলে

আগ্রা, ২২ জুলাই : সম্প্রতি টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেছেন প্রিয়া সিং নামের এক তরুণী। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ৮৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার তাজমহল দেখার ইচ্ছা পূরণের মুহূর্ত। বয়সের কারণে চলাফেরার শক্তি হারিয়েছেন। শুয়েই দেখছেন তাজমহল। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছেন তাঁরই সন্তান।

ছবিটি পোস্ট করে প্রিয়া লিখেছেন, ওই বৃদ্ধার ছেলে গুজরাট থেকে তাঁর মাকে আগ্রা নিয়ে এসেছেন, তাও আবার স্ট্রেচারে করে, শুধুমাত্র মায়ের এই ইচ্ছেটুকু পূরণের জন্য। ছবিতে মায়ের প্রতি ছেলের ভালোবাসা, আবেগ ভীষণভাবে স্পষ্ট। আরও যেটা বেশি স্পষ্ট তা হল, বৃদ্ধার তাজমহল দেখার আনন্দ আর স্বপ্নপূরণের তৃপ্তি। মায়ের প্রতি এই দায়বদ্ধতা দেখে বহু মানুষই বৃদ্ধার ছেলেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বহু মানুষ ওই ছবিটি শেয়ার করার পাশাপাশি তাঁদের মা-বাবার ইচ্ছাপূরণের ঘটনাও ভাগ করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আসলে মানুষ চাইলে কী না পারে!

ক্যানসার সচেতনতার তথ্যচিত্র

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : ক্যানসারে আর মৃত্যু নয়। সঠিক সময় চিকিৎসায় সুস্থ হওয়া যায় ক্যানসার থেকে। ক্যানসার নিয়ে সচেতনতামূলক জলপাইগুড়ির সন্তান অভ্রদীপ ঘটকের ছবি এবার মুক্তি পেল কলকাতার নন্দনে। তবে, এই ছবির পরিচালকের ভূমিকায় নয়, অভ্রদীপকে এই ছবিতে দেখা গিয়েছে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে। বৃহস্পতিবার কলকাতার নন্দনে এই ছবির মুক্তি পেয়েছে। ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত চা বাগান কর্মীর স্ত্রী ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। আর অন্যদিকে অভ্রদীপ নিজেও একজন ক্যানসার জয় করে আসা ব্যক্তি। দুই সত্যি ঘটনাকে নিয়ে জলপাইগুড়ির কন্যা পদ্মপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে 'লিভিং অন এ জেট প্ল্যান' নামে এই ছবি।

'লিভিং অন এ জেট প্ল্যান' ছবির শুটিংয়ের একটি মুহূর্ত।

কীভাবে দুই ঘটনাকে এক করে তৈরি হল এই সিনেমা? অভ্রদীপ জানান, ডুয়ার্সের কারবালা চা বাগানের একজন কর্মী সৌমেন দাস। তাঁর স্ত্রী পম্পির হঠাৎ করে ক্যানসার ধরা পড়ে। মারা যান পম্পি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্মৃতি ধরে রাখতে তথ্যচিত্র তৈরি করার ভাবনা আসে সৌমেনের মনে। পম্পিকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে চান তিনি। তথ্যচিত্র তৈরিতে মুম্বইয়ের বেশ কিছু পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্রদীপকে ফোন করে সৌমেন জানান, ক্যানসারে সদ্য মারা যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে চাইছেন তিনি। সাহায্য চান অভ্রদীপের কাছে। কিন্তু তখনও সৌমেন জানতেন না অভ্রদীপ নিজেও একজন ক্যানসার জয়ী। নিজে যেহেতু একজন ক্যানসার জয়ী তাই সৌমেনের তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তুটি মেনে নিতে পারেননি অভ্রদীপ। কিন্তু তিনি সৌমেনের ইচ্ছার কথা তাঁর সহকারী পরিচালক পদ্মপর্ণাকে জানান। অভ্রদীপের অজান্তেই সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলেন পদ্মপর্ণা। সেটি আবার অভ্রদীপের স্ত্রী সায়নীকে পড়ে শোনান তিনি। সেই স্ক্রিপ্ট শুনে নিজের ক্যানসার আক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে দীর্ঘ লড়াইয়ের কথাগুলো মনে পড়তেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সায়নী। অভ্রদীপ জানান, একপ্রকার স্ত্রীর অনুরোধেই এই ছবিতে তাঁর অভিনয় করা। এই ছবির শুটিং হয়েছে ডুয়ার্সে সৌমেনের বাড়ি ছাড়াও কলকাতা, মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায়। এই ছবির ফোটোগ্রাফি যিনি করেছেন সেই অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ও জলপাইগুড়ির ছেলে। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন জলপাইগুড়ির সন্তান তথা কলকাতার ক্যানসার চিকিৎসক সায়ন পাল, প্রখ্যাত অভিনেতা চন্দন সেন সহ আরও বেশ কয়েকজন, যাঁরা অভ্রদীপের মতো ক্যানসার জয়ী। অভ্রদীপ বলেন, 'এটি ক্যানসার নিয়ে সচেতনতামূলক ২২ মিনিটের সিনেমা। ক্যানসার মানে যে আর মৃত্যু নয় সেই বার্তাই এখানে দেওয়া হয়েছে। আশা করি এই সিনেমা সকলের ভালো লাগবে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। হঠাৎ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা করতে না যাওয়াই ভালো। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মতের পার্থক্য হতে পারে। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন।

বৃষ : ব্যবসা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা। অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ হাতে আসতে পারে। বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন।

মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত চাহিদায় ক্ষতির সম্ভাবনা। অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও সুযোগসুবিধা চাইবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা। হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন।

কর্কট : ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে। সংসারে সবাইকে নিয়ে চলতে সমস্যা হলেও মানিয়ে নিন। কোনও অপরিচিত লোক প্রতারণা করতে পারে।

ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ।

সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা চলবে। যে কাজেই হাত দিন না কেন, খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা অহেতুক।

কন্যা : নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে মানসিক আনন্দ লাভ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে।

তুলা : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বহুদিন আগের কোনও প্রিয় বন্ধুকে কাছে পাবেন এবং আনন্দে সময় কাটবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। দাঁতের সমস্যায় দুর্ভোগ।

বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে নতুন সুযোগ পাবেন। আলস্য ত্যাগ করুন। পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই যাবে সপ্তাহটি। তবে সাফল্য পাবেন। বাবার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ভাঙা ব্যবসা জোড়া দিতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

ধনু : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করতে পারে। এই সপ্তাহে পাওনা আদায় হওয়ায় বেশ নিশ্চিন্ত হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। সপ্তাহটা সাবধানে চলাফেরা করুন।

মকর : ব্যবসা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মাঝে তা মিটেও যাবে। খুব পরিশ্রমের কাজ এই সপ্তাহে না করাই ভালো। বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। বাড়ির কাজের জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। হঠাৎ নতুন দায়িত্ব নিতে হবে।

কুম্ভ : যে কোনও কাজ করার আগে বেশ ভালো করে ভেবে নিন। কোনও নতুন বন্ধুর সাহায্যে ভালো কাজ পেতে পারেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে এ সপ্তাহ আনন্দে কাটবে।

মীন : এ সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপকার পেয়ে খুশি হবেন। মায়ের রোগ সেরে যাওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। মাথা ধরায় দুর্ভোগ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন।

পাত্র চাই

■ বিবাহ নামমাত্র ডিভোর্সী 25/5'7" পাল GNM, বাবার অ্যাপোলো ফার্মেসী, স্টেঃ রোড, মালদা। পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9932402381 . (M-103089)

■ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, দাস, B.A. DELED, 26/5'+ ফর্সা সুন্দরী। সরকারি চাকুরী পাত্র চাই। (M) 9382263926. মালদা (অগ্রগণ্য) সুসময় 8 PM – 11 PM. (M-103153)

■ সুন্নী মুসলিম শিক্ষক কন্যা 32/5'4" হাইস্কুল শিক্ষিকা, উজ্জ্বলবর্ণা, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি আধিকারিক / কলেজ বা H.S. শিক্ষক ডিভোর্সী / বিপত্নীক পাত্র চাই। মালদা / উঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M - 8906976473. (M-BD)

■ সাহা, 28, কালিয়াগঞ্জ নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। M : 9547418727. (M-TR)

■ কায়স্থ, রায়, 32/5'4", M.A, (ইংরেজি), D.El.Ed. পরিবারের সুন্দরী, শিক্ষিতা, রায়গঞ্জ সন্নিকট নিবাসী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত ভাল চাকুরিরত পাত্র চাই। (উঃদিঃ / দঃদিঃ / মালদা অগ্রগণ্য)। সত্বর যোগাযোগ করুন। Mob. No : 9609041084. (M-TR)

■ পূঃবঃ কুলিন, কায়স্থ, বনেদি সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের 29/5', সঃ প্রাঃ শিক্ষিকার জন্য 35 এর মধ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। কালিয়াগঞ্জ / রায়গঞ্জ এর নিকটস্থ অগ্রগণ্য। Mob. No. : 9434347259. (M-TR)

■ পাত্রী SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, 25+/5', ফর্সা, B.Sc. (Zoology) Hons., B.Ed., M.Ed., Net, JRF Qualified Prof., ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরে, উত্তরবঙ্গবাসী পাত্র চাই। পিতা সরকারি অফিসার রিটায়ার্ড, মা হাইস্কুল শিক্ষিকা, No Caste bar. M-8250714019. (C/106758)

■ রাজবংশী, হাইস্কুল শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি, বয়স 36, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob: 7501519457. (C/112569)

■ রাজবংশী, বয়স 32, কনট্রাক্টচুয়াল সরকারি কাজে নিযুক্ত (WRTDD), পিতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিটায়ার্ড, দিদি সরকারি হাইস্কুল শিক্ষিকা, সরকারি/আধা সরকারি পাত্র কাম্য। Mob: 8116353332. (C/112569)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27/5'-4", B.A. Final, ডিভোর্সি, 6 বছরের কন্যা আছে, ফর্সা, সুন্দরী, পাত্রীর জন্য সরকারি, বড় বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ডিভোর্সি, বিপত্নীক, অসবর্ণ/ইস্যু চলিবে। 7908266023. (C/112561)

■ মালবাজার নিবাসী, কর, কায়স্থ, মধুকুল গোত্র, এমএ, বিএড, বয়স 33, সুন্দরী, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-8001193425. (C/112559)

■ ক্ষত্রিয়, 33/5'-3", ফর্সা, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য সরকারি বা রেপুটেড বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, অনূর্ধ্ব 36 পাত্র কাম্য। Caste no bar. M- 8116226575. (C/106723)

■ কায়স্থ, বয়স 30+/5', কেঃ সরকারি কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি কর্মরত পাত্র কাম্য। (M) 9434680717. (C/106807)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 28+/5'-2", মাঙ্গলিক, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, B.Tech. (C.S), বেঙ্গালুরুতে কর্মরত, 17 Lakhs (PA), উপযুক্ত সুপাত্র চাই। (M) 7029057007. (C/106713)

■ কায়স্থ, 32+/5'-3", B.A. পাশ, (দেবারি, মাঙ্গলিক, স্বল্প সময়ে ডিভোর্সি), সুশ্রী, পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। M-9474414729. (U/D)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 38/5'-2", শ্যামবর্ণা, অধ্যাপিকা, ডিভোর্সি, (নামমাত্র বিবাহ), শিলিগুড়ি নিবাসী, 38-44 বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উপযুক্ত, কর্মরত পাত্র কাম্য। Contact No. 9434249126. (C/106766)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, বয়স ২৮, বিএ পাশ, ৩০ থেকে ৩৫ বয়সের মধ্যে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পাত্র চাই। Ph. 7319072368. (C/112571)

■ নম্র, ভদ্র এবং রান্নাবান্না ও হাতের কাজের রুচিশীল, প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, 26+/4'-11", B.A., D.El.Ed, Sc., যোগ্য পাত্র চাই। 8538089138. (C/106768)

■ কুণ্ডু, জলপাইগুড়ি, 29/5'-2", M.A., B.Ed., সুন্দরী, একমাত্র সন্তানের জন্য সরকারি চাকুরে (স্থায়ী) পাত্র কাম্য। উঃবঙ্গ অগ্রগণ্য। M-9475201126. (C/106767)

■ N.B., কর্মকার, 29/5'-4", B.A. (H), সঃ হঃ স্টাফ নার্সে কর্মরত, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35, শিলিগুড়ি নিজ বাড়ি, সঃচাঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ঘটক/বিবাহ প্রতিষ্ঠান বাদে। Contact : 9851638045, 7602007428. (C/106769)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, পাল, 46/5'-1", সরকারি চাকুরে পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, অবিবাহিত/বিপত্নীক পাত্র চাই। ডিভোর্সি চলিবে না। (M) 6294184209. (C/106620)

■ পাল, 28/5'-4", M.Sc., SBI কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর উপযুক্ত বারুঃ/কায়স্থ, 28-32 পাত্র কাম্য। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9233137708. (B/S)

■ রুদ্র পাল, 25+/5'-1", B.Tech সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (KIIT Bhubaneswar), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, নামী বেসরকারি Bank-এ Asst. Manager Technical পদে শিলিগুড়িতে কর্মরতা। শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, মাতা প্রয়াত, ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চারকিজীবী 30-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র-কাম্য। শিলিগুড়ি/উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9434128045, 7003968388. (C/106810)

■ কায়স্থ, 32+/5'-2", ফর্সা, M.Sc. (Physics), SSC হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। Mob : 8250114758. (C/106117)

■ Gen., 35+/5', 3 মাসের ডিভোর্সি, M.A., Com. Diploma, Health Staff (Cont.), ফর্সা, স্লিম পাত্রীর জন্য 36-41, উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 6294842270. (C/106120)

■ ব্রাহ্মণ, 25/5'-3", M.A., B.Ed., ঘরোয়া, পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9734488572. (C/106561)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ST, 5'-3"/37, Lohara, অষ্টম শ্রেণি, ঘরোয়া, কাজে নিপুণা পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 7602163691. (C/106628)

■ নমশূদ্র, 30+/5', M.A., B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 8348714027. (C/106626)

■ EB, 26/5'-3", B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9733088858. (C/106561)

■ শিলিগুড়ি, দত্ত, 28/5'-2", M.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও কলকাতা নিবাসী পাত্র চাই। (M) 7908477419. (C/106561)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ MSc, B.Ed. 30/5'5" কেঃ সঃ চাকুরীরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরী পাত্র কাম্য। মলাদা অগ্রগণ্য – 9474342309. (M-103154)

■ প্রাঃ শিক্ষিকা 30+/5'3", MSc Geo অনার্স, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরিজীবী (আদিবাসী, মুসলিম) বাদে পাত্র কাম্য। M. No. : 9735063141. (M-103091)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 33/5', B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/106551)

■ কায়স্থ (সেন), 32/5', (মাঙ্গলিক), B.A. পাঠরতা, ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, নিজস্ব Flat, দোকান আছে। চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832672129. (C/106627)

ORIENT JEWELLERS®
Trust of Hallmark
SINCE 1963 ORIENT GROUP
ভবিষ্যতের নিতে যত্ন সঙ্গে থাকুক ওরিয়েন্ট এর গ্রহরত্ন
Customer Care: 8373099950 www.orientjewellers.in
Balurghat * Kaliyaganj * Raiganj * Raiganj (Grand) * Islampur
Siliguri * Malbazar * Jalpaiguri * Dhupguri * Falakata * Alipurduar

নতুন ইনিংস

শুভেচ্ছা সঞ্জয়-তানিয়াকে
সৌজন্যে: RATNA BHANDAR® Jewellers
B R J
SINCE-1975
Hill Cart Road (Sevoke More) 99324 14419 | City Centre, Uttorayon 94343 46666 | Malbazar (Opp. SDO Office) 86959 13720 | Falakata, Subhash pally 83585 13720

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নিরামিশাষী, ৩০/৫'-৪", এমএ (ইংরেজি), ডিএলএড, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101064018, 9832440001. (B/S)

■ WB, আসানসোলে বাড়ি, মুখার্জি ব্রাহ্মণ, একমাত্র কন্যা, Convented M.A. (Eng.), B.Ed., M.Ed., ফর্সা, সুমুখশ্রী, 5'-3", মীন, দেব, বয়স 30, উচ্চপদস্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র হলে যোগাযোগ- M+W : 9832363761. (C/106719)

■ বৈশ্য, 25/5', M.Sc. (ফার্স্টক্লাস), B.Ed. পাঠরতা, গ্রামীণ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9434935136. (B/S)

■ কর্মকার, 26/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি কাম্য। মোঃ 9434464886. (C/106564)

পাত্রী চাই

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ৩৭/৫'-৮", B.Sc., DRD, বেঃ সঃ হসপিটালে কর্মরত, সচ্ছল পরিবারের পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি ও নিকটস্থ উপযুক্ত ব্রাঃ পাত্রী কাম্য। 8101722020. (C/112572)

■ ঘোষ, M.Sc., B.Ed., D.El. Ed., কোচবিহার শহর, 32+/5'-11", বেঃ সঃ স্কুলে (CBSE) কর্মরত, নিজস্ব দোকান, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা, B.Ed. (কর্মরত অগ্রগণ্য), সুশ্রী, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 9734175267. (C/106765)

পাত্রী চাই

■ সাহা রায়, 29+/5'-9", আলিপুরদুয়ার শহরে নিজস্ব বাড়ি, MBA, বিদেশে (Uganda)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী, স্নাতকোত্তর, অনূর্ধ্ব 24-25'এর মধ্যে পাত্রী চাই। 9547227712. (C/106319)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, ডিভোর্সি, 41+/5'-10", দেবারিগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, Mass Com. এমএ, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, বর্ধমান জেলা নিবাসী। 30+, স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9647748883 (বিঃ 2টা থেকে 5টা)। (C/106715)

■ সদগোপ, বিটেক (NIT), বয়স 28, বর্তমানে নিজস্ব ব্যবসায় যুক্ত, একমাত্র সন্তান, উপযুক্ত শিক্ষিত ও সুন্দরী পাত্রী চাই। 9476138940. (C/106717)

■ দাস, 29/5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, মেডিকেল ফিল্ডের উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8509084560, 7029635349. (C/112560)

■ নাথ, 40/5'-6", Assistant Professor, সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9064870726 (8 P.M. – 10 P.M.). (C/106722)

■ সাহা, 35/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C106240)

■ পাত্র SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, 30+/5'-8", M.A., ডাক বিভাগ-এ কর্মরত, সুদর্শন, পিতা সরকারি অফিসার, রিটায়ার্ড, মা হাইস্কুল শিক্ষিকা। শান্ত স্বভাবের, শিক্ষিকা, ফর্সা পাত্রী চাই। চাকরিরতাও চলিবে। No caste bar. (M) 8250714019. (C/106758)

■ কুণ্ডু, 28/5'-8", গাড়ি ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, শিক্ষিত, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M-9832589210. (C/106787)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, 43/5'-1", পাইকারি ঔষধের ও গিফটের ব্যবসা, 30-35'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য (দাবিহীন)। 9800052943, 6295137116. (C/106714)

■ পাল, 30/5'6", সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। Mob. : 9614906228. (M-TR)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-5", সরকারি চাকরিজীবী, রায়গঞ্জ নিবাসী, পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত পরিবারের কর্মরত পাত্রী কাম্য। 8967725515. (K)

■ কায়স্থ, চৌধুরী (পরাসর গোত্র), 31+/5'-9", B.Tech JE in Rangiya, Guwahati, BSNL (A central govt. undertaking), শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, স্বগৃহ। উপযুক্ত, শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M-9891765121. (C/106798)

■ সাহা, 5'-9"/29, হোলসেল ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য গরিব বা মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরোয়া পাত্রী চাই। No caste bar. মোঃ 9434840464. (C/106720)

■ কায়স্থ, 30/5'-5", B.A., সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী, নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। 9635715254. (C/106777)

■ কায়স্থ, 39+/5'-10", M.Sc., প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত (ডিভোর্সি), সুন্দরী, বিএ পাশ, পাত্রী কাম্য। M-8250915050. (S/M)

■ বারুজীবী, একমাত্র পুত্র, শিক্ষিত, সৎ, বর্তমানে শিলিগুড়ি Corp. Sanitary Ins., 28/5'-6", সুপাত্রের জন্য চাকরিজীবী পাত্রী চাই। M-9434871863. (C/106782)

■ পূঃবঃ কায়স্থ, কুলীন, 48+, রেলে Gr.'C', NJP-তে কর্মরত, ডিভোর্সি (মা ও ছেলে), পাত্রের জন্য ডিভোর্সি (ইস্যুহীন), 35 হইতে 40'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : 9474028290. (C/106792)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ পাল, 33+/5'-6", একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। Apd./Cob./ফালাকাটা অগ্রগণ্য। M- 8617894246. (U/D)

■ দেবারি (কর্মকার), শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, 45/5'-6", গৃহশিক্ষক, শিক্ষিত, ঘরোয়া, স্ববর্ণ পাত্রী চাই। 8145529731. (C/106783)

■ যাদব ঘোষ, 33/5'-2", শিলিগুড়ি নিবাসী সম্ভ্রান্ত বংশের ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষিত, সুদর্শন, দাবিহীন, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 27, শিক্ষিতা, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, স্বঃ/অসবর্ণ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001938375. (C/106770)

■ পাত্র EB, নমশূদ্র, বয়স 33/5'-4", M.C.A. পাশ, শিলিগুড়িতে প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, দাবিহীন, শিলিগুড়িতে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, মধ্যবিত্ত পরিবারের ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M- 9732983499, সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রী দশটা। (C/106789)

■ পাত্র কায়স্থ, ২৯, MBBS ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, স্থায়ী পদ, প্রকৃত সুন্দরী, সুচাকুরে, ডাক্তার পাত্রী চাই। মোঃ 9083527580. (C/106623)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বয়স 29+, Service 'C'-G., মা+বাবা Pensioner, পাত্রী চাই ব্রাহ্মণ, 24+, M.A./B.A., M.No. 9002133351. (C/106622)

■ কায়স্থ, ৩৩/৬', এমবিএ, নরঃ, বহুজাতিক পানীয় কোঃ-এর Sales Exec. আলিপুরদুয়ারে কর্মরত, ন্যূনতম স্নাতক, ৫'-৩"-৫'-৫", সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 6295942749, 7602028944. (C/105797)

■ কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, ৩০ বৎঃ, শিক্ষিত, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832193303. (C/106616)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", MCA (NBU), B.Ed., ICT, কম্পিউটার শিক্ষক, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, বাবা ব্যবসায়ী, মা পেনশনার, একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত, কায়স্থ পাত্রী চাই। M-9002408438. (C/112574)

■ নমশূদ্র, 38/5'-5", M.A., B.Ed. (Geo.), প্যারাটিচার, বাবা পেনশনার, সঃ/অসঃ, অনূর্ধ্ব 33 বছর (কর্মরতা অগ্রগণ্য) পাত্রী চাই। M-9749083987. (B/S)

■ SC/NB, 38/5'-8", H.S. School, PG Teacher (Govt.), Wants fair Ben., Non Ben. girl, 8900384978. (K)

■ পাত্র কায়স্থ, 36/5'-6", B.Com. পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। 9933357298 (WP), 9832475558. (C/112575)

■ স্নাতক, ব্যবসায়ী, 37+, বারজীবী, নিজ বাড়ি, শিলিগুড়ির মধ্যে স্নাতক পাত্রী চাই। যোগাযোগ- 9832620728 (7.30 to 8.30 P.M.) (C/106797)

■ বৈশ্য সাহা, সুদর্শন, 5'-10", 40 yr., B.Com., CA inter., কলকাতা নিবাসী, কলকাতায় Pvt. Co.-তে চাকরিজীবী। শিক্ষিতা, চাকরিজীবী, কমপক্ষে স্নাতক, 35 yr./5'-2"-এর মধ্যে সাহা/কায়স্থ পাত্রী চাই। M- 9593661125. (C/106328)

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', পিতা পেনশনভোগী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য 5'-4"-8"/21'26-এর মধ্যে, শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M-9641657361. (C/106328)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-9", M.Tech, রেলের ইঞ্জিনিয়ার, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M- 9330848518. (C/106561)

■ দত্ত, 31+/5'-8", M.Tech, Indian Oil-এ অফিসার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M-7407777995. (C/106561)

■ পাত্র ডাক্তার, MD Medicine, বয়স ৩৩+/৫'-৬", ডাক্তার পাত্রী চায়, MBBS/MD, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ২৮ বছর কাম্য। M-7001920972. (C/106806)

■ পাত্র 'জানা', 42+/5'-3", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাসস্থান, দাবিহীন পাত্রের পাত্রী চাই। রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। M-7001964615. (C/106567)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-6", B.Com. pass, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Ph. 9641797636. (C/106567)

■ EB, বৈশ্য সাহা, 31+/5'-11", B.Tech, PGDM, শিলিগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত, নিজস্ব ব্যবসা, শিলিগুড়ি ও কলকাতাতে নিজস্ব Flat, একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M, W/A- 9832370599. (C/106567)

■ ডিভোর্সি, একাকী, সচ্ছল, সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী, 35-40'এর মধ্যে পাত্রী চাই। আয় ৮০ হাজার, নিজস্ব বাড়ি ও Flats. M-8167512937. (C/106567)

■ পূঃ বঃ বারুজীবী, বিষ্ণুমহর্ষি, সুদর্শন, 32/5'-7", মাধ্যমিক পাশ, কোচবিহারে (নাটাবাড়ি) স্বগৃহ, নিজ ব্যবসা। বাৎসরিক আয় 3 lacs+. উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7076086006 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/106761)

■ পাত্র কায়স্থ, 45/5'-6", স্নাতক, ফর্সা, সুদর্শন, বিবাহ বিচ্ছিন্ন (১ কন্যা, ক্লাস ১১ পাঠরতা), নিজ বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ব্যবসা আছে, পিতা-মাতা বর্তমান, একমাত্র সুদর্শন পুত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 35'এর মধ্যে অবিবাহিতা, উদার মনের শিক্ষিতা, রুচিশীল পাত্রী কাম্য। সত্বর যোগাযোগ ঃ 8617570296 (বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন)। (C/106566)

■ স্থায়ী সরকারি চাকুরে, গ্রুপ-B, সম্পূর্ণ নেশাহীন, Gen. 39/5'-5", ফর্সা, M.Com., MBA, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন কোর্স করা, উচ্চ প্রতিষ্ঠিতা, উচ্চবিত্ত, বেশি বয়সের পাত্রীর কাছে থাকতেও রাজি। M-8597041811. (C/106799)

■ পশ্চিমবঙ্গ কায়স্থ, 30/5'-11", একমাত্র সন্তান, B.Tech, হাওড়ায় MNC কর্মরত, স্ব/অসবর্ণ, সুশ্রী, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 26 পাত্রী চাই। উঃবঃ অগ্রগণ্য। মোঃ 9474570912. (C/106802)

■ কায়স্থ, সরকার, জন্ম- 4.7.1985/5'-3", সহকারী অধ্যাপক, স্থায়ী বাড়ি, আলিপুরদুয়ার, বর্ধমানে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুশ্রী, M.A. pass, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 31 পাত্রী কাম্য। আলিপুর/কোচবিহার অগ্রগণ্য। M-8918948771. (C/106329)

■ পাত্র বয়স 37, একমাত্র ছেলে, সরকারি চাকরিজীবী, বাবা-মা, ভাই, বোন কেউ নাই, আগরতলা মেইন টাউনে নিজ বাড়ি। উপযুক্ত 31 বয়সের মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চায়। (M) 9547195926. (B/B)

■ কোচবিহার, সাহা 35/5'-6", B.A. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7679234609. SC ব্যতীত। (C/106808)

■ কায়স্থ, ৩৪/৫'-৭", M.A., B.Ed., Ph.D., Set Qualified, Delhi Public School-এর স্থায়ী শিক্ষক, মেখলিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ি। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। মোঃ ৯৮০০০৯৮১৩০। (C/106771)

গণতন্ত্রকে যেন বিবস্ত্র করা হল

সংগীতা চক্রবর্তী
মানবাধিকার কর্মী, বীরভূম
(লেখিকা এই ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ্যে এনে সরব হয়েছিলেন)

ভিডিওটা যতবার দেখছি গা শিউরে উঠছে। কোন যুগে বাস করছি আমরা? কতটা নৈতিক অবনতি হয়েছে মানুষের। মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানাবে এই দৃশ্য। বাংলার গণতন্ত্রকে যেন বিবস্ত্র করা হয়েছে। আর সব থেকে চিন্তার বিষয় আইনশৃঙ্খলা। পুলিশ প্রশাসনের উপর থেকে ভরসা উঠে যাচ্ছে মানুষের। আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে মানুষ। আর তাতেই ঘটছে বিপত্তি।

আমি মানবাধিকার কর্মী হিসেবে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছি। আইনের শাসন বলে কিছু রয়েছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। মঙ্গলবার মালদার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। দুইজন মহিলা সেখানে হাটে লেবু বিক্রি করতে এসেছিল। তাঁরা নাকি চোর? তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নি, তাঁরা তারা চোর, কিন্তু প্রশ্ন, চোরের সঙ্গেও কি এই ঘৃণ্য কাজ করা যেতে পারে? চোরের কি মানবাধিকার নেই।

সবথেকে লজ্জার ব্যাপার ওই দুই মহিলাকে যাঁরা মারধর করছেন তাঁরাও মহিলা। জুতো মারতে মারতে অভিযুক্তদের কাপড়চোপড় ছেঁড়া হচ্ছে। ভরা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে। চারিধারে বহু মানুষের জমায়েত। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। ওই দুই মহিলার লজ্জা নিবারণে কেউ এগিয়ে আসছে না। শেষ পর্যন্ত ওই দুই মহিলা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্য। ছেঁড়া কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই ছেঁড়া কাপড়ও টেনে নেওয়া হচ্ছে। ভিডিওটা দেখে আমি স্তম্ভিত এবং লজ্জিত। এই ঘটনার নিন্দা জানানোর মতো কোনও ভাষা পাচ্ছি না। রাগে এবং ঘৃণায় কান্না পাচ্ছে।

এ কোন বাংলায় রয়েছি আমরা। আর সব থেকে অবাক হচ্ছি রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বিবেক দেখে। ভিডিওটা গত তিনদিন ধরে বহু মানুষের হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরেছে। কিন্তু ঘটনাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি প্রথম এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। প্রত্যেক জায়গায় আমি চিঠি দিয়েছি। অবশেষে শনিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনা সামনে এসেছে। মণিপুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন শোক পালন করছেন, তখন এই ঘটনায় তিনি কি বিবৃতি দেন তার অপেক্ষা করছি। ডিজি মনোজ মালব্য হাওড়ার পাঁচলার ঘটনা নিয়ে বলেছেন, যে সিসিটিভি ফুটেজ নেই। এই ঘটনাই তো ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। দেখছি পুলিশ প্রশাসন এবার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ঘটনার সময় এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেও আক্রমণকারীদের থামাতে পারেননি। কিন্তু ঢিলছোড়া দূরত্বে পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও পুলিশ আসেনি। মণিপুর যেমন রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাতেও একই কি অবস্থা। কারণ আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আমার মনে হয় বাংলায় অতি দ্রুত ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা জারি করা উচিত। আর সবশেষে বলব মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। এই ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্তি পাক আমাদের বাংলা।

অনুলিখন ঃ সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

বাঁধ মেরামতে সমস্যায় সেচবিভাগ

দুধিয়ার কাছে নদী থেকে বড় আকারের বোল্ডার সংগ্রহ। –ফাইল চিত্র

বোল্ডার সংগ্রহে বন দপ্তরের দ্বারস্থ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : বর্ষা অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এক দফার ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে একাধিক নদীবাঁধের ক্ষতিও করেছে। এখন এই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের জন্য ২০–৪০ কেজি ওজনের বোল্ডার আগে থেকে সংগ্রহ করে না রাখায় সেচ দপ্তর সমস্যায় পড়ছে। ছোট আকারের বোল্ডার পর্যাপ্ত মজুত থাকলেও ২০–৪০ কেজি ওজনের বোল্ডার সংগ্রহে বন দপ্তরের দ্বারস্থ হল সেচ দপ্তর। তাদের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য বোল্ডার সংগ্রহে সমস্যা হয়েছে। তবে আগে থেকে তারা কেন বোল্ডার মজুত করে রাখল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

২০–৪০ কেজি ওজনের বোল্ডার সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন বিভিন্ন নদীতে মেলে। মহানন্দা, গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নদী থেকে এই বোল্ডার সংগ্রহ করে সেচ দপ্তর।

হাতি, বাইসন, লেপার্ড সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর এখন প্রজনন ঋতু চলছে। এখন শ্রমিকরা বোল্ডার সংগ্রহ করতে গেলে বন্যপ্রাণীর প্রজনন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া, বন্যপ্রাণীর রোষের মুখে পড়তে পারেন শ্রমিকরা।

সম্প্রতি তুফানগঞ্জে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে গিয়ে এই ধরনের বোল্ডার অসম থেকে আনতে হয়েছে বলে সেচ দপ্তরের উত্তর–পূর্ব বিভাগের এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। এই বোল্ডার দিয়ে নদীপাড়, বাঁধের পাড়ে বোল্ডার পিচিং ও লাইনিংয়ের কাজ করা হয়। তবে বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের বোল্ডার সংগ্রহ করা যায় না। এর বাইরে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এইসব জঙ্গল লাগোয়া নদী এলাকায় গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। তাই সেচ দপ্তর বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপালের দ্বারস্থ হয়েছে।

সংগ্রহে দেরি

- ২০–৪০ কেজি ওজনের বোল্ডার সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন নদীতে মেলে
- হাতি, বাইসন, লেপার্ড সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর এখন প্রজনন ঋতু
- এখন শ্রমিকরা বোল্ডার সংগ্রহে গেলে বন্যপ্রাণীর প্রজনন ব্যাহত হতে পারে
- বন্যপ্রাণীর রোষের মুখে পড়তে পারেন শ্রমিকরা

বর্ষা শুরুর আগেই এই ধরনের বোল্ডার সেচ দপ্তর সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে নানা ব্যস্ততা ছিল। তাই অনেক দেরি হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বোল্ডার সংগ্রহের বিষয়টি সেচ ও বন দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ফোনে জানান।

উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বাঁধের সংস্কার, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ করতে হবে সেচ দপ্তরকে। তার জন্য ২০–৪০ কেজি ওজনের বোল্ডার প্রয়োজন। বোল্ডার না পেলে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ ব্যবহার করার কথাও ভাবছে সেচ দপ্তর। কিন্তু তাতে প্রকল্পের খরচ অনেক বেড়ে যাবে।

শিলিগুড়ি, রাজগঞ্জ, মাল, বানারহাট, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে বাঁধ মেরামত, ভূমিক্ষয় আটকানোর মতো কাজ করতে এই ওজনের বোল্ডার দরকার। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর বলেন, 'সেচ দপ্তরের সঙ্গে একদফার আলোচনা হয়েছে। বোল্ডার সংগ্রহের সময় বনকর্মীদের পাহারাও দিতে হবে। পুরো কাজটাই ঝুঁকিপ্রবণ। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।' বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সেচ দপ্তর।

চোখ রাঙাচ্ছে জয়বাংলা, আই ক্লিনিকে ভিড়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : সন্ধ্যাতেও কারও চোখে কালো চশমা, কেউ আবার এক চোখে রুমাল চেপে হাঁটছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে ছবিটা উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকায় দেখা যাচ্ছে। চশমা বা রুমাল সরালেই 'রক্তজবা চোখ'। অর্থাৎ কনজাংটিভাইটিস বা জয়বাংলা চোখে বাসা বেঁধেছে। দৃষ্টিহীন হওয়ার ভয় না থাকলেও অসহ্য চোখের যন্ত্রণা বা চোখ থেকে পিচুটি পড়ায় ব্যতিব্যস্ত সাধারণ মানুষ আই ক্লিনিকগুলিতে ভিড় করছেন।

ঠান্ডা–গরমের আবহাওয়ায় যথারীতি জয়বাংলা বা কনজাংটিভাইটিস ফিরে এসেছে। মূলত শহর এলাকায় চোখের এই রোগটিতে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবছর দুধের শিশু পর্যন্ত কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন। যা নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। জয়বাংলা মূলত ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, এবছর এখন পর্যন্ত আবহাওয়ার কারণে ভাইরাসের দাপট বেশি। যার জন্য পরিবারের একজন সদস্যের কনজাংটিভাইটিস হলে পরিবারের বাকিরাও রোগটিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। পরে তা আশপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা এবং অসাবধানতাকে চিকিৎসকরা এর জন্য দায়ী করছেন।

তবে অনেকে মনে করেন, আই ক্লিনিক থেকেও রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের রোগীর পাশাপাশি ক্লিনিকগুলিতে সাধারণ রোগীরাও থাকেন। ফলে দুই শ্রেণির রোগীর মধ্যে যদি দূরত্ব না থাকে, তবে কনজাংটিভাইটিস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া জয়বাংলা আক্রান্ত রোগীকে দেখার পর প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন না করে যদি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সাধারণ রোগীকে দেখেন, তবেও আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

কিন্তু কী করলে কনজাংটিভাইটিসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে? চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, চোখ লাল হতে শুরু করলেই চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া উচিত। রুমালের পাশাপাশি গামছা, বালিশ জাতীয় জিনিসগুলি আলাদা করে নিতে হবে, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে গরম জলের সেঁক দেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, সমান গুরুত্বপূর্ণ সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া, ভাইরাস ঘটিত রোগ হওয়ায় হাঁচি–কাশির সময় মুখ ঢেকে নেওয়াটা প্রয়োজন, চোখে লুব্রিকান্ট ড্রপ দিলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমনাথ চক্রবর্তী বলছেন, 'এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্বটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আক্রান্ত শিশুকে যেমন স্কুলে না যেতে দেওয়া উচিত, তেমনই আক্রান্তদের ভিড় এলাকা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্তত দুই সপ্তাহ।' ডাঃ স্বরূপকুমার রায়ের বক্তব্য, 'যদি খুব বেশি পিচুটি পড়ে বা অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ড্রপ ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

কাঠ পাচারে ধৃত এক

কালচিনি, ২২ জুলাই : বাইকে চোরাই কাঠের গুঁড়ি পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পুনুয়া তুরি হ্যামিল্টনগঞ্জের বিবেকনগরের বাসিন্দা। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে ভাতখাওয়া চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় বাইকের পেছনে চোরাই কাঠের গুঁড়ি বেঁধে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ওই ব্যক্তি। ওইসময় সেখান দিয়ে আসছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের আধিকারিক অমলেন্দু মাজি। তিনি বাইকের পেছনে ধাওয়া করে ধৃতকে পাকড়াও করেন। তার সঙ্গে থাকা কাঠের বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় বন দপ্তর ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। আটক করা হয় বাইকটিও। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয় শনিবার। তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ
Apollo SPECIALITY HOSPITALS

অর্থোপেডিক ক্লিনিক

ডাঃ এন জাম্বু
এমবিবিএস, এমএস(অর্থো), এফআরসিএস(গ্লাসগো), এফএসিএস(অর্থো), এমবিএ(হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট)
সিনিয়র কনসালটান্ট অর্থোপেডিক সার্জন
অ্যাপোলো স্পেশালিটি হসপিটালস, ভনাগরাম,
কনুই, ঘাড়, প্রাইমারি অ্যান্ড রিভিশন নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জন, পিঠের ব্যথা, শিশুদের জন্য অর্থোপেডিক সমস্যা, আর্থ্রাইটিস, সম্পূর্ণ হিপ, মেরুদণ্ডের আঘাত, বাঁকা শিরদাঁড়া এবং অন্যান্য শিরদাঁড়া সংক্রান্ত সমস্যার জন্য কনসালটেশন।

গ্যাসট্রোএন্টারোলজি ক্লিনিক

ডাঃ জি লোগানাথন
এমডি, ডিএম(জিই), এফআইসিপি(ইন্ডিয়া), এফআইএসজি(ইন্ডিয়া), এফআরসিপি(জিটিএসজি), এফএসিপি(ইউএসএ) ডিরেক্টর–মেডিকেল গ্যাসট্রোএন্টারোলজি সিনিয়র কনসালটান্ট অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল জিএল, এন্ডোস্কোপিস্ট গ্যাসট্রোএন্টারোলজি অ্যান্ড হেপাটোলজি
ম্যানেজমেন্ট অফ জন্ডিস, জিএল বিল্ডিং–রক্ত বমি, পায়ুর রক্তপাত, প্যানক্রিয়াস লিভারের অসুখ, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং লিভার সিরোসিস–এর ব্যাধি, গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল ক্যানসার আলসেরেটিভ কোলাইটিস ক্রোহন'স অসুখ পিইজি টিউব রিপ্লেসমেন্ট স্টিকচার, ডাইলেশন। পলিপেক্টোমি ইএমআর–এন্ডোস্কোপিক মিউকোসাল। রিসেকশন গ্যাসট্রোস্কোপি কলোনোস্কোপি ইআরসিপি ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি ফাইব্রোস্ক্যান স্কিন এন্ডোসোনোগ্রামের জন্য কনসালটেশন।

তারিখ: শনিবার ২৯শে জুলাই ২০২৩
স্থান: অ্যাপোলো হসপিটালস ইনফরমেশন সেন্টার (চেন্নাই)
ওআরোগ্যম হেলথকেয়ার বাগডোগরা, ইয়ামাহা শোরুমের উপরে, চিত্তরঞ্জন গভঃ স্কুলের কাছে, শ্রী কলোনি বাগডোগরা, দার্জিলিং,পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০১৪

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফোন করুন
8001933933 / 9832007392 / 7330767605

সেবক–রংপো রেলপ্রকল্প আগামী বছরের ডিসেম্বরে

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : চলতি বছরের শেষে সেবক–রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে এই রেলপথের কাজ শেষ হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাল উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই রেলপ্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত ৫৫ শতাংশ শেষ করতে পেরেছে বলে রেলের পক্ষে দাবি করা হয়েছে।

এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৪৪.৯৬ কিমির মধ্যে সিকিমের অংশে ৩.৪১ কিমি এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৪১.৫৫ কিমি রেললাইন থাকছে। মোট রেললাইনের মধ্যে টানেল রয়েছে ৩৮.৬২ কিমি। সেতু আছে ২.২৪ কিমি। স্টেশন ইয়ার্ডের খোলা জায়গা থাকছে ৪.৭৯ কিমি। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ৩০.১১ কিমি টানেল মাইনিং কাজ ও ৪.২ কিমি টানেল লাইনিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এই রেললাইনের মধ্যে ১৪টি টানেল থাকছে। সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের টানেলটি ৫.৩০ কিমি এবং ক্ষুদ্রতম টানেলের দৈর্ঘ্য ৫৩৮ মিটার লম্বা। এই রেলপ্রকল্পের মধ্যে সেবক, রিয়াং, মল্লি, রংপো, তিস্তা বাজার নামে পাঁচটি ভূগর্ভস্থ হল্ট স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে ১৩টি বড় সেতু ও ১০টি ক্ষুদ্র সেতু থাকছে। যার মধ্যে বড় ব্রিজের কাজ জোরকদমে চলছে। ছয়টি ক্ষুদ্র সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের মোট খরচ ১২ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে এই রেলপ্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। এই রেলপ্রকল্প শেষ হলে রেল মানচিত্রে জায়গা করে নেবে বলে সব্যসাচী দে জানান।

৫৫ শতাংশ কাজ এগিয়েছে

প্রথমে রেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ২০২৩–এর মধ্যে শেষ হবে পশ্চিমবঙ্গের সেবক থেকে সিকিমের রংপোর মধ্যে রেলপ্রকল্পের কাজ। কিন্তু পাহাড়ে ধস, টানেলে ধস, কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু, ভারী বৃষ্টির কারণে রেলপ্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে সমস্যা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর রাখা হয়েছে।

চ্যানেল তৈরির কাজ চলছে জল্পেশ মন্দিরে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২২ জুলাই : এবারেও শ্রাবণীমেলায় জল্পেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারবেন না পুণ্যার্থীরা। চ্যানেল তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। পুণ্যার্থীদের জল ঢালার জন্য ২০০ ফুট লম্বা চ্যানেল রয়েছে। সেখানে জল বা দুধ ঢাললেই মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবের মাথায় পৌঁছে যাবে। এর জন্য বাইরে লাগানো থাকবে জায়েন্ট স্ক্রিন। সেই বড় পর্দায় ছবি দেখতে পারবেন ভক্তরা। গত বছরের মতো এই বছরেরও যাতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ একইভাবে বহাল থাকে, তার জন্য হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ১৯ জুলাই করা জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্ট ময়নাগুড়ির বিডিওকে জানিয়ে দিয়েছে, এবারেও এই নির্দেশ বলবৎ রাখতে হবে। ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্র নন্দী বলেন, 'চ্যানেল তৈরির কাজ চলছে। আগামী ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সবরকম প্রস্তুতি চলছে।'

গত বছর চ্যানেল তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা। মন্দির কমিটি এই টাকা ব্যয় করেছিল। তবে এবার কারা এই টাকা ব্যয় করবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরেন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'আমরা পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে কোনও টিকিট নেব না। কারণ তাঁরা যেহেতু মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতেই পারবেন না, তাই টিকিট কাটবেন কেন। চ্যানেল তৈরির টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের। আমরা মন্দির কমিটির তরফে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। সেটিও বাতিল করে দিয়েছি। কারণ সেক্ষেত্রে ও টাকা দিতে হবে। গত রবিবার ও সোমবার স্বেচ্ছাসেবক রাখা হয়েছিল। সেই বাবদ ৫০ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে।'

গত বছর জল্পেশ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে গর্ভগৃহে ঢুকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক পুণ্যার্থী। পরে তিনি হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে এই বিষয়ে একটি মামলা করেন। মামলা ওঠে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। সেই সময় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যাতে পুণ্যার্থীরা গর্ভগৃহে প্রবেশ না করেন। এবারেও যাতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই নির্দেশ বলবৎ থাকে তার জন্য এক ভক্ত হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।১৯ জুলাই করা ওই জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট ময়নাগুড়ির বিডিওকে জানিয়ে দিয়েছে এবারেও সেই একই নির্দেশ বলবৎ রাখতে হবে। চ্যানেল তৈরির জন্য দশজন শ্রমিক কাজ করছেন এখন মন্দিরে। মন্দির এলাকায় এখন থেকেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে। আমরা সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। চ্যানেল তৈরির কাজ চলছে। পাইপের মধ্যে দিয়ে পুণ্যার্থীদের ঢালা জল চলে যাবে গর্ভগৃহে শিবের মাথায়। আমরাও চাই না যে ওখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটুক। এর জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

দুশো ফুট দূরে পুণ্যার্থীরা জল ঢালবেন। সেজন্য প্রস্তুতি জল্পেশ মন্দিরে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Notice Inviting e-NIT
On behalf of the Governor of West Bengal Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Div, P.H.E. Dte., Kalimpong invites tender vide e-NIT No. eT/96/EE/NKWSMD OF 2022-23 (3rd Call) (SL. NO. 01) vide memo no. 709/NKWSMD dt. 17/07/2023 for one no. of work. For details visit www.wbtenders.gov.in and www.wbphed.gov.in Bid Submission (online) closing date 18.08.2023 at 2.00 P.M. Sd/- Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T14231(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited online from reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Govt. Company for the work. N.I.e.T No. PHE/SWSD/EE/NIeT-09 of 2023-24. (Sl. No. 01) (3rd Call) (Tender ID No. 2023_PHED_548650_1). Last date of submitting e-tender (online): 12.08.2023 upto 16:30 P.M. Date of opening 14.08.2023 at 16:30 P.M. Please login in the department website: https://wbtenders.gov.in for details. (Addenda/Corrigenda if any would be intimated in departmental website only). Sd/- Executive Engineer, Siliguri W/S Division. P.H.E. Dte. ICA-T14228(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Siliguri Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. invites e-Tender for the following work -- "SITC of LED Glow sign Board at infront of emergency bldg & main entrance of Siliguri District Hospital" eNIT No.- WBPWD/AE/SESD-I/e-NIIRT-06 of 2023-24. Tender ID: 2023_WBPWD_548086_1. Bid submission start date (online): 17/07/2023 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 26/07/2023 upto 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Siliguri Electrical Sub-Division-I. ICA-T14266(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Siliguri Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. invites e-Tender for the following work -- "SITC of LED Glow sign Board at different location (Near Ticket Counter, Police Outpost, Office of the Superintendent) of Siliguri District Hospital" eNIT No.- WBPWD/AE/SESD-I/e-NIIRT-05 of 2023-24. Tender ID: 2023_WBPWD_548052_1. Bid submission start date (online): 17/07/2023 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 26/07/2023 upto 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Siliguri Electrical Sub-Division-I ICA-T14265(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Notice Inviting e-NIT
On behalf of the Governor of West Bengal Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Div., P.H.E. Dte., Kalimpong invites tender vide e-NIT No. eT/78/EE/NKWSMD OF 2022-23 (SL. NO. 04) vide memo no. 715/NKWSMD dt. 18/07/2023 for one no. of work. For details visit www.wbtenders.gov.in and www.wbphed.gov.in Bid Submission (online) closing date 18.08.2023 at 2.00 P.M. Sd/- Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T14232(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD-NH TENDER NOTICE
EE, National Highway Division-X invites online e-Tender for One number of Civil work vide NIET No.-02 of 2023-24 of the EE, National Highway Division-X, PW(Roads)Dte. Tender ID: 2023_NH_547954_1. Bid submission start date(online):- 18.07.2023 at 18:00 Hrs IST; Bid submission closing date (online):- 25.07.2023 at 18:00 Hrs IST. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, National Highway Division-X, PW(Roads)Dte., Alipurduar. ICA-T14252(2)/2023

স্টেশনের আপগ্রেডেশনের সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৩-কে৮ তারিখঃ ২০-০৭-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ এন-২০২৩-কে৮, কাজের নাম ঃ এন. এফ. রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে স্টেশনের আপগ্রেডেশনের সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৯৪,০১,২৪৭.৫৭ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৪,৯৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/জিএস-০২/২০২৩-২৪/কে তারিখঃ ১৯-০৭-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি এবং ঠাকুরগঞ্জে- অমৃত ভারত ষ্টেশন যোজনার অধীনে চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্ম, নতুন ষ্টেশন ভবনের লঘু উন্নীতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক রাশিঃ ২,৯৭,১২,১৪২/- টাকা। বায়না রাশি ২,৯৮,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১০-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বক্স কালভার্টের নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৭০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২০-০৭-২০২৩ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেণ্ডার নং. ২৪-এপি-III-২০২৩। কাজের নামঃ মুজনাইতে গুডস সাইডিঙের প্রস্তাবিত নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বক্স কালভার্ট (সেতু নং. ১৯৯ (১)), বিদ্যমান সেতু নং. ১৯৯ (স্প্যান, ৩×৬.১০ এম) এর সমান্তরালভাবে স্প্যান ৩ × ৬.০০ এম, ১১৩/৮-৯ কিলোমিটারে পিএসসি শ্লেবের নির্মাণ, ১১৩/০১ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৯৮, স্প্যান ১ × ৩.৬৬ এম আরসিসি বক্সের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ এবং দলগাঁও-মুজনাইর মধ্যে আর্থ ওয়ার্ক এবং রিটেইনিং ওয়ালের কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ২,৩১,০৪,৬৯৯.৭৩/- টাকা। বায়না রাশি ২,৬৫,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৮-২০২৩ তারিখে ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৭-০৮-২০২৩ তারিখে ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৩–২০২৪
জ্যোতির্বিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়র বিজ্ঞান এবং গণিত
প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য **২৫ এবং ২৬ নভেম্বর,** ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট **ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এগজামিনেশন** (NSE) এবং গণিতের জন্য **৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত **ইন্ডিয়ান অলিম্পিয়াড কোয়ালিফায়ার ইন ম্যাথমেটিক্স** (IOQM) পরীক্ষায় অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে।
NSE/IOQM –এ যোগ্যতা হল ২০২৪ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ।
শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন তালিকাভুক্তি :
IOQM : https://www.mtai.org.in (১০ জুলাই–৩ অগাস্ট, ২০২৩)
NSE : https://www.iapt.org.in (২১ অগাস্ট–১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)
আরও তথ্যের জন্য : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in https://www.mtai.org.in
cbc 48143/12/0001/2324

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
PO - BINNAGURI, DIST - JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail : apsbinnaguri1@gmail.com
Website : www.apsbinnaguri.org
(Mob No : 7718747807)
TENDER NOTICE : PROCUREMENT OF INTERACTIVE SMART CLASS SYSTEM (LED INTERACTIVE PANEL) FOR ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
1. Quotations are invited in two bids system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG/13/LED Panel dt 21 Jul 2023 and "Commercial Bid" for RFP No 09/APS/BNG/13/Panel dt 21 Jul 2023 and packed in large envelope, duly sealed. The quotes are to be super-scribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of item alongwith technical specifications as per Part-V of RFP.
3. Delivery period after issue of Supply Order : Four weeks.
4. Last date for submission of bids: 21 Aug 2023 at 1400hrs.
5. Date of opening of Technical bids: 22 Aug 2023 at 1300hrs.
6. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officer.
7. All rights reseved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.
Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnaguri

KENDRIYA VIDYALAYA HASIMARA
Air Force Station, Hasimara, Alipurduar (W.B.)-735215
Website : https://hasimara.kvs.ac.in
Phone: 03566-255001, Email: principalhasimara@gmail.com
WALK-IN-INTERVIEW
A walk-in-interview will be held at Kendriya Vidyalaya Hasimara on 31.07.2023 in order to prepare a panel of Balvatika Teacher for appointment on contractual basis in the academic year 2023-24.

Post	Qualification
Balvatika Teacher	(i) Senior Secondary class (Class XII or its equivalent) from a recognized Board with at least 50% marks and (ii) Diploma in nursery Teacher education/Pre-school Education/Early Childhood Education Programme (D.E.C.Ed) of duration of not less than two years or B.Ed (Nursery) from NCTE recognized institutions.

Candidates should report for the interview at 9.00 A.M. sharp along with original and one set of self-attested documents/testimonials.
Principal

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এন-২০২৩-কে৭, তারিখ: ২০-০৭-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়; টেন্ডার নং.: এন-২০২৩-কে৭; কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কাটিহার ডিভিশনে কুমেদপুর, হরিশচন্দ্রপুর, লাভা, ভালুকা রোড এবং মালদা কোর্ট স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির উন্নয়ন সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজগুলি। টেন্ডার মূল্য: ৭,৩১,৫৯,৩৮৩.১৯ টাকা; বায়না মূল্য: ৫,১৫,৮০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CINEMA সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৭২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৪৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিক্ষা–দীক্ষা

■ LL.B (3 yrs.) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা ঃ যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার ডিগ্রি ও 45% নম্বর। SC/ST– 40%, OBC– 42%. LL.M, ল'পয়েন্ট– 9830132343. (K)

■ কম সময়ে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিকে ভালো নম্বর তুলে LL.B, ফার্মাসি ও প্যারামেডিকেল সহ বিভিন্ন কোর্সের ভর্তির সুযোগ। M– 8653709566. (C/106566)

■ প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের মূল্যায়নপত্র প্রকাশিত হয়েছে। লেখাপড়া, সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার। M. No. 9832437568, 8944063284. (C/106121)

■ ভর্তি চলছে– মন্তেশ্বরী চাইল্ড এডুকেশন/প্রি-প্রাইমারি/প্রাইমারি। M– 9474126177, অনলাইন অ্যাডমিশন– www.santiniketanmontessori.org (K)

স্পোকন ইংলিশ

■ মাত্র ৩ মাসের কোর্সে গ্যারান্টি দিয়ে ইংরেজি শেখাই। স্বচ্ছন্দে বলতে শেখাই। প্রবীণ শিক্ষকের সহজ পদ্ধতি। ফোনঃ 7001277087, শিলিগুড়ি। (C/106566)

TUITION

■ BEST Pvt. Tuition for all Cl./Sub./Board at your home. 6294184551. (C/106794)

লোন

■ Aadhaar Card, PAN Card সহযোগে Instant Loan করানো হয়। Agent–রাও যোগাযোগ করুন। Contact No. 9163720515. (C/106803)

ডাক্তার চাই

■ আলিপুরদুয়ারের নার্সিংহোমে একজন RMO ডাক্তার চাই। সত্বর যোগাযোগ– 9434117996. (C/106786)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)–কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা–501/–। (C/106564)

■ শ্রী অসীম শাস্ত্রী। যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন। M – 7076718855। চেম্বার : রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদা। (M-TR)

তন্ত্র ভৈরব শ্রী অনুরাগ শাস্ত্রী

■ কামিনী মোহিনী বশীকরণের শ্রেষ্ঠ। ব্যবসা, প্রেম, বিবাহ, শত্রুদমন, বিভিন্ন কঠিন সমস্যা চিরস্থায়ী প্রতিকার, বিফলে মূল্য ফেরত। ২৮ শিলিগুড়ি/ ২৯ মালদা/৩০ কোচবিহার। 7076653802. (K)

ইনভেস্টর চাই

■ Total Growth 200% by 20 months. মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট 20000/–. Weekly Commissions. Agent Welcome. Prova Group–Office Siliguri & Kolkata. Web– www.provaworld.com, 6291807514. (K)

আয়া/সেবিকা

■ লক্ষ্মী আয়া সেন্টার– এখানে নার্স, আয়া, 24 ঘণ্টা ঘরোয়া কাজের লোক পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি। M–8927215865, 6295862724. (C/106564)

■ বাচ্চা, বয়স্ক রোগী দেখাশোনার জন্য দিন–রাত আয়া পাওয়া যায়– 'নিরুপমা'। M– 7679486366, 8967318317. (C/106567)

■ বাচ্চা/রোগীর যত্নের জন্য দিন/রাতের অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'আরোগ্যালয়'। M– 9832332028. (C/106564)

ব্যবসা–বাণিজ্য

■ ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকায় হোটেল/রিসর্ট লিজ দিতে চান? দিঘায় হোটেল কিনতে/লিজ নিতে চান? ফোনঃ 9163477785. (K)

ভাড়া

■ Rent for Mini Store/Office 250 Sq.ft, NJP Road, Slg. Mob: 9832068226. (C/106772)

■ 2 BHK flat for rent at Subhashpally, Siliguri. M– 8918151317. (C/112576)

■ To-Let for 2 rooms 1250 Sq.f. flat at 2nd floor new Building by lane of Children Park, Siliguri–1. Mob: 9434045478, 8617645599. (C/106566)

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর সারদাপল্লিতে বাড়ি ভাড়া দেব। সঃ/ বেঃসঃ চাকুরে। নীচতলা। (M) 98324–92424.

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লিতে ২ রুম ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। N.S. রোড by লেন। (M) 9475764429. (C/106569)

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ প্রাথমিক বিদ্যালয় জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত হাইওয়ে সংলগ্ন স্থানে যেতে ইচ্ছুক। M–8016642494. (C/106618)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 19/10, হিমাচল+অমৃতসর 30/10, গুজরাট 20/10 & 26/11, মধ্যপ্রদেশ 7/12, রাজস্থান 21/12, বাংলাদেশ 21/11, কেরল 24/1/24. M– 9733373530. (K)

দত্তক চাই

■ আমরা একটি কন্যাসন্তান দত্তক নিতে চাই। বয়স ০–২ মাসের মধ্যে। যে বা যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা সত্বর যোগাযোগ করুন। M–7319184463. (C/106784)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি সেনপাড়াতে 3 কাঠা জমি সহ রেডি বাড়ি সত্বর বিক্রয়। মূল্য– 48.5 লাখ। প্রকৃত ক্রেতা ফোন করবেন। 7908467754. (C/106567)

■ Land sale 10 Katha 60' front, Road 16', behind Don Bosco School, Siliguri. Cont. 8972008697. (C/106801)

■ শিলিগুড়ি অতুল প্রসাদ সরণি (বিবেকানন্দ স্কুল থেকে ৩ মিনিট হাটা পথ) 2 BHK Flat (3rd Flr.) 933 sq.ft. বিক্রয়। M : 8250040839. (C/106565)

■ শিলিগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লিতে লাইসেন্স সহ হোলসেল মেডিসিনের দোকান শীঘ্র বিক্রয়। যোগাযোগ– 97499–33044. (C/106805)

■ জলপাইগুড়ি নয়াবস্তিতে 9 ft চওড়া রাস্তার ভেতর G/ ফ্লোরে 840 স্কোঃ ফিঃ ফ্ল্যাট 16 লাখে বিক্রয়। M : 9339329375. (C/106629)

■ প্লটে জমি বিক্রয় রবীন্দ্রসরণি, শিবমন্দির। No. 7811095211. (M/M)

■ কোচবিহার শিবযজ্ঞ রোডে, বয়েজ ক্লাবের নিকট দেড় কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। কেবলমাত্র প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। Contact – 8116794091. (C/106119)

■ ময়নাগুড়ি দেবিনগর কামারপাড়ায় 2.5 কাঠা জমি সহ পাকা দোতলা বাড়ি অতি সত্বর বিক্রয়। M : 7797256845/9064668203. (S/C)

■ কোচবিহারে নিউটাউন এলাকায় বক্সীবাড়ি মোড়ে ২ কাঠা জমির উপর ৩ তলা Foundation–এ দ্বিতল বাড়ি বিক্রয় হইবে। M : 9434643564. (7 A.M.– 5 P.M.) (C/106115)

■ জলপাইগুড়ি শিয়ালপাড়া Commercial 300 sq.ft. দোকান ঘর বিক্রয়। M : 7001006081. (C/106617)

■ শিলিগুড়ির ঘোগোমালি চয়নপাড়া মেইন রোডের উপর 3 কাঠা খালি জমি বিক্রয় হবে। Ph. 9382432135. (C/106791)

■ 30 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। ঠিকানা – দ্বারবক্স, ফাঁসিদেওয়াতে। কল করুন – 99033–21153, 90028–45579. (C/106561)

বিক্রয়

■ পূর্ব রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়িতে ১ ½ কাঠার জমিতে নির্মিত বাড়ি বিক্রয়। Ph. 9832384351. (C/106788)

■ Shop for sale at Jalpaiguri, Raikat para, Amarkutir, 91 Sq.ft. Ph. 8777572128. (K)

■ দার্জিলিংয়ে অত্যন্ত প্রাইম লোকেশনে ৫ তলা বাড়ি (প্রতি তলা 260 sq.ft) তিনটি দুইরুম ফ্ল্যাট সহ, মূল রাস্তায় একটি এবং উপরে একটি দুইদিক খোলা সম্পূর্ণ সুসজ্জিত দোকান সহ বিক্রয় কিংবা ভাড়া দেবো। প্রকৃত ক্রেতাই যোগাযোগ করুন। 8348225003. (C/106779)

■ শিলিগুড়ি লেকটাউনে 3 BHK, 1050 sq.ft. ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয় হবে। ফোন– 7866993171/9832411926. (C/112573)

■ Two katha land at ward 24 Siliguri for sale. (6294877188). (C/106800)

■ Sale 2 Katha Land+Godown Siliguri Bypass & Haiderpara 150 sqft Shop, 2000/– Note Accepted. M : 7001723306. (C/106568)

কর্মখালি

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা দক্ষ মহিলা ও পুরুষ কর্মী এবং ড্রাইভার প্রয়োজন। (M) 8918394139. (C/106565)

■ Accountant, B.Com. required. (M) 8101705115. (C/106804)

■ কোচবিহারে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত Spareparts–এর দোকানে ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ অভিজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9434103030. (C/106122)

■ প্রসিদ্ধ ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানিতে ফিটিংস ও রিপেয়ারিং কাজের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ ছেলে নেওয়া হবে। ফিক্সড স্যালারি ও কমিশনের সাথে PF & ESIC+বোনাস ইত্যাদির সুবিধা দেওয়া হয়। Ph : 8116602333. (C/106566)

কর্মখালি

■ Required Experienced Technician & Evaluator for Renowned Organization at Matigara. Qualification : ITI in Motor Mechanic or Diploma in Auto Mobile. Call/WhatsApp : 9800653511. Send your CV by WhatsApp. (C/106760)

■ শিলিগুড়িতে বয়স্ক মহিলাকে দেখাশোনা ও সাংসারিক কাজের জন্য (9 A.M. – 5 P.M.) মাঝবয়সী মহিলা চাই। বেতন– 8000/–. (M) 8918171953. (C/106561)

■ শিলিগুড়িতে 1) ফাস্ট ফুডের কুক (10 হাজার) এবং 2) H.S. কেরানি (5 হাজার) পুরুষ চাই। Ph : 8250421860. (C/106781)

■ Wanted Warehouse Incharge with knowledge of SAP by CFA of paint Co. Email CV : recruitmentslg5@gmail.com (C/106557)

■ Required one Experienced Manager for a Electrical Distribution firm in Siliguri. (M) 9679495146.

■ শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চাইছে Tally এবং কম্পিউটার বিলিং করতে জানা অভিজ্ঞ, দায়িত্ববান, কর্মঠ কর্মী। বেতন অলোচনাসাপেক্ষে। (M) 9832011192. (C/106565)

■ পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় Pvt. ব্যাংক DSA–তে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা ৮ম–স্নাতক। বেতন 17200/– – 47600/–, এক্স–আর্মির সুব্যবস্থা আছে। (M) 9091431491.

■ উঃ বঙ্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন পদে Male/Female কর্মী নিয়োগ। বেতন 17K–39K+OT, ESI, বোনাস। (M) 9088537712.

■ কোম্পানির Air Conditioner (AC) ডিভিশনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। আকর্ষণীয় Salary সাথে PF ও ESI–এর সুবিধা। শিলিগুড়ি। Ph : 9434056065. (C/106567)

কর্মখালি

■ গৃহস্থ বাড়ির রান্নার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই। থাকা–খাবার ব্যবস্থা আছে। Ph : 9434760688.

■ শিলিগুড়ির নিজস্ব অফিসে মহিলা রিসেপশনিস্ট (বয়স 18–30) চাই। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। 8250281250. (K)

Hotel Job Vacancy Receptionist

■ Walk in Interview, time 11 A.M.–1 P.M. everyday. Address Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 90835 36619. (C/106569)

VACANCY

■ For the posts of (1) Receptionist, (2) Coordinator cum Media Manager, (3) Special Educator–Computer proficiency required for these posts. Apply within 7 days to e-mail ID : gsse@goodricke.com (C/106564)

Vacancy

■ Auth. Service Centre of Reputed Water Purifier Company Kent Ro Systems require Service Technician. Experience & Freshers also apply. Salary+Comm+TA+Bonus. Cont : Shree Ganesh Enterprises. Sukantapally, Siliguri, 8927944420/7074007390.

STAFF REQUIRED

■ Required Marketing Person, Sales Executive, Graphic Designer, Tailor Master (M/F). Silcogroupco@gmail.com, Mo : 9832009803. (C/106565)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে সংসারের কাজের জন্য মহিলা চাই। দিনরাত্রে থাকতে হবে। বেতন সাক্ষাতে। (M) 7797712353. (C/106567)

■ Need Hindi & Maths Teacher for CBSE School Slg. Ph.: 9832317097, 9563592122. (C/106566)

■ শিলিগুড়িতে উকিলের চেম্বারে কম্পিউটার জানা লোক প্রয়োজন। (M) 7797801375, 8250586001. (C/106566)

■ Wanted Salesman workshop Supervisor Tally Operator for 2 wheeler dealership. Call : 8016570707. (C/106566)

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই

■ নামী অফিসে Back অফিসের কাজের জন্য যোগ্য গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই। বেতন 15000/– – 20000/–. Interview on 24.07.2023 সোমবার, সময় : 5 P.M. – 7 P.M., যোগাযোগ : প্রবীণ আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। 9647855333. (C/106564)

Vacancy for Graphic Designer & Drawing Artist

■ Walk in interview. Time : 11 A.M. – 1 P.M. everyday. Address Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 9083536619. (C/106564)

"PAY & EARN"
SIP ABACUS Siliguri Hakim Para & Siliguri Jyoti Nagar inviting Graduate ladies with good communication skill to become Course Instructor to train children. No teaching experience required. Teacher Training & Certificate will be given by SIP Academy. Send ur CV @+91 90640 42757. Short listed candidates will call for interview. For more details refer **www.sipabacus.com**
Days to be engaged - Wednesday or Friday Evening, Saturday & Sunday full day.

বেঙ্গাইজোতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত বৃদ্ধা

নকশালবাড়ি, ২২ জুলাই : নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বেঙ্গাইজোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে-২'তে শনিবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। শেষে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামলায়।

মৃতা ঊষা মধু (৬০) নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ রথখোলার বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে ঊষা বাড়ি থেকে প্রাতর্ভ্রমণে বের হন। এশিয়ান হাইওয়ে-২ বেঙ্গাইজোত এলাকার রাস্তা ধরে তিনি হেঁটে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় একটি মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যান তাঁকে পেছন দিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসতেই পিকআপ ভ্যানের চালক

গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তায় স্থানীয়রা। শনিবার বেঙ্গাইজোতে।

গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রথখোলা ট্রাফিক পোস্ট থেকে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

এদিকে, স্থানীয়রা জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেন। ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতি এবং পিকআপ ভ্যানচালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে রাখেন মহিলারা। পথ অবরোধ থাকায় জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এরপর নকশালবাড়ি থানার ওসি প্রদীপ ত্রিখাতির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে। শেষে পুলিশ স্থানীয়দের সমস্ত দাবি মেনে নিলে ঘণ্টাখানেক পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু পুলিশের কোনও হেলদোল নেই। মাসখানেক আগে এই এলাকায় দুর্ঘটনায় দুজন যুবকের মৃত্যু হয়। মৃতরা খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কি এবং বাতাসির বাসিন্দা ছিলেন। এরপর থেকেই স্থানীয়রা এই এলাকায় ট্রাফিক গার্ড রাখার দাবি করেন। দাবিমতো যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এই এলাকায় একজন পুলিশ মোতায়েন করা ছিল।

যদিও স্থানীয় মনোরঞ্জন বর্মনের অভিযোগ, 'সপ্তাহখানেক হল ট্রাফিক গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি ব্যারিকেডও রাখা নেই। পুলিশ মোতায়েন থাকলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে থাকে। পুলিশের গাফিলতিতে একজনের প্রাণ গেল।'

আরেক বাসিন্দা বাসন্তী সিংহ বলেন, 'ট্রাফিক গার্ড থাকলেও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ না করে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু পুলিশের হুঁশ ফেরে না। এভাবে আমরা রাস্তায় উঠতেই ভয় পাই। পুলিশ না থাকলে এই এলাকায় গাড়িগুলিও তীব্র গতিতে ছোটে।'

নকশালবাড়ির ট্রাফিক ওসি নীতেন থাপা জানান, পরপর ওই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটায় ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল এবং একজন পুলিশও মোতায়েন ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নকশালবাড়ি বাজারের প্রধান সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ট্রাফিক পুলিশকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এদিন দুর্ঘটনার পর থেকে সারাদিনের জন্য দুজনকে বেঙ্গাইজোতে মোতায়েন করা হয়েছে।

সিপিএম অফিসের জমি দখল, অভিযুক্ত বিজেপি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ জুলাই : সিপিএমের পার্টি অফিসের জায়গা দখলের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়িতে। অভিযোগের তির বিজেপির এক নেতার দিকে। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেও অভিযোগ তুলেছে সিপিএম নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ, সিপিএমের কার্যালয়ের সামনে আবর্জনা ফেলার জায়গা তৈরি করে দিয়েছে তৃণমূল। ইদানীং সেখানে বাজারের যাবতীয় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এছাড়া সারা নকশালবাড়ি বাজারের অলিগলি পেভার্স ব্লকের রাস্তা হলেও সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে রাস্তা তৈরি করতে দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে সিপিএমের কার্যালয়। এই কার্যালয়ের সামনে রয়েছে একটি রাস্তা। যেটি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তিনটি মোড়ের রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই রাস্তা নিয়ে সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে বিবাদ চলছে গত কয়েকদিন ধরে। বর্তমানে সিপিএম কার্যালয় অধিকাংশ দিন বন্ধ থাকে। অভিযোগ এই সুযোগে সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনের ছোট রাস্তা দখলের পরিকল্পনা চলছে। সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনেই রয়েছে বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি

সিপিএম পার্টি অফিসের সামনের এই রাস্তা নিয়ে বিবাদ।

দিলীপ বাড়ুইয়ের দোকান। সিপিএমের পার্টি অফিস এবং দিলীপ বাড়ুইয়ের দোকান দুটোই ডিআই ফান্ডের জায়গা। বেশ কয়েক বছর ধরেই দোকানটি বন্ধ রয়েছে। ইদানীং এই দোকান সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সিপিএমের নকশালবাড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিকাশ চক্রবর্তীর অভিযোগ, বিজেপি নেতা দিলীপ বাড়ুই সিপিএমের পার্টি অফিসের জায়গা দখল করছে। বিষয়টি নিয়ে তারা দিলীপ বাড়ুইয়ের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। তারপরেই বিজেপি নেতা কাজ বন্ধ করে দেন। বিকাশবাবু বলেন, 'পার্টি অফিসের সামনে বিজেপি নেতা কাজ শুরু করলেই আমরা বিক্ষোভে নামব।' পালটা হুমকি দিয়েছেন দিলীপ বলেন, 'সোমবার থেকে আমার দোকানের কাজ শুরু করব। সিপিএমের নেতৃত্ব কী করবে দেখে নেব। সরকারকে রাজস্ব দিয়ে আমি নিজের জমিতেই দোকান বানিয়েছি। কিন্তু সিপিএম জবরদস্তি সরকারি জায়গা দখল করে পার্টি অফিস বানিয়েছে। এখন তারাই আমাকে কাজ বন্ধের হুমকি দিচ্ছে।'

বিকাশবাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনের রাস্তাটি পেভার্স ব্লকে করল না। রাস্তার কাজ না করে উলটে বাজারের নোংরা জল, আবর্জনা এখানে ফেলার জন্য ছেড়ে যায়। ফলে অনেক ছোট ব্যবসায়ী তাঁদের পসরা সাজাতে পারছেন না।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ন্তী কিরো বলেন, 'সিপিএম পার্টি অফিসের সামনের জায়গা শিডিউলে ধরা ছিল না। তাই কাজ হয়নি। তবে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ম্যানুয়াল টেন্ডার করে সেখানে দ্রুত কাজ শুরু করব।'

ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক দখল করে ভুট্টা শুকোনো চলছে। শনিবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

রোজগারমেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

রাজ্যের বেকারত্ব নিয়ে বারলার তোপ তৃণমূলকে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : ভোটের পরও বিপক্ষকে লক্ষ্য করে তোপ দাগা চলছেই।

লোকসভা ভোটে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা তৃণমূলকে জবাব দেবেন। কারণ, কর্মহীন রাজ্যে দুর্নীতিটাই শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রোজগারমেলায় যোগ দিয়ে মোদি সরকারের মন্ত্রী জন বারলা এমনই মন্তব্য করলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি শনিবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি ভবনে আয়োজিত মেলায় তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগপত্র চাকরিপ্রাপকদের হাতে তুলে দেন। এখানেই তিনি চাকরি বা কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের তুলনা টানেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যের ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ যুবক এখন পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা কেরল, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ খুঁজে নিয়েছেন। এখন চা শ্রমিকরাও এই পথে হাঁটছেন। দুর্নীতির বাইরে রাজ্যের কোথাও রোজগার নেই। এর থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না।' প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, তার বড় প্রমাণ এই রোজগারমেলা বলে দাবি করেন তিনি। এদিন শিলিগুড়ির রোজগারমেলা থেকে প্রায় ১০০ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গেও পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে শেষ নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের এমন ফলাফল নিয়ে চর্চা সর্বত্রই। এমনকি বিজেপির অন্দরেও পর্যালোচনা চলছে। কিন্তু লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি আসন তাঁরা দখল করবেন বলে শনিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা দাবি করলেন। তাঁর বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত ভোটে বুথের পাশাপাশি স্ট্রংরুম, গণনাকেন্দ্রেও ছাপ্পা ভোট হয়েছে। ডিএম থেকে বিডিওদের মদতে ভোটের নামে যে প্রহসন হয়েছে, তা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। লোকসভায় জবাব দেওয়ার জন্য তাঁরা মুখিয়ে রয়েছেন।'

মন্ত্রী এদিন ফের দুর্নীতি প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্যের কোথাও কর্মসংস্থান নেই। কলকারখানা যা ছিল, তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শাসকদলের মদতে দুর্নীতি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে।' চা শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়েও তিনি সরব হন। তাঁর বক্তব্য, 'সঠিক মজুরি না পেয়ে চা শ্রমিকরা এখন ভিনরাজ্যের পথ ধরছেন।' যদিও চা শিল্প এবং শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্যাকেজের ঘোষণা করেছিল, তার কী হল, সেই সংক্রান্ত কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

এদিনের রোজগারমেলায় যাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই ব্যাংকে চাকরি পেয়েছেন। রেল এবং ডাকঘরেও কয়েকজনের চাকরি হয়েছে। এদিন দেশের ৪৪টি জায়গায় এমন রোজগারমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যার সূচনা করেন। সপ্তম রোজগারমেলায় প্রায় ৭০ হাজার ছেলেমেয়ের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। জন বারলা ছাড়াও শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগপত্র দিচ্ছেন জন বারলা। শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

স্কুলে চুরি, নিরাপত্তায় প্রশ্ন

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : স্কুল থেকে ফ্যান চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। খুলে রাখা আরও কয়েকটি ফ্যান, ছাতা এবং জুতো ফেলেই পালাল দুষ্কৃতীরা। শনিবার ভোরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট হাইস্কুলের ঘটনা। এনিয়ে সম্প্রতি ফাঁসিদেওয়া শিক্ষাচক্রের অন্তর্গত পাঁচটি স্কুলে চুরি হল। এই ঘটনার পর থেকে স্কুলগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিন স্কুলের ১২টি ফ্যান চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে স্কুল সূত্রের খবর, কোভিড পরিস্থিতিতে ওই স্কুল থেকে ৪৮টি ফ্যান চুরি হয়েছিল।

ঘটনার সময় স্কুলের নৈশপ্রহরী সেখানেই ছিলেন। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট দেখে তাঁর সন্দেহ হতেই তিনি ঢিল ছোড়েন। তাতে পালিয়ে যায় চোর। যদিও দুষ্কৃতীদের আরও দশটি ফ্যান ততক্ষণে খোলা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি ক্লাসরুমের মেঝেতেই ফেলে পালিয়ে যায় তারা। এদিন বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা।

এবিষয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রেমানন্দ রায়ের মন্তব্য, 'এর আগেও চোর ধরা পড়েছিল। আশাকরি এবারেও ধরা পড়বে। তবে, আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও সতর্ক থাকার চেষ্টা করছি।' একাধিক স্কুলে চুরির বিষয়ে জানতে ফাঁসিদেওয়া চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিজিৎ গোলদারকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোনের প্রত্যুত্তর না করায় তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মনীষা সরকার।

জখম পদ্ম নেত্রী, আঙুল পুলিশের দিকে

খড়িবাড়ি, ২২ জুলাই : পুলিশের ধাক্কায় হাতের হাড়ে চিড় ধরল যুব মোর্চার জেলা সম্পাদিকা মনীষা সরকারের। শুক্রবার খড়িবাড়ি বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদিকার হাতে চোট লেগেছে। চিকিৎসার পর তাঁর হাতে প্লাস্টার করা হয়েছে। অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় এক পুরুষ পুলিশকর্মীর ইচ্ছাকৃত ধাক্কায় ঘটনাটি ঘটেছে।

শুক্রবার ছিল বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি। রাজ্যজুড়ে সমস্ত বিডিও অফিসে ১৪৪ ধরা জারি করেছিল প্রশাসন। পুলিশের তরফে এদিন খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। বিজেপির একটি মিছিল এসে গেটে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। সেই সময় গেটে ছিলেন পুলিশকর্মীরা। মহিলা পুলিশকর্মীরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধাক্কাধাক্কি করে গেট খুলে বিজেপি নেতা-কর্মীরা ঢুকতে শুরু করেন। অভিযোগ, সেইসময় এক পুলিশকর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনীষা সরকারকে ধাক্কা দেন। ফলে মনীষার বাঁ হাত লোহার গেটে ধাক্কা লাগায় তিনি জখম হন।

এরপর কর্মসূচি চলাকালীনই কয়েকজন দলীয় কর্মী তাঁকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ডিজিট্যাল এক্সরে করার পর দেখা যায়, তার বাঁ হাতের হাড় ডিসলোকেশন হয়েছে এবং হাড়ে চিড় ধরেছে। এরপর কর্মীরা এদিন সন্ধ্যায় মনীষাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান ও তাঁর হাত প্লাস্টার করা হয়। বাড়ি ফিরে মনীষা শনিবার একগুচ্ছ অভিযোগ করে খড়িবাড়ি পুলিশের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, বিজেপির পুরুষ কর্মীদের ধাক্কাধাক্কির সময় গেটে খুলে গেলে তিনি যখন বিডিও অফিসের ক্যাম্পাসে ঢুকতে যান, তখন এক পুলিশকর্মী তাঁকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা মারেন। লোহার গেটটি তাঁর হাতে লেগে তিনি গুরুতর আহত হন।

মনীষার কথায়, ওই পুলিশকর্মী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধাক্কা মেরেছেন। গেটে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী মোতায়েন করা ছিল না। তিনি বলেন, 'পুলিশ শাসকের দলদাসে পরিণত হয়েছে। যে কোনও মূল্যে চাইছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করতে।' পুলিশের ভূমিকার তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তবে খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাসের দাবি, 'কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধাক্কা দেয়নি। মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।'

চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে ধর্না

নবেন্দু বাড়ৈ

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : এযাবৎকালে বিয়ের দাবিতে ধর্না দিতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। কিন্তু চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে ধর্না! সম্ভবত তেমনটা দেখেননি কেউই।

গত চারদিন ধরে জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ে ফুটপাথে এক যুবক বসে রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে কিছু

পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড। সেখানে লেখা রয়েছে 'সাহায্য করুন। চিকিৎসার জন্য সাহায্য। মায়ের মাথা খারাপ।' সহ আরও অনেক কিছু।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই যুবকটির নাম হরিপদ রায় ওরফে লিটন। ৩১ বছর বয়সি ওই যুবকের বাড়ি জলপাইগুড়ির সাহুডাঙ্গি হাটের ঠাকুরনগরে। তিন বছর আগে একটি পথ দুর্ঘটনায় তার বাঁ পা ভেঙে যায়। অপারেশন করা হলেও তা সফল হয়নি বলে দাবি হরিপদর।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসা না হওয়ায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীন সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন তিনি। পারিবারিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। হরিপদর কথায়, 'মানুষ সাহায্য করছেন। তা দিয়েই খাওয়াদাওয়া চলছে। ওষুধপত্র কিনছি। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যদি আর্থিক সাহায্য করে তাহলে আমার চিকিৎসা হতে পারে। দুর্ঘটনার কারণে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরে ভেঙে গিয়েছিল। লিগামেন্টে সমস্যা রয়েছে। পা ভাঁজ করতে পারছি না। চলাচল করতেও সমস্যা হচ্ছে। পরিবারের এমন কেউ নেই যে সাহায্য করবে।'

মা ও ছেলে মিলে সংসার হলেও মা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে হরিপদর দাবি। হরিপদর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মাঝেমধ্যেই মা তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না। তাঁর নিজের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। তাই কেউ যদি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন তা দিয়ে তিনি ভেলোরে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন।

মানুষ যা দিচ্ছেন তা দিয়েই তাঁর দিন কাটছে। এর আগে ২০ দিন ধরে তাঁর বাড়ির কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য বসলেও কেউ এগিয়ে আসেননি। শেষে একজনের পরামর্শে জলপাইগুড়ি শহরে আসা। যদি কেউ আর্থিক সাহায্য করেন সেই আশায় চারদিন ধরে শহরের রাস্তায় পড়ে রয়েছেন হরিপদ।

ফের ময়ূরের অসুস্থতায় উদ্বেগ

নাগরাকাটা, ২২ জুলাই : গ্রাসমোড় চা বাগান থেকে একের পর এক অসুস্থ ময়ূর উদ্ধারের ঘটনা অব্যাহত। শনিবার আরও তিনটি ময়ূর উদ্ধার হয়েছে। এই নিয়ে গত বুধবার থেকে সাতটি ময়ূরকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পাঁচটি ময়ূর সাময়িক পরিচর্যার পর সুস্থ হয়ে যায় বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

ঠিক কী কারণে ময়ূর অসুস্থ হচ্ছে তা জানতে উদ্ধার হওয়া দুটি ময়ূরকে লাটাগুড়ির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চিকিৎসক দেখার পর ময়ূরগুলির অসুস্থতার প্রকৃত কারণ বোঝা সম্ভব হবে। বাগান পরিচালকদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি।'

গ্রাসমোড়ের ম্যানেজার ভরত শর্মা বলেন, 'ঘটনার কারণ আমরাও বুঝতে পারছি না। বাগানের শ্রমিকদের ময়ূরের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলতে বলা হয়েছে। অসুস্থ ময়ূর দেখলেই উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।'

> চিকিৎসক দেখার পর ময়ূরগুলির অসুস্থতার প্রকৃত কারণ বোঝা সম্ভব হবে। বাগান পরিচালকদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি।
>
> —সজল দে, *রেঞ্জ অফিসার*

এর আগে বুধবার দুটি ময়ূর উদ্ধার হয়। শুক্রবার উদ্ধার হয় আরও দুটি। তারপর এদিন আরও দুটি ময়ূর উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে সাতটি ময়ূর উদ্ধার হল। সূত্রের খবর, ময়ূরগুলি যখন উদ্ধার হচ্ছে তখন সেগুলি কিছুটা নিস্তেজ থাকছে। হাঁটাচলার ক্ষেত্রেও সমস্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। পরিচর্যার পর ফের সুস্থ হয়ে উঠছে। চা বাগানে কীটনাশক স্প্রের পর তা নালা-নর্দমার জলের সঙ্গে মিশে যায়। ওই জল পান করেই সাময়িক অসুস্থতা কি না-সেটাও খতিয়ে দেখছে বন দপ্তর। ময়ূরদের ঋতুকালীন একধরনের অসুস্থতাও দেখা যায় বলে বনকর্তারা জানান। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'জাতীয় পাখির এমন অসুস্থতা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। সম্ভাব্য সমস্তকিছুই মাথায় রেখে কারণ খতিয়ে দেখা হোক।'

পথ দুর্ঘটনা

মাটিগাড়া, ২২ জুলাই : সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া থানার ১২ নম্বর রাজ্য সড়কের পাঁচকেলগুড়ি সংলগ্ন এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাজ্য সড়ক ধরে খাপরাইল বাজারের দিকে যাওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি মোটরবাইকের সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা একটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় বাইকচালক সুশান্ত মণ্ডল গুরুতর আহত হন। জখম ব্যক্তি মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, মোটরবাইকটির গতি খুব বেশি ছিল। সে কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা বাইকচালককে উদ্ধার করে নবীনজোত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। স্কুটিচালকের অবশ্য বেশি চোট লাগেনি বলে জানা গিয়েছে।

দানাগছ-গুয়াবাড়ি রাস্তায় নরকযন্ত্রণা, গাফিলতির অভিযোগ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই ঃ প্রবীণরা বলেন ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় একরাতে ১৭টি ট্যাংকার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল রাস্তা। এখন সেপথে যাতায়াত করা মানে নরকযন্ত্রণা।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা অঞ্চল থেকে এলাকার সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরে যাওয়ার জন্য এই রাস্তা ব্যবহৃত হয়। অথচ, তৈরি হওয়ার পর দ্বিতীয়বার প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা মেরামত হয়নি। রোজ হয়রানির জেরে ক্ষোভে ফুঁসছেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা।

এলাকার পড়ুয়া, কৃষক, ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংযোগরক্ষাকারী প্রধান রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়নি। শুধু তাই নয়, ওই রাস্তা মেরামতে প্রশাসন পদক্ষেপ করেনি। ফলে, দানাগছের ক্যানাল সেতু থেকে গুয়াবাড়ি ক্যানাল সেতু পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন অংশে গর্ত হয়েছে। বর্ষায় জল জমে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বাকি এলাকায় রাস্তা নির্মাণ হলেও, ওই এলাকায় কোনও উন্নতি হয়নি।

স্থানীয় প্রবীণরা বলছেন, ফাঁসিদেওয়া যাতায়াতের কোনও রাস্তা ছিল না। ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময় বাগডোগরা থেকে পূর্ব পাকিস্তান লাগোয়া ফাঁসিদেওয়ায় যোগাযোগ রক্ষার জন্য একরাতে ট্যাংকার দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করেছিল সেনাবাহিনী। এখন বিভিন্ন জায়গায় ওই মাটির

সড়ক নাকি জলপথ বোঝা মুশকিল। ফাঁসিদেওয়া এলাকায়।—সংবাদচিত্র

রাস্তার অংশ পাকা হয়েছে। কিন্তু, দানাগছ থেকে গুয়াবাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা আর হয়নি। সেনার তৈরি করা রাস্তাই যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম গ্রামবাসীদের। অভিযোগ, প্রশাসনকে রাস্তা মেরামতির দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। স্থানীয় ফণী রায়ের কথায়, 'ট্যাংকার দিয়ে যখন রাস্তা তৈরি হয়েছিল তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। বাগডোগরা থেকে ফাঁসিদেওয়া যাওয়ার বাকি অংশ পাকা হয়েছে। কিন্তু এই অংশের রাস্তা তৈরির পর আর তা মেরামত হয়নি।'

> রাস্তাটি লম্বা। গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক অফিসের তরফে নির্মাণ সম্ভব নয়। এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।
>
> —সঞ্জু গুহ মজুমদার, *বিডিও*

তারবান্ধার কৈলাস সিংহের মন্তব্য, দৈনিক প্রায় তিন হাজারের বেশি মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ, প্রশাসনের তরফে রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার বলেছেন, 'রাস্তাটি লম্বা। গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক অফিসের তরফে নির্মাণ সম্ভব নয়। এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

অস্থায়ীদের পিএফ না দেওয়ার অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : তথ্য গোপন করে বিঘা চা শ্রমিকদের পিএফ না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুভাষিণী চা বাগানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বাগান কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতিতে বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, কাঁঠালগুড়ি সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকরা কবে পিএফের টাকা পাবেন, জানেন না কেউই। অনিশ্চয়তায় কয়েকশো শ্রমিক।

সুভাষিণী চা বাগানে প্রায় তিন শতাধিক বিঘা শ্রমিক কাজ করেন। বিঘা শ্রমিক কারা? বাগানে চা পাতা তোলা সহ অন্য কাজের চাপ বেড়ে গেলে বাগান কর্তৃপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের বাইরে আরও শ্রমিক নিয়োগ করে। এঁরা অস্থায়ী শ্রমিক বা বিঘা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। নিয়ম বলছে, কাজ করালে অস্থায়ী শ্রমিকদের পিএফ দিতে হয়। অভিযোগ উঠেছে, বিঘা শ্রমিকদের বিষয়ে পিএফ কর্তৃপক্ষকে কোনও তথ্য দেয়নি বাগিচা কর্তৃপক্ষ। খাতায়-কলমে বিঘা শ্রমিকের বিষয়টি সরকারিভাবে দেখানো হচ্ছে না। বাগান কর্তৃপক্ষের এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে খোদ তৃণমূল প্রভাবিত তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি নকুল সোনারের বক্তব্য, সুভাষিণী চা বাগানে বিপুল সংখ্যক বিঘা শ্রমিককে পিএফ দেওয়া হচ্ছে না। পিএফ না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। নকুলের দাবি, সুভাষিণী চা বাগানে সমস্ত খাতাপত্র ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হোক।

সুভাষিণী চা বাগানের সিনিয়ার এগজিকিউটিভ রবিশংকর চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। বিঘা শ্রমিকদের পিএফ দেওয়ার বিষয়ে মালিকপক্ষের অবস্থান কেউ ব্যাখ্যা করেনি। ফলে পিএফ না পেয়ে সমস্যায় বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকরা। পিএফের আধিকারিকরাও বিষয়টির খোঁজখবর নিতে ঘনঘন সুভাষিণী চা বাগানে যাচ্ছেন।

ব্রাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরানন্দের পালা

কাগজ খুললেই এখন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে খবর। একটাও ভালো খবর নয়। রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের লড়াইয়ে খুব খারাপ দশা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নাটক হাসির খোরাক। উত্তর সম্পাদকীয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা নিয়ে দুটি সম্পাদকীয়।

মাৎস্যন্যায় চলছে, যখন ইচ্ছে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন দু'পক্ষ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আচ্ছা, বাংলায় কি যোগ্যতার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল?

কিন্তু ক'দিন আগেই যে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় জ্বলজ্বল করছিল রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। সেই তথ্য কি তাহলে ভুয়ো ছিল?

ভাবছেন, হঠাৎ এইসব প্রশ্ন কেন করছি। কারণ, শুক্রবারই কেরলের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএসকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যভার সামলানোর দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের চেয়ারে বসিয়েছেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে।

মনে করুন, আগামীকাল ঘুম থেকে উঠেই শুনলেন দিনহাটা কলেজের একজন প্রাক্তন অধ্যাপককে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করে দেওয়া হয়েছে। ধরে নিলাম বিদ্যা, বুদ্ধিতে তিনি কারও থেকে কম যান না। পড়াশোনায় সবসময় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো বিচারপদ্ধতি পরিচালনা করতে পারবেন তিনি? আইনজীবীরা মানবেন তাঁকে? আপনি যাবেন তাঁর কাছে বিচার চাইতে?

এক নামকরা আইনজীবীকে প্রশ্নগুলো করতেই তিনি প্রথমে উচ্চস্বরে হাসলেন। তারপর বললেন, 'ধুর তাই আবার হয় নাকি। আমরা কেন, ভূভারতে কেউই ওই সিদ্ধান্ত মানবেন না। কাউকে ধরে এনে বিচারপতি করে দেওয়া যায় না।'

'শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইনকানুন সর্বনেশে' – সুকুমার রায় সেই কবেই একথা লিখে গিয়েছেন। কেন লিখেছিলেন এখন তা ভালোভাবে বুঝতে পারছি। এদেশে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি উপাচার্যের চেয়ারে বসতে পারেন, কিন্তু একজন প্রাক্তন উপাচার্য বিচারপতির চেয়ারে বসতে পারেন না।

কাগজে–কলমে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় হল স্বশাসিত সংস্থা। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বলছে বিশ্ববিদ্যালয় হল মন্দিরের বারান্দায় ঝোলানো ঘণ্টার মতো। কখনও রাজ্যপাল, কখনও শিক্ষামন্ত্রী যে যখন পারছেন বাজিয়ে যাচ্ছেন।

আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন পড়াশোনার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে রাজনীতি ও লবিবাজির খেলা। আর উপাচার্যরা ক্রমেই হয়ে উঠছেন দাবার বোড়ের মতো। একদিকে ঘুঁটি চালছেন রাজ্যপাল, অন্যদিকে রাজ্য সরকার। আর যাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সেই পড়ুয়াদের কথা বাস্তবে অনুচ্চারিতই থাকছে। আর তাদের স্বার্থের নামে চলছে রাজনৈতিক নোংরামি। এই পরিস্থিতির জন্য রাজভবন ও নবান্ন সমান দায়ী।

মুষ্টিবদ্ধ হাত সামনে করে অর্জিত শিক্ষাকে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহারের শপথগ্রহণ করছেন শিক্ষার্থীরা– গত পাঁচ বছরে রাজ্যের সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই চেনা ছবিটা আর দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষান্তে সমাবর্তন মঞ্চ থেকে শংসাপত্র প্রদানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে বাংলা। 'প্রভিশনাল সার্টিফিকেট' হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডিগ্রিধারীরা।

সমাবর্তন যেমন শিক্ষান্তের অনুষ্ঠান, হাতেখড়ি তেমনি শিক্ষা শুরুর অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা যখন বিপাকে তখন রাজভবনে ঢাকঢোল পিটিয়ে মিনি রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমে রাজ্যপালের হাতেখড়ি দিয়ে অ, আ, ক, খ শেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালের হাতে বর্ণপরিচয় উঠলেও রাজ্যের হাজার হাজার স্নাতক উত্তীর্ণদের হাতে এখনও শংসাপত্র ওঠেনি।

কে নেবে এর দায়ভার? না, শিক্ষামন্ত্রী বা রাজ্যপাল বা উপাচার্য কেউই ছাত্রছাত্রীদের দায়ভার নিতে নারাজ। তাঁদের চোখ রাজনৈতিক ফায়দা খুঁজতেই আটকে গিয়েছে। সময়মতো পরীক্ষা হল কি না, ফলাফল বের হল কি না, ল্যাবগুলোর পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, শিক্ষকের অভাব আছে কি না ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনা নেই।

এই যে হঠাৎ করেই জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে পাঠক্রম চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হল তাতে পরিকাঠামোহীন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের অথই জলে পড়ার দশা হয়েছে। কীভাবে নতুন নীতি বাস্তবায়িত হবে, সিলেবাস কীভাবে তৈরি হবে এইসব নিয়ে তো কোথাও আলোচনা দেখি না। রাজ্যপালও এই ইস্যুতে বৈঠক ডাকেন না। শিক্ষা দপ্তরও একটা নির্দেশিকা দিয়ে হাত তুলে নিয়েছে। এবার সামলাও কীভাবে সামলাবে।

কী মনে হয় বলুন তো? রাজ্যে শিক্ষা এগিয়ে যাচ্ছে? পিছিয়ে যাচ্ছে? না কি থমকে গিয়েছে?

রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মমাফিক সাংবিধানিক প্রধান। পদাধিকার বলে তিনি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হলেও রাজ্য পরিচালনায় যেমন তাঁর মাথা ঘামানোর খুব একটা জায়গা নেই তেমনি আচার্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম রাজ্যপাল নির্ভর নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আসেন মূলত সমাবর্তনের দিন। বার্ষিক সমাবর্তন আদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি 'কোর্ট'–এর বর্ধিত সভা। সেই সভা শেষে স্নাতক উত্তীর্ণদের শংসাপত্র প্রদানের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন তিনি। তারপর নিজে হাতে সেই শংসাপত্র প্রদান করেন। সরোজিনী নাইডু থেকে গোপালকৃষ্ণ গান্ধি সব আচার্য সেই নীতি অনুসরণ করেছেন। গোল বাধল জগদীপ ধনকরের আমলে।

রাজ্যের শাসকের সঙ্গে বিভিন্ন সময় রাজ্যপালদের মতপার্থক্য হয়েছে। তবে ধনকরের আমলেই তার ভয়ংকর রেশ এসে পড়ল উচ্চশিক্ষায়। উপাচার্য নিয়ে ডামাডোল তখন থেকেই শুরু। রাজ্য সরকার, নাকি রাজ্যপাল– উপাচার্য নিয়োগে কে শেষকথা বলবেন সেই দড়ি টানাটানিতে আজও রাজ্যের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

আর স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের রাস্তায় না হেঁটে অস্থায়ী উপাচার্য বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। সমস্যার শুরু সেখান থেকেই। নিয়ম অনুসারে আচার্য বা রাজ্যপাল 'নিয়োগকর্তা'। শুধু উপাচার্য নন, রাজ্যের বেশিরভাগ উচ্চপদের নিয়মমাফিক নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল। উপাচার্যের নিয়োগ বিতর্কে শুধু 'নিয়োগকর্তা' শব্দটাতেই জোর দিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দুয়োরানির মতোই উপেক্ষিত থাকছে 'নিয়োগ পদ্ধতি'র কথা। আইনে বলা পদ্ধতি আর তার বাস্তবায়নে বড়সড়ো ফাঁক থেকেই যাচ্ছে।

সার্চ কমিটির প্যানেলে থাকা তিনটি নামের মধ্য থেকেই উপাচার্য নিয়োগ করতে হয়। সাধারণত প্রথমজনকেই বেছে নেন আচার্য। এটাই রীতি। কিন্তু আচার্য থাকাকালীন সেই রীতি ভেঙে ধনকর কখনও প্যানেলের দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয় শিক্ষাবিদকে উপাচার্য বেছে নিয়েছিলেন। আর সেটা নাপছন্দ হওয়ায় ধনকর নিযুক্ত উপাচার্যকে কায়দা করে কাজে যোগ দিতে দেননি শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। বদলে রাজ্যপালকে এড়িয়ে নিজেদের পছন্দের লোককে উপাচার্য নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে গোলমালের শুরু সেখান থেকেই।

পুরোনো পদ্ধতি বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম মেনে সার্চ কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাহলে সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সার্চ কমিটি গঠন করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। সেটাও করা হচ্ছে না। শিক্ষা দপ্তর হাত গুটিয়ে বসে আছে।

আমাদের রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী আছেন কি না তা বোঝা বড় কঠিন। আমাদের পাশের গ্রামে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন। রোগীর সমস্যার কথা শোনার পরই তিনি একটা মোটা বই বের করে দশ মিনিট পড়ে নেন। তারপর ওষুধ দেন। শিক্ষামন্ত্রীর দশা হয়েছে ওই ডাক্তারের মতো। সমস্যা দেখলে তিনি আগে কালীঘাট বা ক্যামাক স্ট্রিটে ছোটেন। তারপর কথা বলেন।

উপাচার্যের পদ আসলে ক্ষমতার মধুর ভাণ্ডার। তা সে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী, চার সপ্তাহের হোক বা চার বছরের, একবার তা হস্তগত করতে পারলেই কেল্লা ফতে। কিছু পাওয়ার লোভে না হলেও অনেকে শুধুমাত্র নামের পাশে 'প্রাক্তন উপাচার্য' শব্দটি জোড়ার জন্যও উতলা। তাই ওই পদে বসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে জোরদার ঠান্ডা লড়াই চলছে। কার্যত মাৎস্যন্যায় শুরু হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে উদ্ভিদ সারা দেহে রসদ সরবরাহ করে। সমাজে কোনও তত্ত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর শিক্ষকরাও জাইলেম ও ফ্লোয়েমের ভূমিকা পালন করেন। আর তাঁদের নিয়ন্ত্রক হিসাবেই 'উপাচার্য' পদের গুরুত্ব বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। তাই কোচবিহারের জন্য 'রাজবংশী' আর পাহাড়ের জন্য 'নেপালি' উপাচার্য নিযুক্ত হচ্ছেন। তাই যতদিন না লোভ সংবরণ করে উপাচার্যরা নিজেদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে তুলে প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠবেন, ততদিন এই খেলা চলতেই থাকবে।

রাজ্যে এখন 'উপাচার্য' 'উপাচার্য' খেলা হচ্ছে

দেবদূত ঘোষঠাকুর

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরটি এক কোণে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর বার্ষিক চুক্তির মেয়াদ নবীকরণের সময় এসে গিয়েছে। কেন এখনও তাঁর পিএইচডি হল না তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ওই নবীন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে। এবার বুঝি আর বেতন বাড়ল না তাঁর।

কেন জমা পড়েনি থিসিস? 'আমার তো স্যর এর মধ্যে থিসিস জমা দেওয়া হয়ে যেত। এ বছরই ডিগ্রিটা পেয়ে যেতাম। তাহলে আমার বেতন অনেকটাই বেড়ে যেত, আমার পরবর্তী স্কেল পেতে সুবিধা হত। অনেকটাই পিছিয়ে পড়লাম স্যর।'

খুব অসহায় লাগছিল ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরটিকে।

তিনি পিএইচডি'র কাজ শেষ করেও থিসিস জমা দিতে পারছেন না। কারণ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাস হল কোনও উপাচার্যই নেই। অন্য ৩০টির মধ্যে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়েই অস্থায়ী উপাচার্য একজন আছেন, কিন্তু আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটাও নেই। উপাচার্য ছাড়া পিএইচডি হয় নাকি? ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ উপাচার্যের কোনও পদই নেই, যিনি কি না এই সময় হাল ধরতে পারতেন। যেখানে যেখানে এই উপাচার্য সংকট তৈরি হয়েছে, সেগুলির কোথাও কিন্তু সহ উপাচার্য নেই। কোথাও পদটাই নেই, কোথাও আবার পদ থাকলেও বহুদিন এই পদটি শূন্য।

সমীক্ষার নিরিখে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মান একটু একটু করে উপরের দিকে উঠছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ও উপাচার্যহীন গত তিন সপ্তাহ ধরে। ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যের জুন মাসে মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন কেউ নিযুক্ত হননি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পরীক্ষানিয়ামক, বিত্ত আধিকারিক সব পদেই অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হয়েছে। উপাচার্য না থাকায় সব ফাইলপত্র জমে রয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য রয়েছেন একজন। কিন্তু উপাচার্যের মতো সর্বময় ক্ষমতা তাঁর নেই। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক আধিকারিক সব দেখেশুনে খুব উদ্বিগ্ন। তাঁর মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে 'খেলা হবে' এখন অতি জনপ্রিয় শব্দ। কে কখন কীভাবে খেলবে তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য।' উপাচার্য ছাড়া কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কী হাল হয় তা ওই আধিকারিকের জানা। শ্লেষের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'কখনও মুখ্যমন্ত্রী খেলেন, কখনও শিক্ষামন্ত্রী। এখন খেলছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। চালিয়ে খেলছেন। যেখানে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেখানে আদালত নির্ণায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। শুনানি দীর্ঘায়িত হওয়ায় ভুগছে বিশ্ববিদ্যালয়। সব থেকে বেশি ভুগছে ছাত্রছাত্রীরা।'

অস্থায়ী উপাচার্যের পদ থেকে মাস দুয়েক আগে অব্যাহতি পাওয়া এক প্রবীণ অধ্যাপকের অসহায় মন্তব্য, 'বিকাশ ভবন আর রাজভবনের মধ্যে দড়ি টানাটানির খেলায় দড়ির ভূমিকায় থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছি। এখন পরম শান্তি।'

বিশ্ববিদ্যালয় যে একটা স্বশাসিত সংস্থা সেটা বামফ্রন্টের আমল থেকেই একটু একটু করে আমরা ভুলতে বসেছিলাম। তৃণমূলের আমলে সেই স্বশাসনের গাছটি সমূলে উৎপাটিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজ্য সরকার যাতে পুরোপুরি কুক্ষিগত করতে পারে তার জন্য তৃণমূল সরকার আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করে বিল এনেছিল। সেই বিল তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সই না করে ফাইল ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার পরিণতিতে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত ৩১ জন উপাচার্যের চাকরি চলে যায় রাতারাতি। আর তার পরেই শুরু হয় অনিশ্চয়তার অধ্যায়। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠনের পাশাপাশি গবেষণা, পরিকাঠামো উন্নয়নেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ঝুলে থাকে আর্থিক বিষয়ে এবং শিক্ষক নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও।

ততদিনে ধনকর গিয়ে বসেছেন উপরাষ্ট্রপতির চেয়ারে। রাজ্যে এসেছেন নতুন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয় ধুমধাম করে। ওই হাতেখড়ির পরেই রাজ্যপালের সম্ভবত মনে হয়েছিল যে তিনি শাসকদলের আশ্রয়ে থাকতে চান বলে অনেকেই মনে করতে শুরু করেছেন। অভিজ্ঞ প্রশাসক তাই 'নিজের মতো চলা'র পথটাকেই বেছে নিয়েছেন।

এই খেলায় বিকাশ ভবন যেন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। আচার্য রাজ্যপালের চার–ছয় আটকাতে বিকাশ ভবনের কৌশল কাজে লাগেনি। বারবার রিভিউ চেয়ে আম্পায়ার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে তারা। রায় গিয়েছে আচার্যের দিকে। তাতে আরও বলীয়ান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরে নিজের কর্তৃত্ব বাড়িয়েছেন আচার্য। শেষ দফায় যে ১৩ জন উপাচার্যকে নিয়োগ করলেন আচার্য, তাঁদের সবার কাছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কাজে যোগ না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধ রাখেননি ১২ জন। ওই ১২ জন অস্থায়ী উপাচার্যকে 'উচিত শিক্ষা' দিতে বিকাশ ভবন নির্দেশনামা বের করে জানিয়ে দেয়, ওই ১২ জন উপাচার্য বেতন পাবেন না।

আদালত জানিয়ে দেয়, রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। রাজ্য সরকার এখন এক নতুন পন্থা নিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে ঢালাও পরিবর্তন শুরু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রকে। এভাবে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ার একটা চেষ্টা বিকাশ ভবন করলেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে সে ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাক্তন অনেক সহকর্মীই সন্দিহান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ এবং আর্থিক ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ডাকতে হয় পরিচালন সমিতির বৈঠক। অস্থায়ী উপাচার্য সেই বৈঠক ডাকতে পারেন কি না সে ব্যাপারেও প্রশ্ন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যের সেই ক্ষমতা থাকলেও, বাকিদের ক্ষেত্রে নেই। আর ক'দিন পরে কর্মচারীদের বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা যথেষ্টই।

সব বিশ্ববিদ্যালয় চাইছে স্থায়ী উপাচার্য। সেইসব স্থায়ী উপাচার্য বাছাই করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে রাজ্য সরকার মে মাসে সার্চ কমিটি তৈরির জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল। তা রাজভবনের সবুজ সংকেত পাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। রাজ্যপালের প্রতিনিধি, ইউজিসির প্রতিনিধির পাশাপাশি পাঁচ সদস্যের ওই কমিটিতে রাজ্য সরকারের তিন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে একজন আবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি। তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। এই অর্ডিন্যান্স রাজ্যপালের ছাড়পত্র পেলেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। আবেদনকারীর অভিযোগ, কোনও প্রার্থীকে রাজ্যপালের প্রতিনিধি এবং ইউজিসির প্রতিনিধি 'অযোগ্য' মনে করলেও, স্রেফ রাজ্য সরকারের তিন প্রতিনিধির ভোটে ওই ব্যক্তি উপাচার্য মনোনীত হবেন। অর্থাৎ রাজ্যের দখলদারি থেকেই যাবে।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের বিষয়ে ওই মামলায় গত মাসেই রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই সময়ের মধ্যে সার্চ কমিটি সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। এর ফলে রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরুই করা যায়নি। এই মামলাটি হওয়ার আগে রাজ্যের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পরে আরও ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

সার্চ কমিটি সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি ৩১ জুলাই। অর্থাৎ ওই দিনই জানা যাবে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য কবে পাওয়া যাবে। তার মানে আরও কতদিনের অপেক্ষা। এই সাতদিন ধরে দেখব, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আর কী দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

(লেখক সাংবাদিক)

অগাস্টে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দল

কলকাতা, ২২ জুলাই : আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবারই কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাব। কমিশন সূত্রে খবর, লোকসভা ভোটের প্রক্রিয়া নিয়ে এটি প্রাথমিক পর্যায়ের বৈঠক। ১৯ অগাস্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের রাজ্যে আসার কথা রয়েছে। ইভিএম, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ওই দলের নেতৃত্বে থাকবেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নীতীশ ব্যাস। ইভিএমের প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ অগাস্টেই শুরু হয়ে যাবে। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে কত সংখ্যক ইভিএমের প্রয়োজন, এই মুহূর্তে রাজ্যের হাতে কত সংখ্যক ইভিএম রয়েছে, কত নতুন ইভিএম আনাতে হবে, তা নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এবার মণিপুর নিয়ে প্রচারে কংগ্রেস নেতা

বর্ধমান, ২২ জুলাই : পূর্ব বর্ধমানের কালনার ৭২ বছর বয়সি কংগ্রেস নেতা প্রভাত দাস মণিপুরের পৈশাচিক ঘটনার বিষয়টি পোস্টার আকারে লিখে তা সাইকেলে লাগিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বিভিন্ন আদিবাসী মহল্লায়। উদ্দেশ্য একটাই, লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে বিজেপি বিরোধী জনমত গঠন। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব প্রভাত দাসের একাকী প্রচারকে বিশেষ আমল দিতে চাইছে না। প্রভাতবাবুর বক্তব্য, 'মণিপুরের ঘটনা দেশবাসীকে দেখিয়েছে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আসল স্বরূপ। মণিপুরের ঘটনায় গোটা বিশ্বে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। দেশটাকে ধনকুবেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে মোদি সরকার। এইসব বিষয় গ্রামের সাধারণ মানুষকে জানানো জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই এই পদক্ষেপ।'

এর আগে প্রভাতবাবু ভাঙা পায়ে সাইকেল চালিয়ে কালনা থেকে কার্সিয়াং, হাজার কিমি পথ ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি একাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুট করে পঞ্চায়েত ভোটে 'গণতন্ত্র'-কে হত্যা করার অভিযোগ এনে সোচ্চার হয়েছিলেন।

সাংবাদিকতায় পুরস্কার

কলকাতা, ২২ জুলাই : কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে 'সংবাদ প্রভাকর অ্যাওয়ার্ড ফর জার্নালিস্টিক এক্সেলেন্স' পুরস্কার দেওয়া হল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র সংবাদ প্রভাকরের নামে এই পুরস্কার চালু করল কলকাতা প্রেস ক্লাব। প্রথম বছর স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর চিত্র সাংবাদিক কৌশিক দত্ত। সাংবাদিকতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন শান্তনু ঘোষ, সুকান্ত সরকার, ভারতী জৈনানি, বিশ্বজিৎ মিশ্র ও চিত্র সাংবাদিক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত নাথ, মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজয়ীদের হাতে মানপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরী, বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার অন্দালিব ইলিয়াস। ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, সভাপতি স্নেহাশিস সুর প্রমুখ।

কাল মন্ত্রীসভার বৈঠকে অনুমোদনের সম্ভাবনা

'খেলা হবে' বিলের প্রস্তুতি

কলকাতা, ২২ জুলাই : আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হতে চলা রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনেই একশো দিনের কাজের প্রকল্পের আদলে তৈরি 'খেলা হবে' প্রকল্পের বিল পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার বিধানসভার অধিবেশন শুরুর অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

২১ জুলাইয়ের সমাবেশে 'খেলা হবে' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পের আদলে এই প্রকল্প নিয়ে সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় প্রথমে অনুমোদন নেওয়া হবে। তারপর বিলটি প্রথামতো বিধানসভায় পেশ করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান কীভাবে হবে, তা নিয়েও রাজ্য মন্ত্রীসভায় আলোচনা করা হবে। ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বরের পর থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা। শ্রমিকরা কাজ করেও টাকা পাননি। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিকল্প প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের হাতে কাজ দিয়ে তাঁদের মন জয় করতে উদ্যোগী রাজ্য।

> খেলা হবে প্রকল্প নিয়ে সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় প্রথমে অনুমোদন নেওয়া হবে
>
> প্রথামতো বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হবে
>
> এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান কীভাবে হবে, তা নিয়েও মন্ত্রীসভায় আলোচনা করা হবে

একইসঙ্গে বিধানসভার চলতি অধিবেশনে 'বাংলা আবাস যোজনা' প্রকল্পের বিলও পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে তা বাংলা আবাস যোজনা করা নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুমোদন দেওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের টাকাও আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তাই রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকেই এই ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর জন্য অর্থের সংস্থান যে হয়ে গিয়েছে, তা ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ মঞ্চ থেকেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রকল্পের অনুমোদন নিয়ে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে বিল পেশ করতে পারে সরকার পক্ষ।

বিকেলের বৃষ্টির পর। শনিবার শিয়ালদা স্টেশনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালের অনুমোদন, অধিবেশন যথাসময়ে

বোসের সঙ্গে শোভনদেবের কথায় কাটল জট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : অবশেষে জটিলতা কাটল। রাজ্যপাল ফাইলে সই না করায় বিধানসভার অধিবেশন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপালের সঙ্গে তিনি কথা বলার পর সমস্ত জটিলতা কেটেছে। রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট ফাইলে সই করায় আগামীকাল সোমবার থেকেই বসছে বিধানসভার বাদল অধিবেশন।

শোভনদেববাবু বলেন, 'শুক্রবার রাতেই রাজ্যপালের সঙ্গে প্রথমে বিধানসভার অধ্যক্ষের কথা হয়েছিল। আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে রাজ্যপাল ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ আমাকে সেই কথা জানানোর পর আমি রাজ্যপালকে ফোন করি। দ্রুত অধিবেশন শুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি আমার কাছে জানতে চান। আমি তাঁকে বিস্তারিত জানানোর পর তিনি ওই ফাইলে সই করতে সম্মত হন। শনিবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে ওই ফাইলে সই করে তিনি বিধানসভায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফলে সোমবার থেকে অধিবেশন শুরু করতে আর কোনও বাধা থাকল না।'

বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু করতে চেয়ে গত বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে ফাইল পাঠিয়েছিল রাজ্যের পরিষদীয় দপ্তর। তড়িঘড়ি বিধানসভার অধিবেশন ডাকার কী প্রয়োজন পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওই ফাইল আটকে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। এই নিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে রাজভবনে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু পরিষদীয় মন্ত্রী কলকাতার বাইরে থাকায় রাজভবনে যেতে পারেননি। ফলে ওই ফাইল শুক্রবার পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন রাজ্যপাল। এই পরিস্থিতিতে অধিবেশন শুরুর দিন পরিবর্তন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করে পরিষদীয় দপ্তর। ২১ জুলাইয়ের ধর্মতলার সমাবেশ থেকে অধিবেশন আটকে দেওয়া নিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। এরপরই রাতে বরফ গলতে শুরু করে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেরল থেকে ফোনে কথা বলেন রাজ্যপাল। শনিবার রাজ্যপালের অনুমোদন বিধানসভায় এসে পৌঁছোয়। সেইমতো সোমবার থেকেই অধিবেশন শুরুর বিজ্ঞপ্তিও এদিন জারি করে দেওয়া হয়।

> এবারের অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল আসতে চলেছে। কী কী বিল আসবে, তা সোমবার বিধানসভার কার্যবিবরণীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
>
> –শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
> *পরিষদীয় মন্ত্রী*

রাজ্যপাল এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কর্মসূচিতে কেরলে রয়েছেন। তিনি কেরল যাওয়ার আগেই বিধানসভার বাদল অধিবেশনের ফাইল রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া বিধানসভার অধিবেশন শুরু করা যায় না। তাই রাজ্যপাল ওই ফাইলে সই না করায় অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। আগামী সোমবার বিধানসভাতেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিবেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় মন্ত্রীসভার বৈঠকের স্থান পরিবর্তন করে নবান্নে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকালেই আসরে নামেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে রাজ্যপালের বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্রুত অধিবেশন শুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান রাজ্যপাল। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার পর পরিষদীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান রাজ্যপাল। সেইমতো রাতেই পরিষদীয় মন্ত্রী রাজ্যপালকে ফোন করেন। এবারের বাদল অধিবেশনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করা হবে বলে রাজ্যপালকে জানান শোভনদেববাবু। শোভনদেববাবুর কথায় জটিলতা কাটে। শনিবারই এই সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন করা ফাইল বিধানসভায় পাঠানো হবে বলে শোভনদেববাবুকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যপাল।

শোভনদেববাবু বলেন, 'এবারের অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল আসতে চলেছে। কী কী বিল আসবে, তা সোমবার বিধানসভার কার্যবিবরণীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।' পরিষদীয় দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যে নতুন করে শুরু হতে চলা 'খেলা হবে' প্রকল্প, বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পের বিষয়ে বিল পাশ করা হতে পারে।

পদ্ম নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের প্রসঙ্গ

অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপির

কলকাতা, ২২ জুলাই : শুক্রবার, ২১ জুলাই শ্রদ্ধা দিবসের সভা থেকে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেতার এই মন্তব্যের পরেই তাঁর নামে রবীন্দ্র সরোবর থানায় এফআইআর করলেন রাজর্ষি লাহিড়ি নামে এক বিজেপি নেতা। তাঁর অভিযোগ, দেশের কোনও স্বাধীন নাগরিকের বাড়ি ঘেরাও বেআইনি কাজ। এটা করা যায় না। এই মন্তব্য বেআইনি।

ঘটনাচক্রে অভিষেকের মন্তব্যের পরেই রাসবিহারীতে রাজু হালদার নামে এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করেন স্থানীয় তৃণমূলের অটো ইউনিয়নের সদস্যরা। মারধরের ফলে রাজুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। মাথা ফেটে রক্তপাত হয়। অভিষেকের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আরও বেশ কিছু থানায় এফআইআর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি সূত্র।

২১ জুলাই ধর্মতলায় অভিষেক দুটি কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। একটি 'দিল্লি চলো'। অপরটি বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও। ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিন তৃণমূল রাজধানী অভিযান করবে বলে জানান তিনি। ৫ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্রই বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক থেকে বুথ স্তর, ছোট থেকে বড় সমস্ত বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। বাড়ির বয়স্কদের চলাফেরায় বাধা দেওয়া হবে না। যদিও পরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচি খানিকটা পরিবর্তন করেন।

> কী হয়েছে
>
> অভিষেকের নামে রবীন্দ্র সরোবর থানায় এফআইআর করলেন রাজর্ষি লাহিড়ি
>
> তাঁর অভিযোগ, দেশের কোনও স্বাধীন নাগরিকের বাড়ি ঘেরাও বেআইনি কাজ
>
> অভিষেকের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আরও বেশ কিছু থানায় এফআইআর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি

তিনি বলেন, 'এই কর্মসূচি বুথ পর্যায় না করে ব্লক পর্যায়ে করতে হবে। কারও বাড়ি সামনে থেকে ঘেরাও না করে ওই নেতাদের বাড়ির ১০০ মিটার দূরে প্রতীকী আন্দোলন করতে হবে।' একইসঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের সংযত থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মেনে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করবেন। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। পুলওয়ামার মতো অনেক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করা হচ্ছে। অনেক ঘটনা সাজানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

অভিষেকের এই মন্তব্যের ইতিমধ্যেই পালটা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও করা হলে দিল্লিতে সংসদে ঢুকতে বাধা দেওয়া হবে তৃণমূল সাংসদদের। বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের মত, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতাদের বাড়িতে হামলা ও আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও অভিষেকের বক্তব্য সংশোধনের আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পালটা হুংকার দিয়ে বলেন, 'তৃণমূল কর্মীরা যদি এই ধরনের আন্দোলনে নামেন, তাহলে দিল্লিতেও সংসদে তৃণমূল সাংসদদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। কে বাড়িতে ঢুকবে বা বেরোবে তা তাঁর মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। বাবাসাহেব আম্বেদকর তা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। একটা বিজেপি কর্মীর বাড়ি ঘেরাও করে দেখুন। অভিষেক শুনে রাখুন, আপনার বিরুদ্ধে এফআইআরের কপি নিয়ে কোর্টে যাচ্ছি।'

তার ছিঁড়ে কামরায় আগুন

কলকাতা, ২২ জুলাই : ওভারহেড তারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শনি ও রবিবার হাওড়া শাখায় ট্রেনের সংখ্যা এমনিতেই কম চলছে। প্রায় সব ট্রেন দেরিতে চলছে। এরই মধ্যে শনিবার বিকালে ট্রেনের ওপর ছিড়ে পড়ে বিদ্যুৎবাহী ওভারহেড তার। একটি কামরায় আগুন ধরে যায়। রেল সূত্রে খবর, শনিবার বিকাল ৩ টে ৫০ নাগাদ হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী লোকাল ছাড়ে। লিলুয়া স্টেশন ছাড়ার পরই ২৫ হাজার ভোল্টের ওভারহেড তার ট্রেনের ওপর ছিড়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ একটি কামরায় আগুন ধরে যায়। বিরাট শব্দ করে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হন। ওই লাইনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রাত পর্যন্ত ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলাহাটের আগুন নিয়ে সরকারের তদন্ত কমিটি

কলকাতা, ২২ জুলাই : মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, অগ্নিকাণ্ডের এই কমিটিতে তিনি ছাড়া আছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের একজন প্রতিনিধি।

বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা আগুন লাগে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের একাংশে। ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রায় আড়াই হাজার দোকান। শুক্রবার এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে রাজ্যের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার ঘটনাস্থলে যান আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বলেন, 'আমি চাই আবার ব্যবসায়ীরা মূলস্রোতে ফিরে আসুন। আর কিছুদিন বাদেই পুজো। আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়া ব্যবসায়ীরা এইসময় সরকারি সাহায্য ছাড়া ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না।' নৌশাদকে সামনে পেয়ে ব্যবসায়ীরা এদিন জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে রাজনীতি চান না। তাঁদের দাবি, শুধু এই জায়গাতেই যেন তাঁদের ব্যবসা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজপথে বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন। শনিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কাঠবিড়ালি, পেয়ারা গাছ এবং একটি মুহূর্ত। শনিবার বীরভূমের নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বারবার নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রশ্ন বিশিষ্টজনের

'আমরা কি সত্যি সভ্য হয়েছি?'

দেবব্রত মণ্ডল

কলকাতা, ২২ জুলাই : মণিপুরে দুই মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। তারপরই ঘটেছে মালদার ঘটনা। চুরির অভিযোগে দুই আদিবাসী মহিলাকে প্রায় বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। মহিলাদের ওপর এমন নৃসংশ অত্যাচার দেখে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল রীতিমতো রাগে ফুঁসছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, কবে শেষ হবে মহিলাদের ওপর এমন অমানবিক অত্যাচার?

রাজনৈতিক মহল থেকে বুদ্ধিজীবী মহল সমালোচনায় সরব হয়েছে সকলে। মণিপুরের ঘটনার পর যথেষ্ট অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার। এরইমধ্যে এরাজ্যের মালদায় দুই মহিলাকে চুরির অভিযোগে বিবস্ত্র করে মারধর নিয়ে শুরু হয়েছে তর্জা। কিছুদিন আগেই হাওড়ার পাঁচলা, তারপর মালদার বামনগোলার ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে। লেবু বিক্রি করতে বামনগোলা পাকুয়াহাটে গিয়েছিলেন দুই আদিবাসী মহিলা। ওই দুই মহিলার বাড়ি মানিকচক এলাকায়। চুরির অভিযোগে তাঁদের বিবস্ত্র করে মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদে সরব সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিল্পপ্রেমীরা।

কেন এই অত্যাচার নারীদের ওপর? এই প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যিক মন্দাক্রান্তা সেনের মত, 'সমস্ত যুদ্ধে, সমস্ত হিংসায় সবথেকে বেশি হামলার শিকার হন নারীরা।' গোটা দেশে মহিলারা প্রতি মুহূর্তে যেভাবে অত্যাচার, ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন,

> মণিপুর হোক অথবা মালদা কোনওটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুটি ঘটনাই সভ্যতার লজ্জা। এই সমস্ত ঘটনা দেখে একজন নারী হয়েও নারীমুক্তির বিষয়ে আমি আর আশাবাদী নই।
>
> – মন্দাক্রান্তা সেন *সাহিত্যিক*

তা নিয়ে বিচলিত তিনি। মন্দাক্রান্তা বলেন, 'মণিপুর হোক অথবা মালদা কোনওটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুটি ঘটনাই সভ্যতার লজ্জা। এই সমস্ত ঘটনা দেখে একজন নারী হয়েও নারীমুক্তির বিষয়ে আমি আর আশাবাদী নই।' সাহিত্যিক আবুল বাশার মণিপুর ও মালদার ঘটনাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে রাজি নন। তাঁর মতে, মহিলাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে সামাজিক অসুখ। তিনি বলেন, 'মেয়েদের যে চোখে দেখা হয়, তার মধ্যেই গলদ আছে। মণিপুর ও মালদার ঘটনা প্রমাণ করে পুরুষ শাসিত সমাজ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। মহিলাদের প্রতি অত্যাচারের বিকৃত মানসিকতা দেখে নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমরা কি আদৌ সভ্য হয়েছি?' সাহিত্যিক সায়ন্তনী পুততুণ্ড দুই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকদলের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন। তিনি বলেন, 'এসব ঘটনা নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। প্রকাশ্যেই এসব ঘটনা ঘটলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, যে কোন দেশে আমরা বাস করছি।'

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'মণিপুর এবং মালদাতে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বিপজ্জনক। মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।'

রাজ্য তথা গোটা দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ায় সাহিত্যিক থেকে অধ্যাপক সকলেই একসুরে বলছেন– 'এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না।'

ফলের গাছ বিলি

নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের তরফে দুই হাজার ফলের গাছ বিতরণ করা হল। বাবুপাড়া, দয়ারাম, রথখোলা এবং কোটিয়াজোত এলাকায় পথচারীদের দুই হাজার গাছ দেওয়া হয়।

মারপিট করায় আটক

বাগডোগরা, ২২ জুলাই : বিহার থেকে আসার পথে আপার বাগডোগরায় এশিয়ান হাইওয়ে–২'এর উড়ালপুলের সামনে দুটি গাড়ির আরোহীদের মধ্যে লোহার রড নিয়ে মারপিট শুরু হল। শনিবার রাতে এই ঘটনা স্থানীয়রা মেটাতে গেলে মারপিট বন্ধ করে দুটি গাড়ি নিয়ে দ্রুত ওই আরোহীরা শিলিগুড়ির দিকে পালিয়ে যায়। স্থানীদের দাবি, পালানোর সময় একটি গাড়ি এক যুবককে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। রতন পারিখ নামে ওই যুবক অল্পের জন্য বেঁচে যান। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার ওসি নির্মল দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। একটি গাড়ি পুলিশ আটক করেছে। সেই গাড়িতে থাকা আরোহীরা পুলিশকে জানিয়েছে, তারা বিহারের হাজিপুর থেকে এসেছে। এই এলাকায় পৌঁছে বচসা থেকে নিজেদের মধ্যে মারপিটে জড়ায়।

গ্রেপ্তার স্বামী

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

ধৃত মহম্মদ গুলজার (২০) ফাঁসিদেওয়া সুদামগছের বাসিন্দা। তার স্ত্রী জরিনা খাতুনের অভিযোগ, বছরখানেক আগে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। কয়েক মাস যাওয়ার পর অশান্তি শুরু হয়। সাংসারিক অশান্তির কারণে প্রায় গুলজার মারধর করত। অন্তসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর পেটে লাথি মারে গুলজার। ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টাও করেছে।

শুক্রবার পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই গৃহবধূ। লিখিত অভিযোগ পেয়ে শনিবার অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের মন্তব্য, 'এই ঘটনায় অভিযুক্তকে কেউ মদত দিয়েছে কি না, তদন্ত করা হচ্ছে।' ওই গৃহবধূ ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বিধাননগর বিবেকানন্দপল্লিতে। মৃত রাহুল বর্মনের (২৪) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবার সূত্রের খবর, যুবক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই কারণে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। যদিও, পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

সচেতনতা শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : আদিবাসী অধ্যুষিত হাঁসখোয়ার একটি স্কুলে গুড টাচ, ব্যাড টাচ নিয়ে সচেতনতা শিবির করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শনিবার ন্যাশনাল আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এবং ডুয়ার্স তরাই আদিবাসী মহিলা কল্যাণ সমিতির তরফে ১৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে কর্মশালা হয়। পাশাপাশি, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে না দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

খোলা হল দোকান

চোপড়া, ২২ জুলাই : গর্ভপাত সংক্রান্ত একটি মামলায় সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন।

চলতি বছরের ১৪ মার্চ ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় তাঁর ওষুধের দোকান সিল করে পুলিশ। এদিন সেই দোকান খুলে দেওয়া হল। প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে পুলিশ ওই দোকান পরিদর্শন করে। পুলিশ পরিবারের লোকজনকে দোকান চালু রাখার কথা বলে যায়।

চোপড়া থানা সূত্রে খবর, মসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কোচবিহারের রাজপথে সাংবাদিকদের ধিক্কার মিছিল। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

উত্তরবঙ্গ সংবাদের দপ্তরে হামলার প্রতিবাদ

অভিযুক্তদের শাস্তি দাবি

কোচবিহার, ২২ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সাংবাদিক মহল সমালোচনায় সরব হয়েছে। এবার কোচবিহারে প্রতিবাদে নামলেন সাংবাদিকরা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে শনিবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবের তরফে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। শহরের ব্রাহ্ম মন্দির চত্বরের প্রেস ক্লাব থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে কোচবিহারের সাগরদিঘি চত্বরের শহিদবাগের সামনে গিয়ে তা শেষ হয়। হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন সাংবাদিকরা।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সম্পাদক গৌরহরি দাস বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ে হামলা মানে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করা। এধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। পাশাপাশি এই ঘটনার পেছনে কারও মদত থাকলে তাদেরও কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

পথে সাংবাদিকরা

- আলিপুরদুয়ারে উত্তরবঙ্গ সংবাদ দপ্তরে হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা পথে নামলেন
- শনিবার কোচবিহারের রাজপথে মিছিল করে তাঁরা হামলার প্রতিবাদে সরব হন
- রবিবার তাঁরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবেন

এদিকে, কোচবিহারের মতো আলিপুরদুয়ারের সাংবাদিকদের সংগঠনও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। আলিপুরদুয়ার টাউন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অম্লানজ্যোতি ঘোষ জানিয়েছেন, ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবিতে রবিবার তাঁরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার অফিসে একদল পড়ুয়া হামলা চালায়। হামলাকারীদের দাবি ছিল যে তারা সকলেই আলিপুরদুয়ার (দমনপুর) গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া। তাদের মধ্যে কয়েকজনের গায়ে সেই প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্মও ছিল। পলিটেকনিকের প্রশ্ন ফাঁসের খবর করায় সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হয়। সেইসঙ্গে অফিসে ভাঙচুর করা হয়। খালি তাই নয়, খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেও তারা দমেনি।

শুক্রবার সাংবাদিকের পরিচিত ওই প্রতিষ্ঠানেরই এক পড়ুয়াকে তারা আটকে রেখেছে বলে সাংবাদিককে ফোন করে হুমকি দেয়। যদিও সেই ঘটনায় জল বেশিদূর গড়ায়নি। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে আলিপুরদুয়ার থানায় জনা সাতেক পড়ুয়ার নাম করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এমনকি সংবাদপত্রে হামলাকারী পড়ুয়াদের ছবিও ছাপা হয়েছিল। তারপরেও শনিবার সন্ধ্যায় এখবর লেখা অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

মেলায় জুয়ার আসর, শিমুলগুড়িতে ধৃত ২

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : মেলায় জুয়ার আসর চালানোর অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে অভিযোগের ভিত্তিতে শিমুলগুড়ি মাঠে মেলায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে, তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের নাম জানাতে চাননি পুলিশকর্তারা।

ওই মেলার মাঠের কিছুটা অংশ জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায়। কিছুটা আবার দার্জিলিংয়ের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে। অভিযোগ, মেলা শুরু হতেই সেখানে জুয়ার আসর চলছিল। মেলায় জুয়ার আসর নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ডাবগ্রাম–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলগুড়ির সদ্য জয়ী চন্দন দাসের দাবি, 'আমি ওই মেলায় জুয়ার আসরের বিষয়টি জানার পরেই মেলার মালিককে ডেকেছিলাম। কিন্তু উনি বলেছেন, ওঁর যাঁর সঙ্গে কথা বলার ছিল, বলে নিয়েছেন। এই যাবতীয় কার্যকলাপের পেছনে দার্জিলিং জেলার পঞ্চায়েত জড়িয়ে রয়েছে।'

দার্জিলিংয়ের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য তাপস রায় জানান, তিনি কলকাতায় রয়েছেন। তাই বিষয়টি জানা নেই। তবে পুরো বিষয়টা পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন। ডাবগ্রাম–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার জয়ী প্রার্থীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পালটা বক্তব্য, 'ওই মেলার কিছুটা দূরে চন্দনের জায়গাতেও প্রতিদিন জুয়ার আসর বসছে। ওই বিষয়টাও প্রশাসনের দেখা উচিত।' তবে মেলার মালিক ভাস্কর দে'র সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মেলায় প্রকাশ্যে চলছে জুয়া। –সংবাদচিত্র

দায় ঠেলাঠেলি

- শিমুলগুড়ি মেলায় প্রতি বছর জুয়ার আসর বসে
- মাঠটি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে
- দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিই একে অপরের ওপর দায় ঠেলতে ব্যস্ত
- পুলিশ প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল নেই
- ফলে মেলায় যেতে সাহস পান না এলাকাবাসী

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিমুলগুড়ির ওই মাঠে চলতি সপ্তাহ থেকেই মেলা শুরু হয়েছে। পনেরো দিনের মতন ওই মেলা চলে। সম্প্রতি ওই মেলায় জুয়ার আসর বসানো হয় বলে অভিযোগ। সেখানে বসে দেদারে চলছে টাকার খেলা। প্রতি বছর একই ঘটনা ঘটার পরেও প্রশাসন উদাসীন ছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয় ব্রজমোহন দাসের কথায়, 'এমনিতে তো মনোরঞ্জনের সেরকম জায়গা নেই। যাও বা একটা মেলা হল, তাতেও জুয়ার দাপাদাপি।'

স্থানীয় বাসিন্দা আরতী রায়, মাধবী দাসদের কথায়, 'মেলায় ছোটদের যে নিয়ে যাব, সে পরিস্থিতিই নেই। যেভাবে ভিড় করে জুয়া খেলা চলছিল, তাতে যে কোনওদিন মেলার মধ্যে মারামারি লেগে যেতে পারত।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (জোন–১) জয় টুডুর সঙ্গে এ ব্যাপারে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। চন্দনের বক্তব্য, 'আমরা মেলার বিরুদ্ধে নেই। আমরা মেলায় চলা জুয়ার বিরুদ্ধে।' একে অপরের ওপর দায় ঠেলতে ব্যস্ত জনপ্রতিনিধিরা।

নাবালিকাকে ধর্ষণে ১৫ বছরের কারাদণ্ড

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণের কারণে জলপাইগুড়ি জেলা আদালত এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে তার সাজা ঘোষণা করল। ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা রামপ্রসাদ মৈত্র নামে ওই ব্যক্তিকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকার জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০১৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক ১৭ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে নাবালিকার পরিবারের তরফে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, ওই ব্যক্তি নাবালিকার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করায় সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পুলিশ রামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ভক্তিনগর থানার তদন্তকারী আধিকারিক নিদেন শেরপা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য জোগাড় করে চার্জশিট গঠন করে আদালতে পেশ করেন। তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে জেলা আদালতের স্পেশাল কোর্টের বিচারক পকসো ধারা অনুযায়ী ওই ব্যক্তির সাজা ঘোষণা করেন।

সেচনালায় মৃতদেহ

নকশালবাড়ি, ২২ জুলাই : নকশালবাড়ি থানার দক্ষিণ রথখোলা টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল সংলগ্ন একটি সেচনালা থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের মৃতদেহ। শনিবার সকালে সেচনালার কালভার্টের নীচে মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম লক্ষ্মণ সাউরিয়া (২০)। তিনি দক্ষিণ রথখোলার বাসিন্দা।

সন্ত্রস্তদের দেখতে জুম্মাগছে বামেরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

রাজগঞ্জ, ২২ জুলাই : ভোট শেষে ফল ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সন্ত্রাসের জেরে সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের জুম্মাগছে বহু পরিবার এখনও ঘরছাড়া। যাঁরা এলাকায় রয়েছেন, আতঙ্কে তাঁদের দিন কাটছে। এই পরিবারগুলির বিষয়ে খোঁজ নিতে শনিবার সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বের অধীনে একটি প্রতিনিধিদল এলাকায় যায়। রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির নেতারা সঙ্গে ছিলেন। প্রতিনিধিদলটিতে এদিন সলিল আচার্য, মোক্তার হোসেন, রতন রায়, রিনা সরকার, সৌকত আলির মতো অনেকেই শামিল ছিলেন। জুম্মাগছের পাশাপাশি পয়াচারি, ঘিরনিগছ সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় গিয়ে তাঁরা বাসিন্দাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সিপিএমের জলপাইগুড়ির সম্পাদক সলিলের অভিযোগ, 'ভোটের সময় তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় বেলাগাম সন্ত্রাস চালিয়েছে। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ তাদের সহযোগিতা করেছে।' অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই এলাকায় কোনও সন্ত্রাস নেই। সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলে তৃণমূল ও সিপিএমের সবচেয়ে বড় নেতা যথাক্রমে আহিদার রহমান ও সৌকত আলি। ভোটের পর লালস্কুলের সামনে বসে এঁদের একসঙ্গে চা খেতে দেখা গিয়েছে। এতেই পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়টি স্পষ্ট। সিপিএম বাইরে থেকে কিছু লোক এনে এখানে ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করছে।' এলাকায় গিয়ে এদিনও অবশ্য সন্ত্রাসের বিষয়টি বেশ বোঝা গিয়েছে। এলাকার একটি পুকুরে বহু বাইক পড়ে থাকতে দেখা যায়। এক সিপিএম সমর্থক পুকুর থেকে একটি বাইক উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। স্থানীয় সিপিএম নেতা অশোক রায়, গ্রামবাসী হানিফার আলম, সরিফুল আলমের কথায়, 'প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া বাকি বাইকগুলি উদ্ধার সম্ভব নয়।' তবে প্রশাসন যে তাঁদের সহযোগিতা করবে না সে বিষয়ে বাসিন্দারা একরকম নিশ্চিন্ত। এলাকার বহু ঘরবাড়ি এখনও ভাঙাচোরা অবস্থাতেই রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা বললেন, 'ভোটের দিন প্রাণ বাঁচাতে সাঁতার না জানা সত্ত্বেও জলে ঝাঁপ দিই। এতদিন পর এদিন এলাকায় ফিরলাম।' গ্রামের বহু মহিলা জানান, পুরুষরা গ্রামছাড়া রয়েছেন। শাসক শিবিরের নেতারা তাঁদের হুমকি দিয়ে চলেছেন।

তৃণমূলের তরফে আহিদার রহমানকে দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়া হলেও বামেদের অভিযোগ, আহিদার সন্ত্রাস চালিয়ে স্ত্রীকে ভোটে জিতিয়েছেন। বিদায়ি উপপ্রধান আহিদার সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কোনও সন্ত্রাসই চালানো হয়নি। আমিও চাই যাঁরা ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন, তাঁরা গ্রামে ফিরে আসুন।' এলাকায় সন্ত্রাস না হলে তাঁরা গ্রামছাড়া কেন? শাসক শিবির বা প্রশাসন নিরুত্তর। ফোন না ধরায় জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য। –সংবাদচিত্র

চিনা নাগরিককে ঘিরে রহস্য ঘনাচ্ছে

খড়িবাড়ি, ২২ জুলাই : খড়িবাড়ি পুলিশের হেপাজতে থাকা সন্দেহজনক চিনা নাগরিককে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা। গত বুধবার ভারত–নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি স্থলবন্দর দিয়ে অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে চিনা নাগরিক ইয়ংজিন পেংকে আটক করেন সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানরা। এসএসবি তাঁকে খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি চিনের গুয়াংডং প্রদেশের হাই ফেংয়ে।

ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। শুক্রবার থেকে দফায় দফায় ইয়ংজিনকে জেরা করেন দার্জিলিং জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, এসডিপিও অচিন্ত্য গুপ্ত, সার্কেল ইনস্পেকটর সুদীপ্ত সরকার, কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা, সিআইডি, এসআইবির কর্তারা। তল্লাশির সময় এসএসবি সন্দেহজনক ওই চিনা নাগরিকের ব্যাগ থেকে বিভিন্ন দেশের প্রচুর টাকা, ডলার ও বেশ কিছু সন্দেহজনক চিনাসামগ্রী উদ্ধার করেছে।

দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, ইয়ংজিন প্রকৃতপক্ষে চিনে জন্মেছেন। কর্মসূত্রে তিনি নেপালের কাঠমান্ডু আসেন। সূত্রের খবর, ইয়ংজিন স্বীকার করেছেন, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি নেপাল থেকে পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র বানিয়েছেন। তিনি নেপালের কাঠমান্ডুতে একটি ক্যাসিনোতে কাজ করতেন। ওই চিনা

খড়িবাড়ি

নাগরিকের নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি স্থলবন্দর দিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসার কথা ছিল। সেখান থেকে তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর কাছে ভারতে প্রবেশের কোনও ভিসা ছিল না। দিল্লি থেকেও গোয়েন্দাদের একটি দল ওই চিনা নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে তদন্তের স্বার্থে জেলা পুলিশের কোনও আধিকারিক তদন্তের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি হননি।

রড চুরি করতে এসে ধৃত ২ যুবক

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : সাতসকালে ফুলবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায় চুরি করতে এসে দুই যুবক ধরা পড়ল। শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ ওই দুই যুবক স্থানীয় মহানন্দা ব্যারেজ প্রোজেক্ট কলোনির ভেতরে ঢুকে একটি শনি মন্দিরের পাশ থেকে লোহার রড চুরির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি দেখতে পেয়েই সেখানকার নিরাপত্তারক্ষী ও বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে আসেন। নিরাপত্তারক্ষী সংস্থার পক্ষ থেকে দেবারু মহম্মদ বলেন, 'নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে ওই দুজন কোনওভাবে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। খবর পেয়ে এসে দেখি ওরা পাঁচিল থেকে রড কেটে নিয়ে যাচ্ছে।' নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ মহানন্দা চর এলাকাতে বসবাসকারী ওই দুই যুবককে আটক করেছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরেই চুরির ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গীতা রায়, মনোজ পাল প্রমুখ অনেকটাই আতঙ্কগ্রস্ত। বাসিন্দারা জানান, সপ্তাহখানেক আগেও একবার এই দুই যুবককে এলাকা থেকে লোহার রড চুরি করতে দেখা গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দেন। ১৯ জুলাই এই এলাকাতেই একটি কালী মন্দির থেকে কয়েক কেজি ওজনের রুপোর মুকুট, বিভিন্ন সোনার গয়না চুরি যায়। তার পরের দিন মন্দিরের পাশের একটি ঠ্যালায় চায়ের দোকান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার, বিস্কুটের কৌটো, চা বানানোর বাসন প্রভৃতি চুরি হয়। বাসিন্দাদের দাবি, এরপরও এলাকায় বেশ কিছু চুরির ঘটনা ঘটে। সমস্ত চুরির ঘটনার পিছনে এদিন ধৃত যুবকরা জড়িয়ে রয়েছে বলে বাসিন্দারা মনে করছেন।

গাড়ির কাচ ভেঙে চুরিতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শালুগাড়া চেকপোস্টে চারচাকার গাড়ির কাচ ভেঙে চুরি হয়েছিল। তদন্তে নেমে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এক যুবককে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার করল। ধৃত বিশ্বজিৎ দার্নাল শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের লিম্বুবস্তির প্রকাশনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে নগদ ২১,৪০০ টাকা ও একটি ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার রাতে শালুগাড়া চেকপোস্ট এলাকায় সিকিমের বাসিন্দা এক ব্যক্তি তাঁর চারচাকার গাড়িটি রেখে একটি বহুতলে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন গাড়ির কাচ ভাঙা। গাড়িতে রাখা নগদ টাকা ও ল্যাপটপের ব্যাগ উধাও। এরপরই ওই ব্যক্তি ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার রাতে বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, ৩ এবং ৪ তারিখ মাটিগাড়ার ও সেবক রোডের প্রায় পাঁচটি গাড়ির কাচ ভেঙে ল্যাপটপ, ক্যামেরা, টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। মাটিগাড়ার শপিং মলে চুরির ঘটনায় মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সেবক রোডে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে পুরোনো লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে বৃহস্পতিবারের ঘটনায় কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা পুলিশ জানার চেষ্টা চালাচ্ছে। কী কায়দায় গাড়ির কাচ ভাঙা হল, লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনায় গাড়ির কাচ ভাঙা হলেও কোনও ধরনের আওয়াজ হয়নি।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কনটেনার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শুক্রবার মাঝরাতে একটি কনটেনার ফুলবাড়ি–ঘোষপুকুর বাইপাসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্রিজের অদূরে একটি গাড়ির সঙ্গে কনটেনারটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তবে অন্য গাড়িটির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দুর্ঘটনার পর সেটি এলাকা ছাড়ে। তবে কনটেনারটির সামনের অংশটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়েমুচড়ে যায়। সেটির চালক গুরুতর জখম হওয়ায় ভিতরে আটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেন। পুলিশ বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ওই চালককে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন। তদন্ত চলছে।

জঙ্গলে দেহ

খড়িবাড়ি, ২২ জুলাই : টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চলে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতের নাম সহদেব বর্মন (৩৩)। তিনি হাতিডোবার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দারাই জঙ্গলে একটি গাছের ডালে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

অন্য সংস্করণের খবর

সোশ্যাল মিডিয়ায় রক্ত কেনাবেচা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : ভোটের চাপে টান পড়েছে রক্তের ভাঁড়ারে। নির্বাচনি আচরণবিধির গেরোয় দীর্ঘদিন ধরে আলিপুরদুয়ারে কার্যত কোনও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা যায়নি। তারই ফল এখন ভুগতে হচ্ছে জেলার বাসিন্দাদের। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চলছে রক্তসংকট। আর তারই ফায়দা নিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালালচক্র। তারা জাল পাতছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ব্লাড ব্যাংকে গেলে এখন এক

আলিপুরদুয়ার

ইউনিট রক্ত পাওয়াও মুশকিল। একমাত্র ডোনার নিয়ে গেলে তবেই পাওয়া যাচ্ছে রক্ত। রক্তের এই আকালে রক্ত বিক্রি করে দালালচক্র মোটা টাকা কামাচ্ছে। আর যাঁদের রক্তের প্রয়োজন তাঁরা বাধ্য হয়েই এই চক্রের খপ্পরে পড়ে মোটা টাকার বিনিময়ে রক্ত কিনছেন। আলিপুরদুয়ারে এই দালালদের সব থেকে বড় 'সোর্স' হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া।

ঘরছাড়া প্রার্থীর বাড়িতে লুটপাট

কালিয়াচক, ২২ জুলাই : নির্বাচনের দিন থেকেই ঘরছাড়া পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী ও তাঁর পরিবার। তাঁদের বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে বোমা রেখে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কংগ্রেস প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের লোকজন। কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

মালদা

করা হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। বাধ্য হয়ে ঘরছাড়া কংগ্রেস কর্মীরা জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাস চাঁদপুর ছারকাটোলা গ্রামে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

কাশ্মীরে গিয়ে প্রতারকের খপ্পরে

ময়নাগুড়ি, ২২ জুলাই : কাজের খোঁজে কাশ্মীরের কার্গিলে গিয়ে প্রতারকের পাল্লায় পড়েছেন ময়নাগুড়ির তিন যুবক। জানা গিয়েছে, ওই তিন যুবককে ওখানকার একটি হোটেলে একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। কাজের দালালদের তরফে তিন যুবকের কাছে আড়াই লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তা নাহলে ছাড়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিন যুবকের পরিবারের তরফে শুক্রবার ১৮ হাজার টাকা অনলাইনে পাঠানো

জলপাইগুড়ি

হয়েছে। তিন যুবকের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়ায়। যাঁরা এই যুবকদের কাশ্মীরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই প্রতিবেশী দুই দালাল এখন বেপাত্তা। পার্শ্ববর্তী গ্রামে তাঁদের বাড়িতে বর্তমানে তালা ঝুলছে। মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন। শনিবার ওই তিন যুবকের পরিবারের তরফে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মাধবডাঙ্গা গ্রামের তিন যুবক মোসাহার হোসেন, মিজানুর ইসলাম এবং আজিবুল ইসলাম গত রবিবার ট্রেন ধরে দিল্লি হয়ে জম্মু যান। তাঁদের কর্মস্থলে পৌঁছে দিতে জম্মু স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িতে চাপিয়ে তিন যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় কার্গিলের পাহাড়ের টিলায় একটি হোটেলে। শনিবার সেই হোটেল থেকে আজিবুল ইসলাম বলেন, 'ওখানকার দালালরা আগেই এখানকার দালালদের কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এখন আমাদের কাছে সেই টাকা দাবি করছে দালালরা। তা নাহলে আমাদের ছাড়বে না বলেছে।'

রাস্তায় পড়ুয়ারা

বক্সিরহাট, ২২ জুলাই : সেই ৮ জুলাই ভোট হয়ে গিয়েছে। তারপর পাক্কা দু'সপ্তাহ কেটেও গিয়েছে। কিন্তু শালবাড়ি হাইস্কুল থেকে এখনও কাটেনি ভোটের রেশ। এখনও সেই স্কুলে রয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফলে সেই ভোটের আগে থেকে এখনও অবধি বন্ধ রয়েছে সেই স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন। স্কুল খোলার দাবিতে শনিবার তাই বাধ্য হয়েই পথে

কোচবিহার

নামল শালবাড়ি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। কাঠের গুঁড়ি ও সবুজ সাথীর সাইকেল ফেলে তুফানগঞ্জ–বোচামারি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ।

এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় শালবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। প্রধান শিক্ষকের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ জুলাই ২০২৩ নয়

‘গুরু’কে বাঙালি এবার মুক্তি দিক

সুদেষ্ণা বসু

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ‘অমৃতের পুত্র’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। বাঙালি সমাজে এমন পুত্র যে কেবলই রবীন্দ্রনাথ একথা হয়তো অনেকে মানবেন না। তাঁরা আরও কিছু নাম সামনে এনে বলতে পারেন এঁরাই বা ‘অমৃতের পুত্র’ নন কেন? আসলে যাঁরা অমরত্ব লাভ করেন তাঁরাই যে অমৃতের পুত্র এমন সরলীকরণ না করেও বলা যায়, প্রয়াণের পরও যেসব মানুষ জনমানস থেকে মুছে যান না, রয়ে যান আরও দীর্ঘ সময় ধরে, তাঁরা আর যাই হন সাধারণ নন। এই অ-সাধারণদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সেই সমাজে নানা পালা-পার্বণ চালু হয়ে যায়। সেই পার্বণে ভক্তিরস যতটা থাকে যুক্তিরস ততটা নয়।

একথা যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, তেমনি উত্তমকুমারের ক্ষেত্রেও সত্যি।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও উত্তমকুমারের নাম একবাক্যে বন্দি করা দেখে অবাক হবেন, তাঁরা উন্নাসিক পাঠক। তাই আবার বুদ্ধদেবে ফিরে গেলে দেখব তিনি লিখছেন, এই অমৃতের পুত্রদের সময়কাল থেকে যতই তাঁর পরবর্তী প্রজন্মরা দূরে চলে যাবেন ততই সেই প্রজন্মের মানুষের কাছে তিনি সত্যের আলোকে ধরা পড়বেন। ভক্তিরসের আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিরসের প্রেরণায় সেই মানুষই আবার নতুন করে দেখবে তাদের অমৃতের পুত্রদের। ধরা পড়বে সেই অমৃতের পুত্রদের আসল পরিচয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, উত্তমকুমারকে কি আমরা অমৃতের পুত্র বলতে পারি? আজকের প্রজন্মের বিচারে বলতে গেলে বলতে হয়, ‘পারি’।

এমনকি একথাও বলতে বাধা নেই, যেভাবে প্রয়াণের ৮২ বছর পর রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনচর্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন, উত্তমকুমারও প্রয়াণের ৪৩ বছর পর বাঙালির মননে উজ্জ্বল। প্রতি বছর জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাস এলেই বাঙালি তার ছেড়ে যাওয়া ‘গুরু’কে আজও খোঁজে। ঠিক যেমন করে খুঁজে চলেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া বীর সুভাষকে, তেমনভাবেই। আইকনরা সমাজে অপরিহার্য। তাঁরা সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন তাঁদের জীবনকাহিনী দিয়ে। তবে সে কাহিনী যত দিন যায় ততই ভক্তিরসে জারিত হয়ে কাদায় পরিণত হয়। তখন দরকার পড়ে যুক্তিবুদ্ধির। উত্তমকুমারের জীবন ও কাজকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে দেখার কাজ এতদিনে যে শুরু হয়েছে, তা সত্যিই আশার কথা।

এই যুক্তিবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যদি বলা হয়, সত্যজিৎ ও উত্তমকুমার বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের দুই ধারার সূচনা করেছিলেন একই সময়ে দাঁড়িয়ে, মানবেন ক’জন? অথচ ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৫৪ সালের ‘অগ্নিপরীক্ষা’ ও ১৯৫৫ সালের ‘পথের পাঁচালী’কে একই বন্ধনীর মধ্যে রাখা যায় ঠিক এই কারণে। একটি ছবি এমন একজন চিত্র পরিচালকের জন্ম দিয়েছিল যিনি বাংলা ছবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন ও ভারতীয় সিনেমার নব তরঙ্গের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই সৃষ্ট নব তরঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সত্যজিৎ রায় সঙ্গে পেয়েছিলেন মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটককে।

আর অন্য ছবিটি এমন একজন অভিনেতার জন্ম দিয়েছিল, যিনি বাংলা ছবির ইতিহাসে ‘স্বর্ণযুগ’-এর সূচনা করেছিলেন। খ্যাতির এমন এক চূড়াকে স্পর্শ করেছিলেন যা আর কোনও বাঙালি অভিনেতা আজও পারেননি। অথচ সাদামাঠা চেহারার অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোতে ঘুরেছেন অভিনয়ের সুযোগের সন্ধানে। তাঁর সেই চেহারা দেখে কেউই তাঁকে নায়ক হিসেবে ভাবতে পারেননি। কারণ, তখন বাংলা সিনেমায় নায়কের সংজ্ঞা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাসকে তখনকার নায়কের সংজ্ঞার উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

ক্রমশ বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে দর্শকরুচির বদল ঘটতে শুরু করল। দেশভাগ পরবর্তী বাংলা সিনেমার দর্শক ভাঙা বাংলাকে গড়তে তাদের ভাঙা বুকের পাঁজরকে বাজি রেখেছিল। এমনই একসময় সাদামাঠা চেহারার এক যুবক তাদেরই দুঃখ দিনের রক্তকমল হয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলা সিনেমার রুপোলি পর্দায়।

সঙ্গে কখনও সুচিত্রা, কখনও সুপ্রিয়া, কখনও সাবিত্রীর মতো নায়িকারা। তারা দেখল যা তারা হতে চেয়েছিল অথচ হতে পারেনি, সেই যুবক তাই হয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের সামনে। সেই যুবকের মধ্যেই তারা খুঁজে পেল তাদের নায়ককে। বাংলা সিনেমায় উত্তম যুগের সূচনা হয়েছিল এইভাবে। যে যুগকে একাই ঘাড়ে করে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন উত্তমকুমার পরবর্তী তিন দশকজুড়ে। সত্যজিৎ ও উত্তমের এই পথচলা এসে মিলেছিল ১৯৬৬ সালে একটি ছবির সূত্রে। ছবিটির নামও ‘নায়ক’। যে ছবিতে বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের দুই কারিগরের যুগলবন্দি প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমরা। এভাবে ভাবলে ‘নায়ক’কে আর শুধুমাত্র ভালো একটা বাংলা ছবি হিসেবে দেখলে চলে না। ছবিটিকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি মাইলস্টোন হিসেবেই দেখা উচিত। যা নির্মাণ করেছিলেন কলকাতার বাঙালি কলাকুশলীরা পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও নায়ক উত্তমকুমারের যুগলবন্দিকে সেলুলয়েডের গায়ে ধরে রাখতে। নায়ক ১৯৬৬ সালের ১৬তম আন্তর্জাতিক বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে একই সঙ্গে ‘বিশেষ জুরি পুরস্কার’ ও ‘ক্রিটিক পুরস্কার (ইউনিক্রিট)’ পায়। জুরিদের মধ্যে ছিলেন পাওলো পাসোলিনির মতো পরিচালক। সে বছর আরও যেসব ছবি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল তার মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের দিকপাল পরিচালকরা হাজির ছিলেন তাঁদের ছবি নিয়ে। রোমান পোলানস্কি, কার্লোস সাওরা, জাঁ লুক গোদার, সিডনি লুমেট প্রমুখ। বাংলা ছবির এই প্রচণ্ড উল্লম্ফন কি কেবল সত্যজিতের জন্যই সম্ভব হয়েছিল? উত্তমের অভিনয় ক্ষমতা কি কোনওভাবে কাজ করেনি এই সাফল্যের পিছনে? অবশ্যই করেছিল। তাঁর অভিনয় ক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন।

অথচ বাঙালি সমাজে তিনি যে কেবল ‘গুরু’ হয়ে থেকে গেলেন এর কারণ বাঙালি দর্শকের কূপমণ্ডূকতা। উত্তমের অনেক ছবি আছে যেখানে তাঁর অতিনাটকীয় অভিনয় চোখে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

> দেশভাগ পরবর্তী বাংলা সিনেমার দর্শক ভাঙা বাংলাকে গড়তে তাদের ভাঙা বুকের পাঁজরকে বাজি রেখেছিল। এমনই একসময় সাদামাঠা চেহারার এক যুবক তাদেরই দুঃখদিনের রক্তকমল হয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলা সিনেমার রুপোলি পর্দায়।

অঙ্কন : নির্মলেন্দু মণ্ডল

তোমরা আমার জয়ধ্বনি করছো

মৃত্যুর ৪৩ বছর পরেও অমলিন উত্তম। উত্তমই উত্তম রয়ে গিয়েছেন বাঙালির কাছে। সন্ন্যাসী রাজা ছবিতে তাঁর জনপ্রিয় সংলাপ ছিল, তোমরা আমার জয়ধ্বনি করছো...আমি রাজা হতে চাইনি। তবু বাঙালির কাছে রাজা কেন, সম্রাট হয়ে রয়েছেন তিনি। আজও তাঁর জয়ধ্বনি চলে। তাঁর মৃত্যুদিবস আগামীকাল। তার আগে অবধারিতভাবে রংদার রোববারের প্রচ্ছদে উত্তমকুমার।

আমি, সে ও সখা

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

খপ করে মাছের মুড়োটা পাত থেকে তুলে নিলেন। ‘এইডা আমি খামু।’ চমকে উঠলেন উপস্থিত সবাই! এটা কী হল! নায়িকা ততক্ষণে খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়েছেন। পরিবেশনকারীদের একজন বললেন, ‘এটা তুমি কী করলে? দাদার পাত থেকে এঁটো হাতে তুলে নিলে! চাইতে পারতে!’ নায়িকা তখনও দুলে-দুলে হাসছেন। ‘এই মুড়োটা অনেক বড়।’ পাত ছেড়ে উঠে পড়লেন উত্তমকুমার। গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। হাসতে-হাসতে মুখ তুলে নায়িকা অবাক হয়ে দেখলেন সেই চলে যাওয়া। তখন বুঝলেন, মজা করতে গিয়ে কী সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছেন তিনি! চেঁচিয়ে উঠলেন সাবিত্রী, ‘দাদা।’

প্রতি বছর ১ বৈশাখ বসুশ্রী সিনেমাহলের মালিক মন্টু বসুর উদ্যোগে বসত জমাটি আসর। গানবাজনা, হাস্যকৌতুক, কবিতা, ডায়ালগ, গল্প। তার সঙ্গে দেদার খাওয়াদাওয়া। উপস্থিত থাকতেন টালিগঞ্জের প্রায় সব চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা। এই আসর ছিল তাঁদের বাৎসরিক জমায়েত বা পিকনিক অথবা গেট টুগেদার। একটা বিশাল পরিবার। একান্নবর্তী পরিবার। মেতে উঠত আনন্দে।

কিন্তু এমন একটা ঘটনায় সম্পূর্ণ তাল কেটে গেল। লম্বা বারান্দায় সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মধ্যমণি উত্তমকুমার। পরবর্তী আকর্ষণ সুচিত্রা সেন। তার আগে-পরে আর সবাই। উত্তমকুমারের দু’পাশে নির্দিষ্ট কোনও অভিনেতার বসার আসন ছিল। সাবিত্রী হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে উত্তমকুমারের আসনের পাশে বসে পড়েছিলেন। অস্বস্তি হলেও সেটা মেনে নেওয়া হয়েছিল। মানুষটি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেই। উত্তমকুমারের অত্যন্ত পছন্দের শিল্পী। ইন্ডাস্ট্রির রত্ন। উত্তমকুমারও প্রাথমিক চমক কাটিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে সাবিই বসুক এখানে। তারপর শুরু হয়েছিল খাওয়াদাওয়া। কাণ্ডটা ঘটল খাওয়ার মধ্যভাগে। উত্তমকুমারের পাতে যখন বিশাল মাছের মুড়োটি পড়ল।

কোনও লোভ থেকে নয়। খেতে না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তো নয়ই। প্রশ্নই ওঠে না। নেহাত মজা করার জন্য, শুধু পুরুষদের পাতেই কেন পড়বে, বলে সাবিত্রী মাছের মুড়োটা তুলে নিয়েছিলেন, এঁটো হাতেই। মানতে পারেননি উত্তমকুমার। মহানায়ক হলেও মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালি। অপমানিত হয়তো হননি। অস্বস্তি হয়েছিল। বা রাগ! মুহূর্তের সিদ্ধান্তে উঠে গিয়েছিলেন।

ঘটনাটা বলেছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। বলেছিলেন অদ্ভুত একটা জায়গায়। পরিবেশে। আচমকা। আজ থেকে বছর বাইশ আগেকার কথা। কলকাতার সবথেকে গৌরবোজ্জ্বল অনুষ্ঠান ছিল আনন্দলোক অ্যাওয়ার্ড। টালিগঞ্জের সব রথীমহারথীরাই আনন্দে মাততেন সেই উৎসবে। সেখানেই বলেছিলেন সুপ্রিয়া। উলটোদিকের একটা টেবিলে বসে সাবিত্রী। হাত দিয়ে মাছ বেছে খাচ্ছিলেন। ‘সাবিদি একই রকম থেকে গেল। বাঙালেপনা আর গেল না। একবার তোর দাদার পাত থেকে মাছের মুড়ো তুলে নিয়েছিলি জানিস।’ ব্যাস, পরের দিনই হত্যে দিয়েছিলাম সুপ্রিয়ার বাড়িতে।

বেণুদি নিজে বাঙাল। কাঠ বাঙাল। অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। আবার হিংসেও করতেন প্রচণ্ড। কারণ তিনি জানতেন, উত্তমকুমার তাঁর থেকে অভিনেত্রী হিসেবে অনেক বেশি নম্বর দিতেন সাবিত্রীকে।

উত্তমকুমার নিজে বহুবার বলেছেন, তিনি তিনজনকে খুব ভয় করেন। ছায়াবুড়ি, বুড়ো আর সাবিকে। ছায়াদেবী, বুড়ো মানে ভাই তরুণকুমার আর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এঁরা যা খুশি করতে পারেন। কী স্টেজে কী ক্যামেরার সামনে। সেটা অন্য গল্প। ব্যক্তিগত জীবনে সাবিত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন উত্তমকুমার। উত্তম-সাবিত্রীর বেশিরভাগ ছবিই হিট। এদিকে সুপ্রিয়া তাঁর ঘরনি। তিনিও ভালো অভিনেত্রী।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ। পুরুষ হই কী নারী! আমাদেরই জীবনে সম্পর্ক আসে। ভালোবাসার জন পাওয়া যায়। সার্টিফিকেট স্বীকৃত বা অস্বীকৃত! সেখানে উত্তমকুমারের মতো একজন উথালপাতাল প্রেমিক হাতের নাগালে, পাগলপারা তো হবেই তাঁর কক্ষপথে থাকা নারীরা! তাঁরা যে মারপিট করেননি! খুনোখুনি করেননি! এই না ঢের!

‘তোদের দাদা কোনওদিনই সাবিদিকে পছন্দ করতেন না। মানে, মানুষ সাবিদিকে। অভিনেত্রী ভালো এটা ঠিক আছে। সাবিদির মধ্যে কতগুলো বাঙালেপনা ছিল। গা-ঘেঁষে বসা। পাত থেকে খাবার তুলে খাওয়া। তোদের দাদাকে যে ভালোবাসত সেটা

এরপর দশের পাতায়

> উত্তমকুমার নিজে বহুবার বলেছেন, তিনি তিনজনকে খুব ভয় করেন। ছায়াবুড়ি, বুড়ো আর সাবিকে। ছায়াদেবী, বুড়ো মানে ভাই তরুণকুমার আর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এঁরা যা খুশি করতে পারেন।

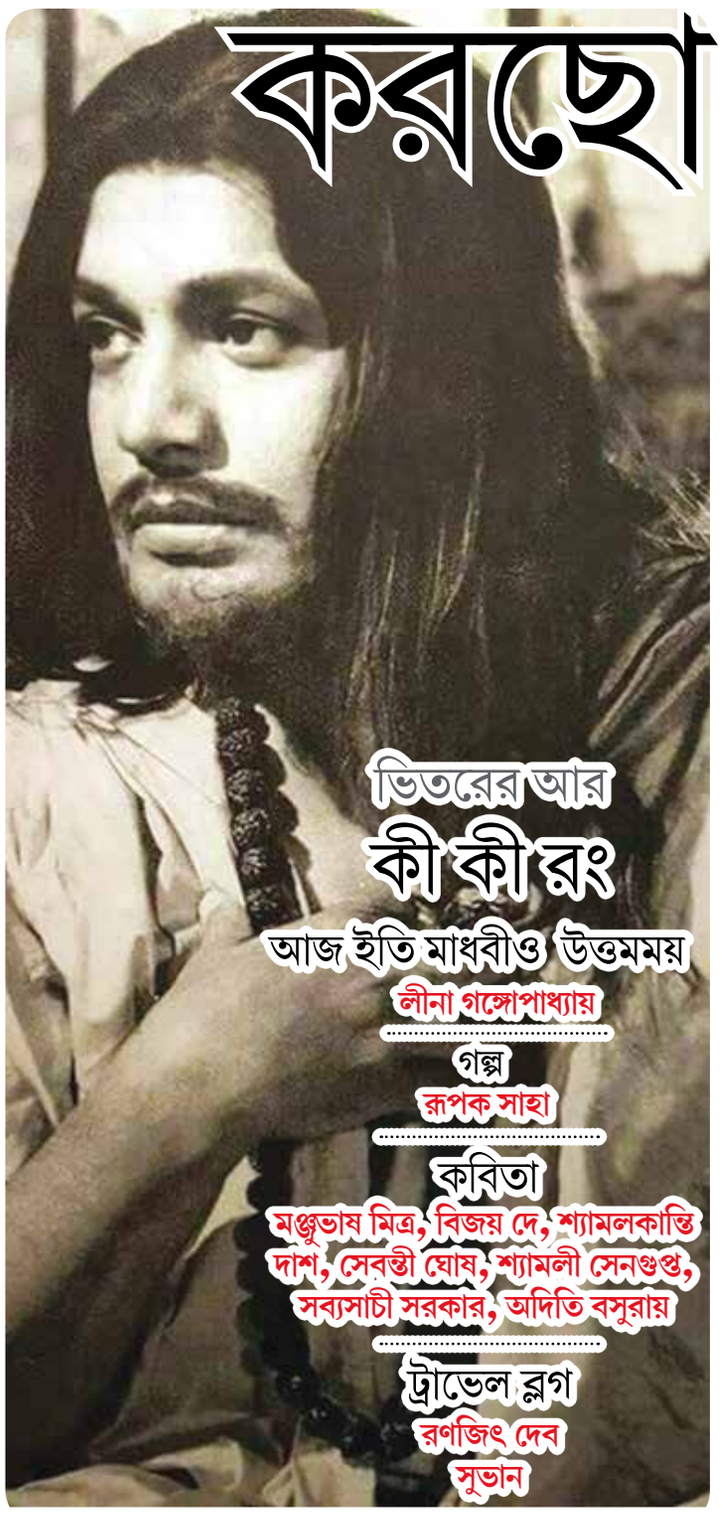

তুমি শশী হে

শান্তনু বসু

উত্তমকুমার মানেই ভুবন ভোলানো হাসি। আর এক কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলতেন, ‘আমি ওঁর হাসির একজন মুগ্ধ ভক্ত। উনি যদি একটা খুন করেও আমার সামনে হেসে দাঁড়ান আমি বিশ্বাসই করব না যে উনি খুন করেছেন।’ উত্তমকুমার মানেই সেই রোমান্টিক হিরো যার মধ্যে বাঙালি নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। আর উত্তমকুমারের ছবি মানেই মন ভালো করা গানের রাশি। উত্তমকুমারের লিপের গানে ‘বাঙালি মন’ আজও কেন বিশেষভাবে আবিষ্ট? এই রহস্য উদ্ঘাটনের বহুমুখী প্রচেষ্টাও দিনে দিনে বাঙালি জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

উত্তমের লিপে সুধীর মুখার্জী পরিচালিত ‘শাপমোচন’(১৯৫৫) ছবির গান প্রথম আলোড়ন ফেলে। অভিশপ্ত এক দরিদ্র সংগীত পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সেই ছবির সুরকার ও উত্তমের লিপের গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছবিতে উত্তম-হেমন্ত ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সেই সূত্রপাত।

ছবির গান গাওয়ার আগে নায়কের বেশভূষা সম্বন্ধে জেনে নিতেন হেমন্ত। অর্থাৎ নায়ক প্যান্ট-শার্ট পরে, নাকি ধুতি-পাঞ্জাবি! শুটিং কোথায় হবে? আউটডোরে নাকি ইন্ডোরে! সেই অনুযায়ী তিনি গলাটা ছাড়বেন। যার প্রকাশ ওঁর গাওয়া দুটো গান দিয়েই বোঝা যায়। যান্ত্রিক পরিচালিত ‘চাওয়া পাওয়া’ ছবির ‘যদি ভাবো এ তো খেলা নয়’ গানটা উত্তমকুমার বাড়ির ছাদে গাইছেন। শ্রোতা বলতে বাড়িরই কয়েকজন। সেখানে হেমন্ত তাঁর গলাকে যতটা সম্ভব কন্ট্রোল করে ছাড়ছেন। গানের মধ্যে দিয়ে যেন দুঃখ মিশ্রিত মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

আবার সেই হেমন্তই যখন উত্তমের জন্য ‘কুহক’ ছবিতে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই’ গাইছেন, তখন সম্পূর্ণ গলা ছেড়ে সেই গান গাইছেন। অসংখ্য দর্শক পরিবৃত্ত যাত্রামঞ্চে নিমাইয়ের সাজে যখন উত্তমকুমার সেই গানে লিপ দিচ্ছেন তখন মনে হচ্ছে বিরহ রসে পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ নিমাই যেন সামনে উপস্থিত। কীর্তনাঙ্গের সুরে হেমন্তের গায়কি আর উত্তমের অভিনয় যেন বাস্তবকেও হার মানায়।

উত্তম-হেমন্ত জুটির রোমান্টিক গান প্রসঙ্গে প্রথমেই ‘সপ্তপদী’ ছবির কথা মনে এল। হৃদয়ে প্রেমের দোলা লাগিয়ে একদিন স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দুই হবু ডাক্তার- কৃষ্ণেন্দু (উত্তমকুমার) আর রীনা ব্রাউন (সুচিত্রা সেন)। মফসসলের ফাঁকা রাস্তায় খুশিতে আত্মহারা রীনা তার মুক্তা ঝরানো হাসির মধ্যেই গুনগুন করে গেয়ে ওঠে ‘আ হা আ আ আ’ কৃষ্ণেন্দুও জবাবে গায় ‘আ হা আহা হা’। মুক্ত আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে। লাবণ্য জড়ানো হাসিতে রিক্ত দুটি প্রাণ পরস্পর সুরের বিনিময় করছে। একটু পরেই কৃষ্ণেন্দু রীনার উদ্দেশে গেয়ে ওঠে ‘এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলো তো! যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হত তুমি বলো তো!’ প্রেম জড়ানো চোখে রীনা বলে ‘তুমিই বলো’। এগিয়ে চলে স্কুটার, সঙ্গে বাংলা সিনেমার শ্রেষ্ঠতম দ্বৈত গান। বাংলা সিনেমার রোমান্টিক দৃশ্যের অন্যতম আইকনিক সিম্বল উত্তম-সুচিত্রার এই স্কুটার সফর। এই গান, এই দৃশ্য, এই হাসি, সবই কালজয়ী। অমর সৃষ্টি।

ডুয়েট গানের আলোচনায় উত্তম অভিনীত আর একটি ছবির গানের দৃশ্য ভেসে ওঠে। খোলা আকাশের নীচে সুদূর বিস্তৃত লেক। তার মধ্যে পালতোলা একটা বোটের মধ্যে তোলা হচ্ছে ‘শঙ্খবেলা’ ছবিতে মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া ‘কে প্রথম কাছে এসেছি’ গানের দৃশ্য। যে সাবলীলতার সঙ্গে, যে পারফেকশনের সঙ্গে উত্তমকুমার নিজে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেমের দৃশ্য বা আলিঙ্গনের দৃশ্যতে লিপ দিতে দিতে অভিনয় করেছেন তাকে কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

একদিকে লতা-মান্নার গান আর তার সঙ্গে ওটা অভিনয় না আসল, বোঝে কার সাধ্যি! পরবর্তী সময়ে উত্তম-মান্না জুটিও বাংলা সিনেমায় নানা রঙের গান দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

একজন গায়ক বা গায়িকা যখন ছবির গান করতে আসেন তখন গানের কথা, সুর আর সিচুয়েশন সম্বন্ধে একটা ধারণা- শুধুমাত্র এটুকুই থাকে তাঁর সম্বল।

এরপর দশের পাতায়

দ্বিতীয় মৃত্যু

রূপক সাহা

অঙ্কন : অভি

ছোটগল্প

‘আরে জয়দা, আপনি এখানে?’

প্রশ্নটা শুনে চৌধুরী মঞ্জিল থেকে চোখ সরাল জয়দীপ। তখনই বুবাইকে দেখতে পেল। বাদলদার ছেলে। একসময় পাড়ার পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাদলদা। ও যখন চাকরি পেয়ে নাসিকে চলে যায়, সেই সময় বুবাইয়ের বয়স ছিল বারো-তেরো। এখন চেহারা অনেক ভারী হয়ে গিয়েছে। হওয়ারই কথা। মাঝে পঁচিশটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তবুও, জয়দীপের নজরে পড়ল, কৈশোরের হাসিটা এখনও অম্লান আছে বুবাইয়ের।

‘দোকান থেকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম।’ বুবাই ফের বলল, ‘গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে আপনি চৌধুরী মঞ্জিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাল অবশ্য সীতাংশুদা বলছিল, আপনি ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় চলে আসছেন। আমার দোকানে তখন উনি ওষুধ কিনতে এসেছিলেন।’

বুবাইয়ের তা হলে ওষুধের দোকান। আঙুল দিয়ে ও দোকানটা দেখালও। চৌধুরী মঞ্জিলের ঠিক উলটোদিকে একটা চারতলা বাড়ির নীচে। বাবার নামে, বাদল মেডিকেল হল। বুদ্ধিমান ছেলে। আগে ওষুধ কিনতে হলে পাড়ার লোকেদের হয় দমদম স্টেশনে যেতে হত, না হয় সিঁথির মোড়ে। রাতবিরেতে খুব অসুবিধেয় পড়তে হত। পাড়ার ভিতর হয়েছে। দোকানটা নিশ্চয়ই এখন রমরমিয়ে চলে। জয়দীপ জিজ্ঞেস করল, ‘কার ওষুধ কিনতে এসেছিল সীতাংশু? নিজের নাকি?’

বুবাই বলল, ‘নিজেরই। সুগার আর প্রেশারের। বয়স বাড়লে লোকের যেসব অসুখ হয় আর কী। যাক সে কথা। কিছু মনে করবেন না জয়দা। জিজ্ঞেস করছি বলে। খবরটা পেয়েই কি আপনি এখানে এলেন?’

‘কোন খবরটা রে?’

‘মোমদির খবর... কাল উনি মারা গিয়েছেন। ইস, একটা দিন আগে এলে ওঁর মরা মুখটা দেখতে পেতেন। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে মোমদি গেল বছর এখানে চলে এসেছিলেন। ছেলে আর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। হাজবেন্ড চলে যাওয়ার পর থেকে মাথারও গোলমাল দেখা দিয়েছিল। হার্টের অসুখ, সুগারের প্রবলেম। মেয়েটারও শুনেছি, ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে...’

বুবাই আরও কী বলে যাচ্ছে। জয়দীপের কানে ঢুকছিল না। ওর আক্ষেপটাই বোমার মতো কানের সামনে ফেটে পড়ল। ‘ইস, একটা দিন আগে এলে...’। এই প্রজন্মের ছেলেগুলো কোন কথা কীভাবে বলতে হয়, তাও শেখেনি ! ‘মরা মুখ’ বলার কি খুব দরকার ছিল? ডেডবডিও তো বলতে পারত। একটা সময় কথায় কথায় মোম অবশ্য ‘মরা মুখ’ কথাটা খুব বলত। দিব্যি দিত, ‘আমার কথা না শুনলে আমার মরা মুখ দেখবে।’ জয়দীপ ভগবানেই বিশ্বাস করে না, তো দিব্যিতে! ও দু’-একবার ভাবার চেষ্টাও করেছিল, মোমের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা, ওর মৃত্যুর পর কেমন দেখাতে পারে। কিন্তু কোনও ছবিই ফুটে উঠত না, ওর মনের মধ্যে।

মোমের সঙ্গে যখন ওর গভীর প্রেম, সেইসময় বুবাই একদিন হাত ধরাধরি করে দুজনকে হাঁটতে দেখেছিল রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি চত্বরে। সেই কথাটা কি এখনও মাথায় রেখেছে? না হলে হঠাৎ মোমের কথা তুলবে কেন? বুবাইয়ের সামনে থেকে এখনই সরে যাওয়া উচিত। না হলে বুকের ভিতরের রক্তক্ষরণ ও টের পেয়ে যেতে পারে। মোম প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে জয়দীপ জিজ্ঞেস করল, ‘তোদের ব্যাচের ছেলেরা কেমন আছে রে বুবাই?’

‘যেমন থাকার কথা।’ বুবাই বলল, ‘চাকরি নিয়ে কেউ বেঙ্গালুরু, পুনে বা হায়দরাবাদে। আপনাদের জেনারেশনের মতোই। তবে পার্থক্য হচ্ছে, আমার বন্ধুদের বেশ কয়েকজন এখন পার্টি পলিটিক্সে ভিড়ে গিয়েছে। তোলাবাজি ছাড়া কী আর করবে? এখানে চাকরিবাকরি বলে তো কিছু নেই।’

পুরোনো পাড়ার সব খবরই জয়দীপ মোটামুটি রাখে। বন্ধুদের সবার সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। একটা সময় ওর বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। পনেরো-ষোলোজনের সলিড একটা গ্রুপ। পাড়া দাপিয়ে বেড়াত। অনেকেই তখন ওদের গায়ে স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছিল, সব বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছেলে। রাত-দিন খেলে বেড়ায়। ঝুটঝঞ্ঝাট আর মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। জয়দীপের যেমন কিৎসু হবে না, তেমনি ওর বন্ধুদেরও। রুলিং পার্টির নেতা দীপেনদা একবার জোর করে লাল ঝান্ডা হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওদের হাতে। পারেননি।

‘এ পাড়ায় ফিরে আসুন জয়দা।’ আন্তরিকতা দেখিয়ে বুবাই বলল, ‘আপনাদের মতো লোক এখন খুব দরকার। সন্ধের পর মেয়েরা সেফলি হাঁটতে পারে না। এই তো কাঠগোলার কাছে কয়েকদিন আগে মোমদির মেয়েকে মলেস্ট করার চেষ্টা করেছিল একজন। আপনাদের সময় ভাবাই যেত না।’

ফের মোম প্রসঙ্গ! এড়ানোর জন্য জয়দীপ তাড়াতাড়ি বলল, ‘আমিও এদিকে কোথাও ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবছি। সন্ধানে থাকলে সীতাংশুকে জানাস। কাছাকাছি কোনও পাড়া হলেই চলবে।’

‘আপনাকে অন্য পাড়ায় যেতে হবে না জয়দা।’ উলটোদিকে চৌধুরী মঞ্জিল দেখিয়ে বুবাই বলল, ‘এখানেই আর কিছুদিনের মধ্যে বিরাট হাউজিং কমপ্লেক্স হবে। বিশাল শরাফ বলে এক মাড়োয়ারি প্রোমোটার তৈরি করছে। অ্যাদ্দিনে কাজ শুরু হয়ে যেত। বাগানের গাছ কাটা নিয়ে মামলা হয়েছে। তাই কনস্ট্রাকশনের কাজ আটকে রয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একটা থ্রি বিএইচকে ফ্ল্যাট আপনার জন্য বলে রাখব। ষাট-পঁয়ষট্টি লাখের মধ্যে পেয়ে যাবেন।’

‘তা হলে তো খুব ভালো হয়। চলি রে।’ বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল জয়দীপ।

অসংখ্য স্মৃতির মিছিল। তিন-চার বছর ধরে চলেছিল মোমের সঙ্গে ওর প্রেম পর্ব। সীতাংশু সব জানত। একবার ও বলেওছিল, যে সব মেয়ের হিস্ট্রি ভালো, তাদের জিওগ্রাফি ভালো হয় না। আর যাদের জিওগ্রাফি ভালো, তাদের হিস্ট্রি খুব খারাপ। কথাটা কেন বলত, সেটা আচমকা টের পেয়েছিল জয়দীপ।

শেষবারের মতো ও তাকাল চৌধুরী মঞ্জিলের দিকে। পাঁচিলটা হেলে রয়েছে পুকুরের দিকে। যে কোনওদিন ধসে পড়তে পারে। এই পাঁচিলটা একদিন চৌধুরী মঞ্জিলের আব্রু ছিল। পুকুরের ধারে সার দিয়ে নারকেল আর সুপারি গাছ। তার ফাঁক দিয়ে তখন সাদা রংয়ের ওই বিশাল বাড়িটাকে প্রাসাদের মতো মনে হত। পুকুরের পাশেই ছিল কাঁঠালিচাঁপার দু’তিনটে গাছ। মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করত পুরো বাগানটা। সদর দরজা থেকে বাড়ি পর্যন্ত অনেকটা জায়গাজুড়ে বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল গাছে ভর্তি।

সেই বাড়িটার এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। পলেস্তারা খসে পড়েছে। দেওয়াল ভেদ করে বট-অশ্বত্থ ঝুড়ি। জানালায় শিক নেই। দরজার দু’পাশে লাল সিমেন্টের বড় রক ছিল। দু’দিকে ভিন্নমুখী কংক্রিটের সিংহও। এখন একটার মুণ্ডু নেই। অন্যটার একটা পা ভাঙা। কালের নিয়মে, লাল রক-এও দৃষ্টিকটু ফাটল। অথচ একদিন ওই রক-এ বসেই পাড়া শাসন করতেন বদ্যির ঠাম্মা। পড়শিদের চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন।

কলেজে যাতায়াতের পথে রোজ বাড়িটার সামনে সাইকেলের গতি শ্লথ করে দিত জয়দীপ। মোম... বন্ধু বদ্যির খুড়তুতো বোন মোমকে এক পলক দেখার জন্য। স্কুলে পড়ার সময় রাস্তায় পা পড়ত না মেয়েটার। বেথুন স্কুলের নীল বাসে উঠত। বিকেলে এসে নামত দোরগোড়ায়। সোজা বাড়িতে ঢুকে যেত। ঠাম্মার দাপটে চৌধুরী মঞ্জিলে ঢোকার সাহসই পেত না জয়দীপরা।

বদ্যির ঠাকুর্দা মারা গেলেন। সে এক ঝড়জলের দিন। দুর্যোগে শ্মশানঘাটে যাওয়ার লোক নেই। বদ্যির বন্ধুদের ডাক পড়েছিল। দাহ করে সন্ধেবেলায় ফেরার পর চৌধুরী মঞ্জিল থেকে আশ্চর্য ভালো লাগার ঘোর নিয়ে জয়দীপ বেরিয়ে এসেছিল। দরজায় প্রদীপ হাতে ওদের জন্য দাঁড়িয়ে মোম। কান্নার কোনও চিহ্নই ছিল না ওর চোখ-মুখে। বাড়ির ওই শোকের আবহেও আশ্চর্য সুন্দর। পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। আগুন আর লোহা ছুঁইয়ে দিয়েছিল মোম। হাতে নিমপাতা তুলে দিয়েছিল। তারপর দ্বারিকের সন্দেশ। চোখের দেখায় ভালো লাগা, আর দেখার চোখ দিয়ে ভালোবাসা। দুটো কথার মানে যে আলাদা, সেদিনই প্রথম বুঝতে পারে জয়দীপ। মোমের চোখের ভাষাও পড়ার চেষ্টা করেছিল।

...সেই মোম আর বেঁচে নেই। সীতাংশুর বাড়িতে যাওয়ার পথে পার্কের গায়ে গাড়ি দাঁড় করাল জয়দীপ। আগে মন শান্ত করা দরকার। কথাটা ভাবা মাত্র ও সিগারেট ধরাল। মোমের মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই পার্কের এক কোণে জবাহরলাল বলে এক ঝালমুড়িওয়ালা বসত সেইসময়। সন্ধেবেলায় তাকে ঘিরে ভিড় লেগেই থাকত। মোমের সঙ্গে চিঠি দেওয়া-নেওয়া, দৌত্যের কাজটা শুরু করেছিল ওই জবাহরলালই। পাড়ার বাইরে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটিতে। মোম ওখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে। সিনেমা দেখার খুব নেশা ছিল ওর। অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান। ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখত। টিকিটের কথা বলে মোম হুমকি দিত ওকে, ‘জোগাড় করতে না পারলে আমার মরা মুখ দেখবে।’

অসংখ্য স্মৃতির মিছিল। তিন-চার বছর ধরে চলেছিল মোমের সঙ্গে ওর প্রেম পর্ব। সীতাংশু সব জানত। একবার ও বলেওছিল, যে সব মেয়ের হিস্ট্রি ভালো, তাদের জিওগ্রাফি ভালো হয় না। আর যাদের জিওগ্রাফি ভালো, তাদের হিস্ট্রি খুব খারাপ। কথাটা কেন বলত, সেটা আচমকা টের পেয়েছিল জয়দীপ। অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল ও। কলতলায় বাসন মাজার সময়, কাজের মেয়ে সন্ধ্যা কথা বলছিল বৌদির সঙ্গে। হঠাৎ কানে এল, সন্ধ্যা বলছে, ‘চৌধুরীদের বাড়ির মেয়েটা কী ঝগড়ুটে, জানো বৌদি? মাগো, সাতসকালে বাপের সনে বস্তির মতোন ঝগড়া।’

বৌদি জিজ্ঞেস করল, ‘কার কথা বলছিস? ও বাড়িতে তো তিন-চারটে মেয়ে।’

‘কার আবার ... মোম। বিয়ে ঠিক হয়ে গ্যাচে। বাগুইআটির দিকে কোথায় যেন। পাত্তর ব্যবসা করে। কাঁসার বাসনের। না কি খুব সুন্দর দেকতে। একেবারে কার্ত্তিক ঠাকুরের মতোন...’

‘মোম ঝগড়া করছিল কেন?’

‘বিয়ের জিনিস দেওয়া থোওয়া নিয়ে। বাপ বোধহয় কুড়ি ভরি সোনা দেবে, ঠিক করেচে। শুনে মেয়ের কী রাগ। দিদিকে পঁচিশ ভরি সোনা দিয়েচ, আমার বেলায় কম কেন? আমাকে অমুক দিতে হবে, তমুক দিতে হবে। না দিলে বিয়ে তো করবই না, তোমরা আমার মরা মুখ দেখবে।’

বৌদি বলল, ‘বাপের ক্ষমতা আছে, দেবেই বা না কেন?’

‘না গো বৌদি। চৌধুরীদের সেই দিন আর নেই। বুড়ো-বুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকে অবস্থা পড়ে আসচে। ভাগের সংসার, কেউ হাত উপুড় করতে চায় না কো। দিন পনেরো হল ও বাড়িতে কাজে নেগেচি। কোন তরফ মাইনে দেবে এখনও জানিনে।’

‘মেয়ের কথায় বাপ রাজি হল শেষে?’

‘কী আর করবে। হাতের শিরা কাটবে বলে ব্লেড নিয়ে রেডি হয়ে গেসল যে মেয়ে।’

চাপা গলায় বৌদির মন্তব্যটাও জয়দীপের কানে এসেছিল, ‘বেঁচে গিয়েছি। ও মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উঠলে, অশান্তির শেষ থাকত না।’

লেখাপড়া লাটে উঠেছিল জয়দীপের। কয়েকদিন ধরে মোমের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। বাড়ির বাইরেই বেরোচ্ছিল না। যে মেয়ে বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাস না পেলে আমার মরামুখ দেখবে, একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে সে কী করে বিয়ের দেনাপাওনা নিয়ে জেদাজেদি করতে পারে, তা ও কল্পনাতেও আনতে পারেনি। তখন মোবাইল ফোনের চল ছিল না। ল্যান্ডলাইনে প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা মানে আত্মহত্যার সমান। সীতাংশু বলেছিল, ‘দাঁড়া, আমি একবার কথা বলে দেখি।’ চৌধুরী মঞ্জিল থেকে ফিরে এসে ও বলেছিল, ‘কী বলল জানিস? ফিউচারে জয় কী করবে, আমি জানি। ওর যা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্লারিকাল জব ছাড়া আর কিছু জোটাতে পারবে না। আমার জামাইবাবু শিবপুর বিই কলেজের প্রোফেসর। দিদির কাছে আমি হারতে পারব না। জয়কে কেন বিয়ে করব, বলো।’

কয়েকদিন পর বদ্যি এসে হাতজোড় করেছিল। ‘বোনের বিয়েতে তোরা না গেলে পরিবেশন করবে কে বল।’ বুকে পাথর বেঁধে বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল জয়দীপ। ফিরেছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। তখন ক্যাম্পাকোলার যুগ। কাজের ফাঁকে আধ বোতল খেয়ে বাকিটা ফেলে রেখেছিল মোমের মা। অপচয় দেখে মারাত্মক চটে যান মোমের বাবা। কাজের বাড়িতে সবার সামনে মাকে চড় মেরেছিলেন। দৃশ্যটা দেখে ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে ছিল জয়দীপ। সুদখোরের মেয়েকে বিয়ে করতে হয়নি, ভেবে স্বস্তি পেয়েছিল।

গত কুড়ি-বাইশ বছরে মোমের মুখোমুখি হয়নি জয়দীপ। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। এমএসসিতেও। তারপর মিন্ট-এ চাকরি পেয়ে নাসিক চলে যায়। সীতাংশুর মুখে মাঝেমধ্যে খবর পেত মোমের। শেষ খবরটা পেয়েছিল গত বছর কলকাতায় এসে। ‘মোমকে দেখলে এখন চিনতে পারবি না তুই।’ সীতাংশু বলেছিল, ‘সুগারে শুকিয়ে গিয়েছে। একটা পায়ে সাড় নেই। ভালো করে হাঁটতে পারে না। অসংলগ্ন কথা বলে। ক’দিন আগে একটা অন্নপ্রাশন বাড়িতে দেখা হল। আমার কাছে জানতে চাইছিল, তোর বৌ কেমন দেখতে। অথচ তুই যে বিয়ে করিসনি, আগে আমি অন্তত দশবার বলেছি।’

জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হল জয়দীপের। এই মোমই একদিন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বলেছিল, ‘আমাকে একটা বাচ্চা দেবে জয়? আমার পেটে তোমার বাচ্চা হোক, চাই।’ সেই মেয়ে বিয়ের রাতে নির্লজ্জের মতো বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, ‘এ হচ্ছে জয়দা। আমাদের পাড়ার ডন।’ সেই সময় মোমের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছিল ওর। মোমের প্রথম মৃত্যুটা সেদিনই হয়ে গিয়েছিল জয়দীপের চোখে। তখন ওর মনে হয়েছিল, জীবনটা খুব সাজানো গোছানো একটা মিথ্যে। মৃত্যুটা পূর্বনির্ধারিত বেদনাদায়ক সত্যি।

নাহ, মোমের মৃত্যুর খবরটা মনে কোনও দাগ কাটতে দেবে না জয়দীপ। ভবিষ্যতে ওই চৌধুরী মঞ্জিলেই ফ্ল্যাট কিনে ও থাকবে। সিগারেট শেষ করে ফিল্টারের অংশটা ও রাস্তায় ছুড়ে ফেলল। গাড়ি স্টার্ট করে সীতাংশুর বাড়ির দিকে যাওয়ার সময়, ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ভাগ্যিস একদিন আগে ও আসেনি।

তুমি শশী হে

নয়ের পাতার পর

মাইকের সামনে যেতে যেতেই মনে মনে যার লিপের গান নিজের মধ্যে সেই চরিত্রকে স্থাপন করেন। গায়কির মধ্যে সেই চরিত্রের ম্যানারিজম থেকে শুরু করে আরও অনেক জিনিস নিয়ে আসেন। যাতে অভিনয়ের সময় সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ তাঁদের কাজের অনেকটাই গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে গায়ক-গায়িকা করে দিয়েছেন। যে কারণে আমরা যখন পর্দায় সেই গানের দৃশ্য দেখি, তখন গায়ক-গায়িকা আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিল্পীসত্তা মিলেমিশে একাকার।

এই সমস্তের ফলস্বরূপ উত্তমের লিপে মান্না কণ্ঠে যেমন ‘ছদ্মবেশী’র রোমান্টিক কমেডি গান পাই, আবার ‘এন্টনী ফিরিঙ্গী’ ছবির ‘আমি যামিনী তুমি শশী হে’ বা ‘আমি যে জলসাঘরে’র মতো আত্মসংবৃত, স্থিতধী গান পাই। আবার পীযূষ বসু পরিচালিত ‘সন্ন্যাসী রাজা’ ছবির গানের মধ্যে পাওয়া যায় অন্য মান্নাকে। যেখানে উত্তমকুমার সংগীত রসিক দাপুটে জমিদার। ‘কাহারবা নয় দাদরা বাজাও’ বা ‘ভালোবাসার আগুন জ্বালাও’ গানে যখন উত্তম লিপ দিচ্ছেন, সেখানে তাঁর অভিব্যক্তি দেখে কে বলবে যে ওই গানে তিনি লিপ দিচ্ছেন!

উত্তমের বন্ধু গায়ক শ্যামল মিত্র উত্তম অভিনীত বেশ কিছু ছবির সুরকার। যার মধ্যে অন্যতম ‘দেয়া নেয়া’। উত্তমের লিপে আরও বেশ কিছু ছবিতে গান গাইলেও এই ছবিতে শ্যামল মিত্রের গাওয়া ‘গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে’, ‘জীবন খাতার প্রতি পাতায়’ বা ‘আমি চেয়ে চেয়ে দেখি’ বাঙালির অন্তরে চিরস্থায়ী হয়ে বসে গিয়েছে।

সলিল সেন পরিচালিত ‘রাজকুমারী’ (১৯৬৭) ছবিতে রাহুল দেব বর্মনের সুরে উত্তমের লিপের জন্য গাইলেও মূলত উত্তমকুমারের জীবনের শেষ দিকে ছবির গানে প্লে-ব্যাক করেছেন কিশোরকুমার।

উত্তমকুমারের শেষ ছবি সলিল দত্ত পরিচালিত ‘ওগো বধূ সুন্দরী’তে ওঁর চরিত্র রোমান্টিক কমেডি ঘেঁষা। সেখানে বাপি লাহিড়ির সুরে কিশোরকুমারের গাওয়া ‘এই তো জীবন, যাক না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ’ গানে অভিজাত সম্প্রদায়ের একশ্রেণির মানুষের ভিতরে লুকিয়ে থাকা লাম্পট্যকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারপরে মানুষ ওঁকে ‘গুরু’ বলবে না তো কাকে বলবে? সেই ফুটিয়ে তোলার পিছনেও গানের ভূমিকাকে এগিয়ে রাখতে হবে।

উত্তমের লিপে বিশেষত যে চারজন গায়ক গেয়েছেন তাঁদের গান গাওয়ার স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একেবারে আলাদা ঘরানা বলা যায়। কিন্তু তাঁরাও তাঁদের প্রতিভার তরীকে উত্তম উপযুক্ত করে বইয়েছেন। আর তিনিও উত্তমকুমার। পর্বতসম ক্ষমতাসম্পন্ন গায়কদের পৃথক পৃথক সেই গায়কিকে যিনি আত্মস্থ করেছেন। তারপর তাঁর অভিনয় গুণে তিনি এমনভাবে সেইসব গানকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যেন এ আর এমন কী!

প্রশ্ন হল, উত্তমের লিপের গানের চূড়ান্ত সাফল্যের রহস্য কী? এই রহস্যের সমাধানসূত্র হিসেবে প্রথমেই বলি, বাংলার ‘মহানায়ক’এর জন্য সমকালীন শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকারদের কথায়-সুরে চারজন ‘মহান গায়ক’ গান গেয়েছেন। পাশাপাশি আরও একটা বিষয় আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি উত্তমের অসীম ভালোবাসা। সেই প্রসঙ্গে উত্তমকুমার নিজেই বলছেন, “আমার মা হলেন আমার এই শিল্পী জীবনের মূলে মুখ্য উৎস। ভালো গাইতেন তিনি। আমি তাই বোধহয় গানকে ভালোবেসেছিলাম সেই কিশোর বয়স থেকেই।”

অনেকেই হয়তো জানেন না যে সেই সময়ের পরিচিত এক কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতশিক্ষক নিদান ব্যানার্জীর কাছে গান শিখতেন উত্তম। এমনকি তিনি প্লে-ব্যাকও করেছেন। বোঝা যায়, আগাগোড়াই উত্তমের জীবনে গানের সক্রিয় ভূমিকা থেকে গিয়েছে। ফলে সেই মানুষ যখন গানে লিপ দেবেন, তখন কি আর পাঁচজনের মতো শুধুই ঠোঁট নাড়াবেন? তিনি তো নিজেই অস্ফুটে গাইতেন সেসব গান। সেইজন্যই না ‘এন্টনী ফিরিঙ্গী’র গান শুনে মান্নাকে বলেছিলেন, “কী সব গেয়েছেন মান্না দা! গান তুলতে তো আমি হিমসিম খাচ্ছি। সারাদিন কানে আপনার গান নিয়ে ঘুরছি।” এইজন্যই তিনি উত্তম। আমাদের উত্তমকুমার।

আমি, সে ও সখা

নয়ের পাতার পর

হাবভাবে নয়, খোলাখুলি বুঝিয়ে দেওয়া। তোদের দাদার এটা একেবারেই পছন্দ হত না। সরে আসতেন।’

তা হলে তো দাঁড়ায় যে সাবিত্রী খুবই সরল সোজা মানুষ ছিলেন! অত রেখেঢেকে চলতে পারতেন না!

বেণুদি বলেছিলেন, ‘তুমি করতে এসেছ সিনেমা। অতবড় একজন অভিনেত্রী, একটু রয়েসয়ে চলবে না!’

এটা ঠিক, সাবিত্রী আঁচল গুছিয়ে চলার মানুষ ছিলেন না। বাঙাল তো বাঙালই। সোজাসাপটা। সাবিত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর প্রেমের ব্যাপারে। জীবনে ক’টা প্রেম এসেছিল? সাবিত্রীদি অকপটে বলেছিলেন বহু। তবে সবই বিবাহিত। অবিবাহিত কোনও পুরুষ তাঁর কাছে আসেননি। তাই আর বিয়ে করে ওঠা হয়নি। এরপরেই যে প্রশ্নটা আসে তা আর বলে দিতে হয় না। উত্তমকুমারের সঙ্গে প্রেম হয়নি!

সাবিত্রী এর উত্তর যা বলেছিলেন, ‘হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। গল্পগুজব করতেন। খেতেন। দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারে একসঙ্গে ‘শ্যামলী’ নাটক করেছিলাম। রাতে বাড়িতেও নামাতে আসতেন মাঝেমাঝে। একবার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে গুজবও রটেছিল। উত্তমদা নাকি সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে উত্তমদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। বেণু ওকে যৌবনমদে মাতাল করে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে।’ এটা শুনে সুপ্রিয়া প্রথম ধাক্কায় ভেবলে গিয়েছিলেন। পরে হো-হো করে হেসে ফেলেছিলেন। ‘তাহলে তাই!’

উত্তমকুমারের মুখের খবর আমি জানি না। তবে তাঁর চারপাশের অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছিলাম, তা হল উত্তমকুমার তাঁর সাবি বা সাবুকে ভালোবাসতেন পাওয়ারফুল অভিনেত্রী বলে। কলসি হয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে কোমরে দুলতে চাননি।

সাবিত্রীর দেহবল্লরী উত্তমকে হয়তো আকৃষ্ট করেনি। একটা সুন্দর, ঢলঢলে, বাঙালি রূপের নায়িকা। উত্তমকুমারের প্রেমিকা সুপ্রিয়া ছাড়া হতে পারতেন অপর্ণা সেন। একবার উত্তমকুমারকে একা পেয়ে অপর্ণা বলেছিলেন, ‘এই যে আপনি এত ভালো গান করেন। কই একদিনও তো শোনালেন না!’ পৃথিবীর যে কোনও পুরুষ হলে কী করতেন, সঙ্গে সঙ্গে গলা খাঁকারি দিয়ে গান ধরতেন। উত্তমকুমার খানিকক্ষণ অপর্ণার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ‘সেকি আর এমনি-এমনি হয়, তোমায় গান শোনাতে চাঁদনি রাত-টাত অনেক কিছুর দরকার।’

উত্তমকুমারের সঙ্গে একটা ছবিতেই সাবিত্রী-সুপ্রিয়া একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। ‘উত্তরায়ণ’। অগ্রদূতের ছবি। ১৯৬৩ সালে। উত্তমকুমারের ডাবল রোল ছিল। সে ছবি কেমন চলেছিল, জানা নেই। তবে সেই রসায়ন নিশ্চয়ই জমেনি। হলে আরও ছবি হত! চরিত্রর দিক থেকেও সুপ্রিয়া আর সাবিত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। টালিগঞ্জে হেয়ার ড্রেসারের আগমন ঘটিয়েছিলেন সুপ্রিয়া। সাবিত্রী পাতা চুলে বেনুনি দুলিয়েই পাগল করে দিতেন, এমনই সুন্দর। তাই বোধহয় আমে দুধে মেশেনি।

যৌবনমদে মত্ত করে উত্তমকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া এই অভিযোগ ছিল গৌরীদেবীর। সাবিত্রীর মধ্যে কী আছে যে উত্তমকুমার আকৃষ্ট হবে! বলতেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। আর সাবিত্রী বলতেন, মন তাঁকেই দিয়েছিলেন। শরীর সুপ্রিয়াকে।

লড়াই জারি আছে। উত্তমকুমারকে নিয়ে টানাটানি সেদিন ছিল। আজও আছে। ভবিষ্যতে থাকবে কি না জানি না। বাঙালি তো অনেক কিছুই হারাচ্ছে। গৌরব আর কতদিন ধরে রাখবে!

তবে একটা কথা বলা যেতেই পারে, উত্তমকুমার তিলতিল করে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। ওরকম ডেডিকেশন ভাবাই যায় না! কোনও একটা ছবির শুটিংয়ের ফাঁকে কথা প্রসঙ্গে অপর্ণা তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনার এত অনীহা কেন?’ অনীহা মানেটা জানতেন না উত্তমকুমার। বাইরে বেরিয়ে সৌমিত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘হ্যাঁরে পুলু, অনীহা মানে কী?’ তারপরের দিন থেকেই বাংলা অভিধান খুলে বসে পড়েছিলেন। প্রত্যেকদিন সেই অভিধান নিয়ম করে দেখতেন। বাংলা সিনেমার নায়কের চেহারা কথাবার্তায় আন্তর্জাতিক ছাপ দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অন্যতম প্রিয় অভিনেতা ছিলেন পিটার ও’টুল। ‘লরেন্স অফ অ্যারেবিয়া’র হিরো। তাঁর চলনবলনই আকৃষ্ট করেছিল উত্তমকে।

এহেন উত্তমকুমার শাড়ি হয়ে সাবিত্রীর কোমরে আজীবন জড়িয়ে থাকতেন না, এ হলফ করে বলা যায়। তবে কি সুপ্রিয়াই যোগ্য জীবনসঙ্গী? ইতিহাস তো তাই বলছে। সুপ্রিয়া তো সারা জীবন ‘তোমাদের দাদা’কে ধরেই বাঁচতে চেয়েছিলেন।

এবার মুক্তি দিক

নয়ের পাতার পর

এর কারণ বোধহয় তৎকালীন বাঙালি দর্শক তথা পরিচালকদের চাহিদা মেটানোর তাগিদ। অথচ উত্তমকুমারের লেখায় পড়ি, তিনি হলিউড ও ইউরোপের চলচ্চিত্রের একনিষ্ঠ দর্শক ছিলেন। তাই অনেকেই তাঁর অভিনয়ে হলিউডের নায়কদের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। যেমন ক্যারি গ্রান্টের রোমান্টিকতা, হামফ্রে বোগার্টের বুদ্ধিমত্তা, মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানির গীতিময় দুর্বলতা, গ্রেগরি পেকের সুদর্শন অভ্রান্ততা ও গ্যারি কুপারের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ। উত্তমের অভিনয়ে হলিউডের এই নানা অভিনেতার অভিনয়ের প্রভাব যে তাঁকে ঋদ্ধ করেছিল তা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সময়ের চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের ছিল না বলেই উত্তমকুমারকে তাঁরা বাঙালির সমাজের জনপ্রিয় ‘স্টার’-এর গণ্ডির বাইরে এনে দেখতে চেষ্টা করেননি। বরং তাঁকে নিয়ে নানা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির রসালো গল্প, বিবাহিত স্ত্রীকে ছেড়ে বিভিন্ন নায়িকাদের সঙ্গে প্রেম ইত্যাদি নিয়েই মেতে থেকেছেন। স্টার উত্তমকুমারের আড়ালে অভিনেতা উত্তমকুমারকে কেউ সেভাবে খুঁজে দেখার চেষ্টাই করেননি।

আমাদের দেশের নিরিখে উত্তম যে তাঁর সময়ের বাঘা বাঘা অভিনেতাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কয়েকটি হিন্দি ছবির মধ্যে। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব।

অন্তত চোদ্দোটি ছবির নাম করা যায় যেখানে নায়ক হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন গুরু দত্ত, দেব আনন্দ, সুনীল দত্ত, রাজকুমার, সঞ্জীবকুমার, রাজেশ খান্না, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন এমনকি নাসিরুদ্দিন শাহ। এঁদের সকলের অভিনয় দক্ষতায় ভারতীয় চলচ্চিত্র দর্শকের মনে আজও অমর হয়ে আছে এমন চোদ্দোটি ছবি যার চোদ্দোটি চরিত্রকে উত্তম নিজ অভিনয় ক্ষমতার গুণে নিজের দেহপটে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যেমন, ‘সাহেব বিবি অউর গুলাম’ (সাহেব বিবি গোলাম), ‘হাম দোনো’ (উত্তরায়ণ), ‘কালা পানি’ (সবার উপরে), ‘হাম হিন্দুস্তানি’ (বসু পরিবার), ‘লাল পাত্থর’ (লাল পাথর), ‘অঙ্গুর’ (ভ্রান্তিবিলাস), ‘জীবনমৃত্যু’ (জীবনমৃত্যু), ‘চুপকে চুপকে’ (ছদ্মবেশী), ‘কটি পতঙ্গ’ (সূর্যতপা), ‘অমর প্রেম’ (নিশিপদ্ম), ‘অনুরোধ’ (দেয়া নেয়া), ‘অভিমান’ (বিলম্বিত লয়), ‘বেমিসাল’ (আমি সে ও সখা), ‘ইজাজত’ (জতুগৃহ)।

এরপর আর কি কিছু বলার দরকার পড়ে? দরকার যেটা পড়ে তা হল- আজ সময় হয়েছে উত্তমকুমারের ছবিগুলি সংরক্ষণ করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার। তাঁর জন্য অস্কার কমিটির ‘আকাডেমি অফ মোশান পিকচার্সের’ কাছে আর্জি জমা হোক। যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি উত্তমপ্রেমীদের সেটাই হোক একমাত্র দাবি।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

সোয়া রায়চৌধুরী, সপ্তম শ্রেণি, দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল।

পিয়াসা দেব, নবম শ্রেণি, ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল।

ঊর্মি ঘোষ, একাদশ শ্রেণি, গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি।

ধারাবাহিক ইতি মাধবীর ৩৪ নম্বর পর্বে অনিবার্যভাবে রয়েছেন উত্তমকুমার। ‘কে প্রথম কাছে এসেছি’ গানের সঙ্গী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে অজস্র অচেনা উত্তম কাহিনী তুলে ধরেছেন লেখক।

ইতি মাধবী

পর্ব ৩৪

আরও দূরে চলো যাই

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় মাধবীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। নাম তার ডলি। ওর মা ছবিতে অভিনয় করতেন। নাম অপর্ণা দেবী। অনেকেরই চেনার কথা। তিনি উত্তমকুমারের সঙ্গেও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

এই ডলির খুব ইচ্ছে ছিল, মাধবী একদিন উত্তমকুমারের নায়িকা হন। তখন উত্তমকুমারের বেশ নাম ডাক। মাধবী সেদিন কল্পনাও করতে পারতেন না, তিনি উত্তমের নায়িকা হবেন।

এদিকে ডলি তো উত্তমকুমারের খুব ভক্ত। সে নেহাত অভিনয় করতে পারত না। পারলে যেমন করে হোক উত্তমকুমারের সঙ্গে ঠিক অভিনয় করার সুযোগ করে নিত। কিন্তু নিজে করেনি তাতে কী! মাধবীর মধ্যে দিয়ে সে তার মনের বাসনা পূর্ণ করতে চাইত।

মাধবীকে একই কথা দেখা হলেই বলত ডলি। মাধবী উত্তর দিতেন, ‘আরে, উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করিনি তো কী হয়েছে! আমি তো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর নায়িকা হয়েছি! তিনি কী কম?’

ডলি ভানুর কথা শুনে নাক সিঁটকোত। অবজ্ঞাভরে বলত, ‘ভানু...’

এরপর বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন মাধবী। তবু ডলি খুশি নয়। সে বারবার বলত, ‘যেদিন উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করবি, সেদিন বুঝব তুই বড় আর্টিস্ট হয়েছিস!’

কী জ্বালা! তখন মাধবীর একটু আধটু নাম হয়েছে। রাস্তায় বেরোলে লোকজন চিনতে পারছে, তবু ডলির কাছে সেসবের কোনও দাম নেই।

শেষপর্যন্ত একদিন সুযোগ এল। যেন জন্ম জন্ম অপেক্ষার পর রাজার চিঠি এল। একদিন একটা ফোন এল। একটি প্রোডাকশন হাউসের ফোন। তারা ‘শঙ্খবেলা’ ছবির জন্য মাধবীকে উত্তমকুমারের বিপরীতে নির্বাচন করেছেন।

খবরটা শোনার পর স্বাভাবিক নিয়মেই খুব আনন্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু একটা গভীর মেঘের ছায়া এসে পড়ল মাধবীর মুখে।

মনে পড়ে গেল ডলির কথা। ডলি তো এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। আজ সে থাকলে কতই না খুশি হত। মাধবীকে জড়িয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশা করত। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে ডলি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে অকস্মাৎ।

মাধবী এত বড় একটা খবরে আনন্দ করতে পারলেন না। বারবার ডলির হাসি ঝলমলে মুখখানা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। মনে মনে বললেন, ‘ডলি তুই মন থেকে আমার জন্য যা চেয়েছিলি, তা আমি পেলাম। কিন্তু তুই দেখে যেতে পারলি না।’

উত্তমকুমারের সঙ্গে মাধবী পরপর অনেকগুলো কাজ করেছেন। তাঁর পরিচালনায় ‘বনপলাশির পদাবলী’ ছবিতেও অভিনয় করেছেন। যত কাজ করেছেন, তত তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, ততই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন।

প্রথম দিকে মাধবীকে দেখলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। মাধবীর খুবই অস্বস্তি হত, কিন্তু উত্তমকুমার উঠে দাঁড়াবেনই। তাঁর মধ্যে এমন বিরল এক ভদ্রতাবোধ ছিল, যা বারবার মুগ্ধ করেছে মাধবীকে। শুধু যে উঠেই দাঁড়াতেন তা নয়, মাধবীকে তিনি নাম ধরেও ডাকতেন না। দেখা হলে ‘ম্যাডাম’ বলে ডাকতেন। প্রথম প্রথম মাধবী মৃদু আপত্তি করতেন। পরের দিকে রীতিমতো রাগ করে বলতেন, ‘আমাদের নামগুলো দেওয়া হয়েছে তো ডাকার জন্যই। একসঙ্গে কাজ করিতো। ম্যাডাম বলে ডাকলে বড় অস্বস্তি হয়।’

মাধবীর স্মৃতি বলে, ‘আমার কথার উত্তরে উত্তমকুমার সেদিন কিছু বলেননি। আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন কি না তাও বুঝতে পারিনি। তবে ধীরে ধীরে কখন যেন তাঁর কাছে আমি মাধবী থেকে মাধু হয়ে গেলাম। দিনে দিনে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। সেই বন্ধুত্ব গভীর হয়েছে। তাঁর কষ্টে আমি কষ্ট পেয়েছি, তাঁর সুখে সুখী হয়েছি। একটু একটু করে বুঝতে পেরেছি আমার অনেক পরিচিতর মধ্যে তিনি ক্রমশ বিশেষ হয়ে উঠছেন।’

একটা দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে চাপা পড়ে আছে কত চোখের জল, কত সুখের মুহূর্ত। জীবন তো এমনই। সুখ-দুঃখের রংবেরঙের সুতোয় সেলাই করা একটা লম্বা কাঁথা! মনে পড়ছে মাধবীর বিয়ের দিনের কথা। আগেই লিখেছি, দশ হাজার লোক নিমন্ত্রিত ছিলেন এই বিয়েতে। রীতিমতো রাজসূয় যজ্ঞ! বালিগঞ্জে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে ম্যারাপ বেঁধে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। অথচ এত বড় একটা যজ্ঞ সামলানোর মতো লোকের অভাব ছিল তাঁদের। কে যে এত লোককে আপ্যায়ন করবে, তাদের কোনও ত্রুটি হচ্ছে কি না খোঁজখবর নেবে, সেসব ভেবে ভেবে তাঁরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। কত দিকে খেয়াল রাখবেন মাধবী একা!

প্রথম দিকে মাধবীকে দেখলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। মাধবীর খুবই অস্বস্তি হত, কিন্তু উত্তমকুমার উঠে দাঁড়াবেনই। তাঁর মধ্যে এমন বিরল এক ভদ্রতাবোধ ছিল, যা বারবার মুগ্ধ করেছে মাধবীকে। শুধু যে উঠেই দাঁড়াতেন তা নয়, মাধবীকে তিনি নাম ধরেও ডাকতেন না। দেখা হলে ‘ম্যাডাম’ বলে ডাকতেন।

মা আর দিদি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এত বড় কাজ সামাল দেওয়ার জন্য আরও লোকের প্রয়োজন। এমনকি জলের ব্যবস্থা করতে বিয়ের কনে মাধবীকে যে বিয়ের দিন সকালবেলা কর্পোরেশনের অফিসে যেতে হয়েছিল, তাও তো আমাদের জানা!

মাধবীর বিয়ের তিন-চারদিন আগে একদিন হঠাৎ উত্তম মাধবীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সব আয়োজন ঠিকঠাক চলছে?’

মাধবী বললেন, ‘এতদিন শুটিং-এর চাপে সময় দিতে পারিনি। কাল থেকে ছুটি পেয়েছি। কাল থেকে সব সামলে নেব।’ তারপরেও উত্তমকুমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন, কী হচ্ছে না হচ্ছে! তখন মাধবীর তাঁকে একজন সহকর্মী বা বন্ধু মনে হচ্ছিল না, যেন একজন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে কথা বলছেন। এক মুহূর্তে তিনি যেন বন্ধু থেকে পরিবারের একজন অভিভাবক, একজন সুহৃদ হয়ে উঠলেন সেদিন। আরও তো কত বন্ধু ছিল চারপাশে, তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠজনেরও তো অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ক'জনই বা এমন দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছে!

মাধবীর বিয়ের দিন সকালেই তাঁর বিয়ের জন্য ঠিক করা সুইনহো স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িটিতে উত্তমকুমার এসে হাজির। এসেই হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করলেন। কোথায় কী হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে সব তাঁর জানা চাই। আসলে বুঝে নিতে চাইছিলেন কোথাও কোনও ফাঁকফোকর আছে কি না! মাধবীকে বললেন, ‘কী কন্যে! ভয়টয় লাগছে নাকি!’ মাধবী নানা কারণেই সেদিন একটু চুপচাপ ছিলেন। মনখারাপও ছিল তাঁর আর পাঁচটা মেয়ের মতোই। হাজার হোক এতদিনের অভ্যেস ছেড়ে, নিজের চিরচেনা ঘর ছেড়ে, কাছের লোকদের ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা মানসিক ধাক্কা তো আর কম নয়! মাধবীকে দেখে তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে একটুও সময় লাগেনি উত্তমের। তাই প্রথমেই ওই মোক্ষম প্রশ্নটি করেছিলেন।

মাধবী নতমুখে বলেছিলেন, ‘না তো।’

তখন উত্তমের মুখে সেই মারকাটারি হাসি! বললেন, ‘তাহলে মুখখানা অমন রামগরুড়ের ছানা হয়ে আছে কেন?’

এই প্রশ্নের উত্তর মাধবীর কাছে নেই। তিনি চুপ রইলেন। আসন্ন বিদায়ের সুর বাজছিল তাঁর মনে তখন। উত্তম বুঝতে পারছিলেন এইদিন মেয়েদের মনের অবস্থা কী হয়! সেইভাবেই ভরসা দিচ্ছিলেন মাধবীকে। সারাটা দিন থাকার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। তিনি তখন ব্যস্ততম নায়ক। একটা দিনও ফাঁক নেই। সেদিনও তাঁর শুটিং ছিল। তার মধ্যেও অতটা সময় বের করে এসেছেন, তদারকি করেছেন।

যাওয়ার সময় বললেন, ‘আমি তো বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি। তাই এখন এদিকে খোঁজখবর নিয়ে গেলাম। এখন চললাম শুটিংয়ে। ওখান থেকে সন্ধেবেলা যাব তোমার বরের কাছে। বর নিয়ে তোমার কাছে আসব। আমি তো ওদের বাড়ির বরকর্তা।’

মাধবী বলছিলেন, ‘শুটিং শেষে উত্তমকুমার নির্মলকে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বরকর্তার দায়িত্ব পালন করলেন ঠিক। তারপর বাড়ি গিয়ে সেজেগুজে সুপ্রিয়াদেবীকে নিয়ে আবার এলেন। হইহই গানগল্পে বাসরঘর মাতিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলেন।’

বৌভাতের দিনটিতেও তাঁদের উপস্থিতি বাদ পড়ল না। মাধবীর বৌভাতে উত্তমকুমার দিলেন মাধবীকে একটা সবুজ বেনারসি আর সুপ্রিয়াদেবী নির্মলকুমারকে দিলেন একটা সোনার বোতাম।

ছবির কাজে মাধবী যখনই উত্তমের সঙ্গে বাইরে গিয়েছেন, তখনই লক্ষ্য করেছেন উত্তমকুমার তাঁর সুবিধে অসুবিধের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মাধবী তাঁর বিয়ের পরপরই ছিন্নপত্র ছবির শুটিংয়ের জন্য লখনউ গেলেন। সেখানে উত্তম-সুপ্রিয়ার থাকার জন্য একটা সুইট আর মাধবীর থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল সিঙ্গল রুমের। উত্তম এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। অথচ যাঁরা ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের কিছু বলতেও পারছেন না। তখন তিনি সুপ্রিয়াদেবীকে বললেন, ‘বেণু মাধুকে আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে বলো। মাধুকে ওইভাবে একা থাকতে হবে না।’

সুপ্রিয়া অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু মাধবী কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। তখন উত্তম মাঝামাঝি একটা রফা করলেন। ঠিক হল শুটিং না থাকলে মাধবী সারাদিন তাঁদের ঘরে থাকবেন, শুধু রাতে নিজের ঘরে শুতে যাবেন।

এদিকে মাধবী বরাবর একা থাকতে ভালোবাসেন। এই ব্যবস্থা তাঁর পছন্দ হল না। সুপ্রিয়াকে আলাদা করে জানালেন সেকথা। সুপ্রিয়া সোজা হাত তুলে দিয়ে বললেন, ‘তুই তোর দাদার সঙ্গে বুঝে নে। আমাকে এর মধ্যে জড়াস না।’ মাধবীর সাহস হল না আর কথা বাড়ানোর। অগত্যা উত্তমের তৈরি করা নিয়মই বহাল রইল।

যেদিন যেদিন শুটিং থাকত না, সেইসব দিন উত্তম আর সুপ্রিয়ার আদর একরকম অত্যাচারে পৌঁছে যেত। সুপ্রিয়া তো এমনিতেই খাওয়াতে ভালোবাসতেন, তার ওপর উত্তমকুমার সমানে নির্দেশ দিয়ে যেতেন, ‘মাধুকে আর একটু ফলের রস দাও।’ কিংবা ‘মাধুর পাতে আর একটা মাছ দাও।’

খেতে খেতে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ার জোগাড় মাধবীর।

একদিন দিনের বেলা শুটিং ছিল না। সেই অবসরে ঠিক হল, সুপ্রিয়া আর মাধবী ভুলভুলাইয়া দেখতে যাবেন। সেখানকার গা ছমছমে পরিবেশের কথা আজও মনে পড়ে মাধবীর। সেই স্মৃতি জড়িয়ে আছে ছিন্নপত্র ছবির শুটিংয়ের সঙ্গে।

মাধবীর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি আগে লখনউ ছাড়লেন। উত্তম-সুপ্রিয়া আরও কয়েকদিন পরে ফিরলেন। ওখানে একদিন সুপ্রিয়ার জন্য শাড়ি কিনতে গিয়ে মাধবীর জন্যও একটা চিকনের শাড়ি কিনে আনলেন। সুপ্রিয়াকে বলেছিলেন ‘ও বেচারি তো কিছুই কিনতে পারল না। ফিরে গিয়ে শাড়িটা ওকে দিও।’

উত্তমকুমার কতবড় অভিনেতা তা সবাই জানেন। কিন্তু উনি যে কতবড় মানুষ, কত হৃদয়বান তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সেইজন্যই মাধবী বিশেষ করে তাঁর এই অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করে নিতে চান।

এমনিতে উত্তম নিয়মিত মদ্যপান করতেন। মাধবী আবার একেবারেই মদ খাওয়া পছন্দ করতেন না। একথা উত্তম জানতেন বলেই মাধবীর সামনে কখনও মদ ছুঁতেন না। আউটডোরে গেলেও যে শুটিংয়ে মাধবী থাকতেন, সেসব জায়গায় মদ খেতেন না উত্তম। এতে বরং মাধবীর অস্বস্তি হত। অনেকবার বলেছেন, ‘আমার জন্য আপনি যদি আপনার অভ্যেস বিসর্জন দেন তাহলে তো আমার খারাপ লাগে।’ আবার একথাও বলতে ভোলেননি, ‘অবশ্য আপনি যা করছেন তা আপনার শরীরের জন্য খুবই ভালো। সেইজন্য খুব একটা অপরাধ বোধ হচ্ছে না আমার।’

উত্তমকুমারের মুখে তখন সেই বিখ্যাত খুনখারাবি হাসিটা ঝুলে থাকত।

শঙ্খবেলার শুটিং হয়েছিল ম্যাসাঞ্জোরে। বহু আলোচিত ‘কে প্রথম কাছে এসেছি’ গানটির দৃশ্যায়ন হবে। মাধবীর মুখে শোনা হল সেই গানের দৃশ্যায়নের গল্প। গানটির অনেকটা অংশ ডামিকে দিয়ে করানো হয়। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা অভিনয় করছেন, তাঁদের চেহারার সঙ্গে মিল থাকতে হয়। মাস্টার ক্লোজ ভাগ ভাগ করে, সাজেশন প্রেফারেন্স দিয়ে সাধারণত শট টেকিং হয়।

ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ওপরে খুব সুন্দর একটা বাংলোয় মাধবীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। একটা ঘরে সুপ্রিয়া-উত্তম আর সোমা। অন্য ঘরে মাধবী। ‘সোমা তখন এতটুকু একটা বাচ্চা। আমাদের পরিচালক সরোজ দেও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। রোজ সকালে উত্তম-সুপ্রিয়া মর্নিং ওয়াকে যেতেন। সোমা ঘরে একা ঘুমোত। আমার দায়িত্ব ছিল সোমাকে জলখাবার খাওয়ানোর।’ বলছিলেন তিনি।

এভাবেই ক্রমশ উত্তমের পারিবারিক বৃত্তে ঢুকে পড়েছিলেন মাধবী। তাঁর স্মৃতি নিখুঁত ‘সেইসময় সুরকার সুধীন দাশগুপ্তও সেখানে ছিলেন। তিনি নিজে রিহার্সাল করে গান তুলিয়ে দিতেন। সেইজন্যই গানগুলো অত হিট হয়েছিল। সব মিলে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হয়ে আছে শঙ্খবেলার শুটিং, যা আজও মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করে।’

তোপচাঁচি ছিল উত্তমকুমারের আর একটি প্রিয় জায়গা। ‘অগ্নিশ্বর’ ছবির শুটিং হয়েছিল সেখানে। পরিচালক ছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সকলের কাছে যিনি ঢুলুদা নামে বেশি পরিচিত। লেখক বনফুলের ভাই, এই ঢুলুদার অনেক মজার গল্প আছে।

একবার ওঁর বিখ্যাত দাদা তাঁকে রবি ঠাকুরের কাছে আলাপ করাতে নিয়ে গেলেন। পরিচয় করালেন, ‘আমার ছোট ভাই।’ রবি ঠাকুর নাম জানতে চাইলেন। অরবিন্দ খুব চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘আমার নাম কানাই।’ রবি ঠাকুর চমকে বলে উঠেছিলেন, ‘ও বাবা! এ যে দেখছি সানাই!’

শুটিং শেষ হলে সবাই মিলে কত রকমের যে গল্প হত। গল্পে গল্পে সারাদিনের ক্লান্তি একেবারে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেত।

অগ্নিশ্বরে প্রথম দিনের শুটিং করতে গিয়ে সে এক বিপত্তি। মেকআপ রুমে নিজের কিট খুঁজতে গিয়ে মাধবী দেখলেন, তিনি তাঁর সাজের জিনিস কলকাতায় ফেলে চলে এসেছেন। সুপ্রিয়া বললেন, ‘তুই আমারটা নে।’

তাঁর মেকআপ বক্স খুলে তো মাধবী হতভম্ব। আর্ধেক জিনিসের নামই জানেন না। কোনওরকমে ম্যানেজ করলেন। আসলে কেউই কারও মেকআপ কিট অন্যকে ব্যবহার করতে দিতেন না। সেখানে সুপ্রিয়া এককথায় তাঁর নিজের অত্যন্ত প্রাইভেট জিনিস একজন সহ অভিনেত্রীকে দিয়ে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে কত লোক কত কথা বলে, কিন্তু এই সহৃদয়তার কথা কখনও ভুলতে পারেন না মাধবী। ছোটখাটো অনেক ব্যাপারে একজন মানুষকে চেনা যায়। মাধবীও অনেক কাছ থেকে দেখেছেন এই দুজন মানুষকে এবং বারবার শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছেন।

অগ্নিশ্বর ছবির শুটিংয়ে তো সুপ্রিয়া নিজে রান্না করে খাইয়েছেন সবাইকে। আসলে উত্তমের আবদার ছিল সুপ্রিয়াকে রান্না করতে হবে। তাঁর হাতের রান্না ছাড়া তাঁর খেতে অসুবিধে হত। কতটা ভালোবাসলে সারাদিন শুটিংয়ের পর এইভাবে দিনের পর দিন রান্না করে খাওয়ানো সম্ভব, ভাবলে চোখে জল আসে।

উত্তমের সঙ্গে ছদ্মবেশী ছবির শুটিংয়ের গল্প আরও মজার। একটা আশ্চর্য ব্যাপার, আজও মাধবীর ফোনে ছদ্মবেশী ছবির বিখ্যাত গানের রিংটোন বাজে, ‘আরও দূরে চলো যাই...’।

সত্যজিতের চারুলতা ছবি তাঁকে এক আকাশছোঁয়া সম্মান এনে দিয়েছে। সেই ছবির গান রবি ঠাকুরের। তাঁর প্রাণের মানুষ রবি ঠাকুর। ঘুম থেকে উঠে যাঁর মুখ দেখা তাঁর প্রথম কাজ এবং চারুলতা সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা। এতগুলো ফ্যাক্টর থাকতেও মাধবীর রিংটোনে ছদ্মবেশী?’ আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না।

ছদ্মবেশী ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার স্মৃতি। বিকাশ রায়, জহর রায়, অনুভা গুপ্তার সঙ্গে মাধবী-উত্তম-সুপ্রিয়া আছেন। এলাহাবাদে আউটডোর। মাধবী আর অনুভার এক ঘরে থাকার ব্যবস্থা। জহর মাঝে মাঝেই মাধবীদের ঘরে চলে আসতেন। এরকমই একদিন মাধবীদের ঘরে এসে পুরো ঘরটা ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করলেন, সেই ঘরে দুটো ফুটো আছে। পাশের ঘরে উত্তম-সুপ্রিয়া। জহর ওই ফুটো দিয়ে চোখ রেখে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলেন, ‘এই উতো, উতো কোথায় গেলি? উতো...?’

মাধবীরা জহরকে টেনে সরাতে পারেন না। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁর মুখে জোর করে পান ঠুসে দিয়ে তাঁর চিৎকার থামানো হয়। উত্তমের ঘর থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসেনি। মাধবীরা ধরেই নেন, তাঁরা শোনেননি। তবে পরে জেনেছিলেন তাঁরা সবই শুনেছিলেন!

দুষ্টুমিতে মাধবীরাও অবশ্য কম যাননি। ছাদে উঠে স্কাই উইন্ডো দিয়ে উত্তম-সুপ্রিয়ার ঘর দেখতে পেয়ে তাঁরা ছাদ ভর্তি নয়নতারা ফুল সেই ঘরে ছুঁড়ে দিতেন। মুখে বলতেন, ‘সুপ্রিয়া, তোমার পতিসেবায় তুষ্ট হয়ে ভগবান তোমাকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন।’

মাধবীর মতে, খুবই বড় মনের মানুষ ছিলেন উত্তম। রাজনীতির অলিগলি তাঁর জানা ছিল না। খরায় বন্যায় সবসময় তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভিক্ষের ঝুলি হাতে পথে বেরিয়েছেন। এমনও হয়েছে, তিনি চেয়েছেন বলেই কত মেয়ে গা থেকে সোনার গয়না খুলে দিয়েছেন।

মানুষমাত্রেই দোষত্রুটি থাকবে। উত্তমও একজন মানুষ। তাঁর সব দিক হয়তো সঠিক নয়। তাঁরও অনেক অন্ধকার দিক ছিল। তবে তাঁর চরিত্রে আলোর ঔজ্জ্বল্য এত বেশি যে সেই অন্ধকার ঢাকা পড়ে যায় সহজেই।

অনেকের আক্ষেপ, উত্তম আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু দিতে পারতেন এই পৃথিবীকে। মাধবীর এ ব্যাপারে অন্য মত। তাঁর মনে হয়, ঠিক সময়েই হয়তো তাঁকে ভগবান থামিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্যই তিনি মানুষের মনে অমর হয়ে আছেন।

মাধবী নিজের মুখে না বললেও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন নানা কথার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, তিনি তাঁর কাজের সময়টা, যে সময়ে একের পর এক হিট কমার্সিয়াল ছবি করে যাচ্ছেন, সেই সময়টাকে জড়িয়ে বেঁচে থাকতে চান। হয়তো সেইজন্যই তাঁর ফোনে ‘আরও দূরে চলো যাই...’ আজও বাজে...বেজেই চলে। গান বদলের ইচ্ছে হয় না মাধবীর। তাঁর অনুরাগীরাও নিশ্চয়ই গুনগুন করেন, ‘মন নিয়ে কাছাকাছি, তুমি আছ, আমি আছি ...।’

(ক্রমশ)

পাহাড়ে বৃষ্টি

শ্রাবণ চলে এল আবার। কত কবিতার, কত গানের শ্রাবণ। এই সময়টা পাহাড় একেবারে অন্যরকম চেহারা নেয়। বৃষ্টির পাহাড় কারও অসম্ভব ভালো লাগে, কারও ঘরবন্দি থেকে ভালো লাগে না। আজকের সাতটি কবিতা সব পাহাড়ে বৃষ্টিকে মনে রেখে। পাহাড়ি বৃষ্টির সপ্তপর্ণী। কবিতার সঙ্গে এই পাতায় থাকল দুটি গদ্য, যা বৃষ্টি ও পাহাড়ের যুগলবন্দি। প্রবীণ ও নবীন লেখকের যুগলবন্দি। একটি বর্ষার সময় দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়কে মনে রেখে, একটিতে ফুটে ওঠে বর্ষায় জয়ন্তী পাহাড়ের রূপ।

ম্যালে বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে

মঞ্জুভাষ মিত্র

ম্যালে বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে, রিমঝিম বারিপাত
বুকের ভিতর শুনি ওই বাজে বর্ষাসুন্দরীর নূপুর আঘাত
ওইখানে ক্যাভেন্টার্স, কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপমূর্তি দেখি রৌদ্রদিনে
ওইখানে ক্যাপিটল দেখিয়াছি চলচ্চিত্র, মিথুন ও মীনে
মিলেমিশে গেছে, হায়, তারে ভোলা তো গেল না কিছুতে
পাহাড়িয়া পথ বেয়ে আমি নামি নীচু থেকে অনেক নীচুতে
অথবা উপরে উঠি অক্সফোর্ড, আর্কেডের গায়
রঙিন বইয়ের স্তূপ মদির গণিকাসম ইঙ্গিত জানায়
পাশে আছে সুরার বিপণি- রাম ও হুইস্কি ব্র্যান্ডির ফোয়ারা
তাহারা কোথায় আজ পান করে অত্যন্ত বিহ্বল হেসেছিল যারা
নীচে খাদ বীণার তানের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে যায়
ঢালু পথে নামি মুখে হ্যাম ও সালামি চিজের আস্বাদ
রূপসী পাহাড়ে সংবাদ বাদল হল বিনির্মাণে বাদল সংবাদ
আমি আরও নীচে নামি, মোহময়ী কনভেন্ট রোড ফোটে ক্যামেলিয়া
নামান্তরে হরিদাস হাট্টা; ওই পথ দিয়ে গিয়েছে আমার প্রিয়া
শীতভূমে তাহার প্রার্থিত পরবাসে স্মরণাতুর গৃহবাসে
দূরে দেখা যায় হ্যাপি ভ্যালি চা বাগান অরেঞ্জ পিকোর গন্ধ আসে
হেঁটে হেঁটে চলে যাই গভর্নমেন্ট কলেজের রাস্তাটির কাছে
চকবাজারে এসেছি, গোলঘরে আলুপরোটার থালা আছে
তার স্বাদ নিই, নেপালি মেয়ের ফলের দোকান স্কোয়াশ স্ট্রবেরি
বাদলের দিনে মনে পড়ে গোলাপের ফুটবার নাই আর দেরি
পাপড়ি মেলবে তার মিলনবিহ্বল প্রেমিকের কোমল মিনতিতে
আমি কি পারব পাহাড়িয়া দিনে নগ্ন বৃষ্টিগান কান ভরে নিতে?

মেঘলা পাহাড়-জোড়া ছাঁদনাতলা

বিজয় দে

১
"ধুস, এ যেন পাহাড়ের বৃষ্টি, আর পারা যাচ্ছে না
ছাতা খুলব? নাকি ছাতা বন্ধ করব?''
মন, তোমাকে কিন্তু এখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে
বাঃ রিকশাটি তো খাসা...বৃষ্টি ভালোই পড়ছে, হুড নামাও
হুড নামাও...আহা,পর্দা নামালেই এ হচ্ছে একমাত্র
সংক্ষিপ্ত কিন্তু দীর্ঘতম ঘরোয়া প্রেম-কুটির...
"এই রিকশাভাই, চালাও পানসি, তিনধারিয়া যাবে?
তুমি এখন আমাদের পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলো"
২
রিঙ্ক-সিনেমা নাকি ক্যাপিটল-হল?
বাতাসিয়া নাকি রংমহল
জলাপাহাড় নাকি লেবংয়ের দিকে...

আঃ বৃষ্টি নেমে গেল, এখন এই জল-ভরা ছাতা মাথায় নিয়ে
কোথাও কি যাওয়া যায়?... না আর ভাল্লাগছেনা...চলো চলো
হোটেলে ফিরে যাই...

কাচের জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখি, জল-চোঁয়ানো কার্নিশ
ছপছপে ছাদ-বারান্দা-ব্যালকনি... আর ঝাপসা কাঞ্চনজঙ্ঘা...
চলো, গায়ে গা-লাগানো শীত দেখি...
যারা ঘরের বাইরে থাকে, তারা একরকমের স্বাধীন
আর যারা ঘরে থাকে, বৃষ্টি শুরু হলে পরাধীন পরাধীন
তবু তাদের মনের ভেতর মেঘলা ছাঁদনাতলায়
মনের বিবাহ শুরু হয়ে যায়
৩
বৃষ্টি শুরু হলে অজস্র তিস্তা
আর তিস্তা শেষ হলে সহস্র বৃষ্টি

টিনের চালের ওপরে বড় বড় জলের ফোঁটা...
জলের ফোঁটার শব্দ যেন এরকম... গাঙতক গাঙতক...
মনে হচ্ছে পাহাড় ছেড়ে আর বেরোতে পারব না।

রাস্তার পাশে ঘুপচি চায়ের দোকান। চা খাচ্ছি। দোকানের নেপালি
যুবক, ভাঙা গলায় অনেক দিনের পুরোনো, ভাবা যায় না
কিশোরকুমারের একটা বাংলা গান গাইছে "কারও কেউ নয়কো আমি
কেউ আমার নয়, কোনও নাম নেইকো আমার শোনো মহাশয়"
গান শেষ হলো। আমি চায়ের কাপটি টেবিলে রেখে বললাম
"দাজু, চিয়া রামরো ছ"
আসলে আমি তো গানের প্রশংসাই করলাম...
যুবকের মুখে গোটা পাহাড়ের হাসি ফুটে উঠল
বুঝলাম, আগামীকাল রোদ্দুর উঠবেই...

পাহাড় দেখানো হল না

শ্যামলকান্তি দাশ

সুউচ্চ পাহাড় দেখাব বলেই তো
নাচতে নাচতে এখানে আসা।
কে জানত পাহাড়চূড়ায় এত আতঙ্ক জমা হয়ে আছে!
এমন গোপন আর হুলুস্থুল বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যাব,
আমরা কি জানতাম!

কী আফসোস, সত্যিকারের পাহাড় দেখানো
হল না, দেখানো হল না ময়ূর।
বৃষ্টির তলায় চাপা পড়ে গেছে ছান্দু শেরপার বাড়ি,
দেখানো হল না ইয়েতি, ছোট বরফ বড় বরফ,
পাহাড়ের গুহা সুড়ঙ্গ ফাটল কিচ্ছু, দেখানো হল না।
একটা মাখো মাখো পুরাতনী গাইছিলাম তোমার জন্য,
অঝোর বৃষ্টিতে চুপ্পুস হয়ে গেল।

আফসোস নিয়েই চলো ঘরে যাই,
বিবাহ উদযাপন করি।
ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলো আমরা জ্যান্ত ও টগবগে
মেঘ রচনা করি, বর্ষার ফুল ফোটাই।

পাহাড় বিষয়ে আমি যা জানি

সেবন্তী ঘোষ

১
ভোরে ওঠে গুম্ফার পেছনে যে পতাকা দেখো
ঠিক তেমনি শান্ত কাঞ্চনজঙ্ঘায় মোহিত
সেই অবন ঠাকুর থেকে হালের হাঁ করা যুবা
পাথরে নাছোড় জোঁকের মতো আটকে থাকে অতীতের রং
সভ্যতার পিচ খুবলে উঠে জনজোয়ার ভাসিয়ে দেয় যে স্পন্দন
সোনার ডিমের মতো অপরূপ সূর্যোদয় দেখে আর
উড়ন্ত হাঁসটিকে একেবারে কেটেকুটে খেয়ে নেবে ভাবে!
তবুও ওই প্রখর নালার পাশে ভুঁইয়ের তারার মতো ফুল
পাহাড়ের গায়ে ইতিউতি ঝাঁটা গাছ, অযুত পুষ্প লতা
সমস্ত আকাশজুড়ে সন্ধ্যার চাঁদোয়া যেন জোনাকি হয়ে নেমে আসে
সুগন্ধি বাতাসে কাঁচা পাতার কষ গন্ধে ,
সাহেবের পরিত্যক্ত বারান্দায়
বুনো হয়ে যাওয়া মুরগির দল পোকা খুঁটে খায়।
এই সব প্রকৃত দৃশ্যের পাশে
মুহূর্তে সব তেতো বিষ বাঁকা কথাগুলি গলে জল
খাঁটি প্রেমিকের মতো শুধু বর্ষায়
ভরে ওঠে, উপচায়, ভেসে নিয়ে যায়
২
ম্যাগ্নোলিয়ার প্রাচীন পাতাটি এই এলাকার বুড়ি ঠাকুমা
বিলীয়মান অরণ্যের পরগাছা যেন শ্মশ্রুমণ্ডিত সৈন্যদল
ক্ষীণ আসা বসন্তের ফুল যাদের
ফেলে আসা বউ ছেলে মেয়ের কথা মনে করায়
সাদা কারসন রিপ অর্কিডে লেগে থাকে
কার্সিয়াং বলে একদা গ্রামের কথা
বাঘ পাহাড় থেকে সূর্যোদয়ের পরম্পরা ভেঙে
আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা বিউটি স্পট
যেন সত্তরের বলিউড সুন্দরীর
হাতে আঁকা তিলটি মুছে ইদানীং সিলিকন ভ্যালি!
তুমি এই অনিবার্য বদলের নীরব দর্শক
দেখো দল আসে, দল যায়
ব্যাঙের সংসার, দৈব কৃপায় বেঁচে থাকে, অন্ধ গরিমায়!

টুরিস্ট

শ্যামলী সেনগুপ্ত

মার্শালের মতো নেমে আসছে ফোঁটায় ফোঁটায়
সম্পৃক্ত প্রত্যয়ী
মেপে মেপে মনটেন বন ছুঁয়ে
লেফট রাইট, লেফট রাইট
ভেসে যাওয়া মেঘকে বিদায়ি হাত নেড়ে
গম্ভীর অথচ দরদিয়া গান হয়ে
ভিজিয়ে দিচ্ছে সরলবর্গীয় পাতা
পাইন-কোন আর হেয়ারপিন বেন্ড
জঙ্গল থেকে জোঁকেরা ছিটকে ওঠার আগেই
অরোগ্র্যাফিক মেঘ আশ্রয় নিয়েছে
লাভার বৌদ্ধগুম্ফার উপরে

বৃদ্ধের নাম জানা হয়নি
কথা বলেনি সে
শুধু একবার তাকিয়ে মাথা নামায়
মন দিয়ে পাথর বাঁধছে, খণ্ড খণ্ড পাথর
বেঁধে রাখতে হয় পাহাড়ের গায়ে
আবাল্য সে এটাই জানে
শিশুপাঠের শুরু তার পাথরকাটা দিয়ে
বর্ষা এলে পাহাড় বাঁধতে যায়
সেও এক মার্শাল...লেফট রাইট, লেফট রাইট

অ্যাবাউট টার্ন বলতেই ঢল নামে
পাহাড়ের শরীর উথলে
ফুঁসে ওঠা টাঁড়বারোর মতো
কালজানি মূর্তি জলঢাকার পাড় ভেঙে
জল ঢুকে পড়ছে রান্নাঘরে

পাহাড়ের গায়ে হেলান দেওয়া শহরে
তখন ডিমভরা ইলিশের গায়েহলুদ
মুগ-মশুর-গোবিন্দভোগ চালের বর্ণময় রূপান্তর
সান্ধ্যকালীন চিকেন স্যুপে চুমুক দিতে দিতে
জেনে নিচ্ছে শহর পাহাড়ি-ধসের খবর
জেনে নিচ্ছে ঠিক কদ্দিন লাগবে
পাহাড় বাঁধতে...

শহরের হাতে এখন টুরিস্ট
গরম মোমোয় কামড় দিয়ে
তারা ঘ্যানর ঘ্যানর করে
জ্যোৎস্নাগ্রামে যাবার বড্ড তাড়া
পাইন পাতায় ঝুলে থাকা মেঘের গল্প শুনছে ওরা
জোছনাগ্রাম থেকে রাতের কালিবং দেখবে বলে
গুছিয়ে নিচ্ছে রেনকোট ছাতা আর আদেখলেপনা।

পাহাড়ে শ্রাবণ

সব্যসাচী সরকার

কাঁচি দিয়ে মেঘ কাটি,
কুচি কুচি করে ফেলে পাহাড়ে ছড়াই--
কতটা বৃষ্টি হলে তোমার বরফ,
চশমার ফাঁক থেকে গলে পড়ে যাবে?
কতটা অন্ধগলি, কতটা বিষাদ,
কতটা গোলোকধাঁধা পাইনের বন?
তিস্তা নদীর জল যেখানে ক্ষিপ্ত,
যেখানে নেমেছে ধস,
বোবা সেলফোন থেকে কথা ও কাহিনী,
হোমস্টেতে শূন্য বিছানা,
সারা দিন টিপির-টিপির,
টেবলের ধারে পড়ে কালচে তরল--
টিমটিমে লন্ঠনে বসে থাকি ঠায়,
শ্রাবণে অন্ধকারে,
মৃত সম্পর্কের হাতে, অনন্যোপায়!

ডাওহিলে বাদল

অদিতি বসুরায়

যে কুয়াশা থেকে ঘুম নেমে আসে, তার জন্মের আগে বৃষ্টি
নেমেছিল খুব!
পাহাড় শীর্ষে সে বিকেলে কথা
বলেছিল বর্ষাকাল।
ফিরে আসার কথা লিখে, পাকদণ্ডী বেয়ে আলো
আর আলো...
আমরা পূর্ব উপত্যকায় গান ভাসিয়েছিলাম অনেক।

গানের শীর্ষে তখন বাদল ম্যাজিক
সে সব জাদুবিদ্যার দিনে, পুনরায় বৃষ্টি নামে খুব
আমরা পেরোতে থাকি ডাওহিল হেয়ারপিন টার্ন এবং
ছটফটে ঝরনা। সমতলের বিষাদ, পিছিয়ে পড়তে থাকে-
মুগ্ধ বরফ-প্রবণ পথ, ডানা মেলে এগিয়ে আসতেই
পরপর বিস্ফোরণে জেগে ওঠে শিলাময় মায়াবী ল্যান্ডস্কেপ
ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে
দেখা যায়, কুয়াশা নামছে চরাচরজুড়ে কমলালেবুর বাগানে
কোলাহল উঠছে খুব
চা বাগিচার নির্জনতায় এসে বসছেন স্বয়ং সরস্বতী।

ঠাকুরের আসন জলে ভেসে যাবে এবার
এবার বৃষ্টি আসছে...
... এখন ঈশ্বর ভাটিয়ালি ধরবেন...।

জয়ন্তীতে বর্ষায় যৌবনের বান ডাকে যেন!

রণজিৎ দেব

ডুয়ার্সের বক্সা বাঘবন, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, গরুমারা জাতীয়, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, চিলাপাতা সংরক্ষিত বনাঞ্চল টুরিস্টদের কাছে আকর্ষণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবজন্তু দেখতে পাওয়া, ঝাঁ চকচকে বাংলো, এসবের জন্যে পর্যটক টানে বেশি। কিন্তু নিজের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে জয়ন্তী টানে প্রকৃতি প্রেমিককে।

আলিপুরদুয়ার কিংবা কোচবিহার, আপনি যেখান থেকেই যাত্রা শুরু করুন, কখনও নাম না-জানা ঝোরা ডিঙিয়ে, দু'ধারের খয়ের, ময়না, শাল, সেগুন, লাম্পাতি, জারুল, মেহগিনি গাছের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে, কখনও চা বাগানের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে পাহাড়, অরণ্য, নদী, মেঘের আলোছায়ায় লুফোলুফি করতে করতেই পৌঁছে যাবেন জয়ন্তী। এরই মাঝে দেখা হয়ে যেতে পারে গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ানো বৌ কথা-কও, ময়না, বসন্তবৌরি, বাঁশপাতি, হরিতাল, হাঁড়িচাচা, মাঝে মাঝে দু'একটি বনমোরগও। পৌঁছাতেই জয়ন্তী নদীর মায়াবী সংগীতের সুর, সেইসঙ্গে পাহাড় ও অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য। কুলুকুলু বয়ে যাওয়া জয়ন্তী নদীর অপর পাড় ঘেঁষে যে পাহাড়টি ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে, তারই সিঁড়ি বেয়ে অরণ্যের গালিচাও পাতা আছে। এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। মনে হয়, যেন এই সিঁড়ি বেয়ে সবার অলক্ষে কেউ কেউ স্বর্গে উঠে যেতে পারেন অনায়াসেই। মায়াময় আবেগের পেলবতায় নদীর জলে গড়িয়ে যাওয়া পাথরের টুংটুং আওয়াজ। এই আওয়াজ সহজ স্ফূর্তি ও অনাবিল ছন্দের লাবণ্যে বুঝি অন্তঃস্থল ছুঁয়ে যায়। আকাশটা বুকে মেখে নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে ইচ্ছে হয়, 'মরিতে চাহিনা আমি এ সন্দর ভুবনে।'

এখানে হাতি ও হরিণ ছাড়া সেভাবে জীবজন্তুর দেখা মিলে না ঠিকই, কিন্তু নানারকমের পাখির কলতান মুগ্ধ করে। পাহাড়ের গাঁ-ঘেষে ভেসে বেড়ানো মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সূর্য ওঠে। নদীর ঝিরিঝিরি ঢেউয়ে সূর্যচ্ছটা, তৃপ্তির আনন্দে হেসে উঠে, কথা বলে। আশপাশের বন, পাহাড়ে তারই খুশির জোয়ার।

এ এক শান্ত আকুতি, আবেগের নমনীয়তা, হৃদয়াবেগের অফুরন্ত সুরভি। সন্ধে হতেই আকাশের সঙ্গে পাহাড়ের, নক্ষত্রের সঙ্গে পাহাড়ি নদীর স্বপ্নঘোর খেলা শুরু হয়ে যায়। হঠাৎই যখন বৃষ্টি নামে তখন মনে হয় চারদিকে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে কেউ, যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন বিরহ-বিধুরতায় অনুষঙ্গ মথিত করে। সীমার মাঝে অসীম সৌন্দর্য অপরূপ দৃশ্য বহু যুগ আগে কি কেউ গড়ে তুলেছিল? আন্তর স্মৃতির সেই মুখ কি কারও মনে পড়ে!

এরই পাশে অরণ্যকে দু'ভাগ করে বক্সাদুয়ারে যাওয়ার পথ। ক্যাপ্টেন স্যামুয়াল টার্নারের মতে, 'বকসিদুয়ার' থেকেই 'বক্সাদুয়ার' নামের উৎপত্তি। প্রায় ছয়শো বৎসর আগেকার কথা। সেই সময়েও জয়ন্তীকে সেভাবে জানা হয়নি অনেকেরই। সবার কাছে জয়ন্তী তখন অবগুণ্ঠিত বালিকা। ধীরে ধীরে আজ তার প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য অবশ্য পাহাড়ের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গে এক দূরবর্তী আলোকরেখা। জঙ্গল, নদী, পাহাড়, মেঘ, বৃষ্টি ও আকাশের এক অনিঃশেষ রাজসিক আয়োজন। এই সৌন্দর্যের ভাঁজে ভাঁজে নানা অলংকার, কবিতার উপমা, চিত্রকলা ও প্রতীকী রীতির নিখুঁত ব্যবহার। এ যেন আবেগমণ্ডিত, সংকেতময় অভিজ্ঞান। একে উচ্চারণে নয়, একে শুধু অনুভব করা যায়, নিবিড় আস্বাদ্যতায় ভরিয়ে দেওয়া যায়, উন্মোচন করা যায় না।

পাশেই ভুটান, হাতিপোতা যাওয়ার রাস্তা। বালিকা রাশি পেরিয়ে, নদীর স্রোত ডিঙিয়ে যেতে হয়, সেই পথেও রয়েছে মায়াবী আকর্ষণ, আরণ্যক পরিবেশ। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই মায়াবী হাতছানি, এ এক নতুন, সুন্দর পৃথিবী। নদীর এক একটি বাঁকে নতুন নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে, অথচ জয়ন্তী একটাই। সন্ধে হলেই আদিবাসীদের নাচে-গানে ভরে ওঠে। জয়ন্তী নদীর প্রান্ত ছুঁয়ে ছোট ছোট কয়েকটি বাংলোয় ঝিকিমিকি আলো জ্বলে। নদীটিও রূপও বদলায় ঘনঘন। এই জল কখনও কলস্বরে বইছে, হঠাৎই শুকনো, জল নেই। বালি-পাথর ঝকমক করছে, বুনো হাতি জল খেতে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে। বর্ষার সময়ে জলরে কল-উতরোলে যৌবনের বান ডাকে যেন!

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পিছনের দিকে তাকালে অবাকই হতে হয় এই ভেবে যে, এই অপরূপ সৌন্দর্যের খেলাঘরে এক সময় ভুটানের সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের (১৭১৪-১৭৬৩) গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটে। এর আগে ভুটান-রাজের সীমা ভুটানের পর্বতসীমা পর্যন্ত। ভুটান পর্বতের নিম্ন অংশে অর্থাৎ ভুটান প্রদেশে তাদের কোনও স্বত্ব ছিল না কিন্তু ওরা ধীরে ধীরে নিম্ন অংশ জয়ন্তী সহ বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে অপহরণ করে ভুটানে বন্দি করে রাখেন। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শর্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং কোচবিহারের মহারাজা একযোগে ভুটান আক্রমণ করে ভুটানকে পরাজিত করে। ভুটানের সঙ্গে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে কোচবিহার রাজ মুক্তি পান। মুক্তির পর মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটান থেকে ফেরার সময় যেখানে প্রথম আহার করেন, জয়ন্তীর পাশেই সেই জায়গার নাম হয় 'রাজাভাতখাওয়া'। রাজভাতখাওয়া সহ অন্য পর্যটনকেন্দ্রগুলিও এই জয়ন্তী বনাঞ্চলকে ঘিরেই। ইতিহাসবিজড়িত স্থানগুলি আজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোভূমি। যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত ইতিহাস এখন আর কেউ মনেই রাখে না। মানুষ বাঁচতে চায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করে। যতই ছড়িয়ে থাকুক পুরাণ, ইতিহাস, লোকগাথা ও সমকালীন জীবনবৃত্তের নানা চিহ্ন ও প্রসঙ্গ, তবুও জয়ন্তী তার বুকের মধ্যে তৈরি করেছে ভালো-লাগা ভালোবাসার গল্পকথা, নিরাবরণ সৌন্দর্যের লীলাভূমি- যেখানে ছড়িয়ে আছে ঝর্না, পাহাড়, গাছ, লতাপাতা, ফুল, জঙ্গল, জ্যোৎস্না, নদী, বৃষ্টি, হাওয়া, আকাশ, সকাল, সন্ধ্যা, পাখি, আলো, অন্ধকার, আরও কত কী। এসবই নিবিড় মমতায় বাস করে জয়ন্তীর কোলে, প্রাণের আশ্রয়ে।

জয়ন্তীর সঙ্গে অরণ্য প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সহবাস। মৃত্যু যদি হয় জয়ন্তীর কোলে মাথা রেখে সে বলতেই পারে 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যামও সমান'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতেন, 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি।' জয়ন্তীর নদীর জলে পা চুবিয়ে, বালি-কাঁকরে মাখামাখি করে।

বর্ষার দার্জিলিংয়ের মেঘলা অভিমানে

সুভান

দার্জিলিং সব সময় ভিড় হয়ে থাকে একথা সকলেরই জানা। কিছুটা অভিযোগের সুরেই বলেন অনেকে। চলার পথে এত মানুষ, এত হইচই, লাইন দিয়ে গাড়ি, যত্রতত্র নোংরা, আবর্জনা, এত মোবাইল আর সেলফির ভিড়ে সত্যি আসল দার্জিলিংকে আর দেখাই হয় না হয়তো মানুষের। গ্লেনারিজের হোপ লেখাটির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাই এখন ট্রেন্ড। কিন্তু হোপ শব্দের নির্যাসটুকু হৃদয়ে পৌঁছোয় তো? এই আশা ও নিরাশার মাঝেই কিছু বৃষ্টিপাগল মানুষ এসে হাজির হয় আষাঢ় শ্রাবণের পাহাড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বেকারির তাজা সুগন্ধে, শীতের উলের চাদরে, ম্যাল রোডের মেঘ নেমে আসা রাস্তায়, মহাকাল মন্দিরের তিব্বতি পতাকায়, প্রিয় মানুষের ছাতার নীচে পাহাড়ের বর্ষা এক অন্য গল্পের সোয়েটার বুনতে থাকে। দার্জিলিং-এর বর্ষায় তাই শীতের আমেজ ও উষ্ণতার ছোঁয়া দুটোই থাকে।

ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং ম্যাল, চৌরাস্তা যখন উৎসবের সাজে সেজে থাকে, বিশেষ করে ২৫ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের শুরু পর্যন্ত, শীতের কুয়াশায় মোড়া দার্জিলিং-এর এই দৃশ্য বাঙালি হিসেবে অন্তত উপভোগের বিষয়। তবু অন্তরে মেঘ করে, বুকের ভেতরে ভারী ব্যাপক বৃষ্টি যখন ঝরে পড়ে, মন চায় দার্জিলিং, এক কাপ চা আর একটা লেখার ডায়ারি। যারা জনস্রোতে আনন্দ পায়। অন্যের হইহইতেও নিজেরা মিশে যেতে পারে, ভিড়ে পরিপূর্ণ দার্জিলিং তাঁদের জন্য। কিন্তু ভ্রমণ প্রিয় মানুষের মধ্যে আরেক দল আছে যারা একটু নিভৃতে নির্জনে, কম ভিড়ে শুধু দু'চোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখতে ভালোবাসে। প্রকৃতির স্নিগ্ধতায়, মায়ারূপে মিশে যেতে চায় তাদের জন্য বর্ষার পাহাড়, বিশেষ করে দার্জিলিং একটা শ্রাবণসুন্দর জায়গা। পাহাড়ের গাছপালা তখন বৃষ্টির জলে ভিজে যেন জলরঙে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ।

অফবিট কথাটা আজকাল খুব চলে। আসলে কথার মূলে রয়েছে নির্জন। নির্জনতা। মানুষের ভিড় যাকে স্পর্শ করেনি। কিশোরী পাহাড়, কুমারী ঝর্ণা। সেই অধরা সুন্দরকেই তো আমরা অফবিট বলি। যেমন কালিম্পংয়ে এমন অনেক অফবিট পাহাড়িগ্রামে আমি ঘোরার সুযোগ পেয়েছি। গতবছর ঠিক এই সময়েই আমি ডেলো থেকে রাত ১০টায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ১৩ মাইলের নীচে এক পরিচিতের বাড়ি গিয়েছিলাম। কাঁচা রাস্তা, পাহাড়ি ঢাল, অন্ধকার রাস্তায় ছাতা মাথায় হেঁটে চলেছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের বৃষ্টির গল্পগুলো এক কলামে লিখে শেষ করা যায় না। পাহাড়ের আসল সৌন্দর্য তার নীরবতায়, স্নিগ্ধতায়, নিস্তব্ধতায়। পাহাড়ি সুরে, লোকজীবনে, ইতিহাসে। নির্জন আঁকেবাঁকে, সারি সারি পাইন গাছের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা মেঘলা অভিমানের সাদায়।

বৃষ্টি এসে দেখার চোখে জমে থাকা ধুলো ধুয়ে দিয়ে যায়। যেমন কেভেন্টার্সের ছাদে বা গ্লেনারিজের বারান্দায় বসে এক কাপ কফি আর সামনে এক বুক সাদামেঘ কোনও সুন্দরী পাহাড়ি তরুণীর থেকে কম নয়। যদিও এককে ঋতুতে পাহাড়ের রূপ এককে রকম। কিন্তু বর্ষার পাহাড় অন্যরকমই শুধু নয়, এককথায় একটা অসাধারণ কম্পোজিশন আমার কাছে। মেঘের এমন অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না, আমার মতো তৃষ্ণার্ত পর্যটকের কাছে। যারা শুধুমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দার্জিলিং যেতে চান বর্ষার দার্জিলিং তাদের জন্য নয়। পাইন গাছের মাথা থেকে ঝরে পড়া জলের ফোটায় যারা পাহাড়কে নতুন ভাবে চিনতে চায় তাদের জন্য বর্ষার দার্জিলিং।

১১ মে ১৯৬২-তে মুক্তি পাওয়া সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমায় দার্জিলিং পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে কী সুন্দর একটি প্রেমের গল্প তুলে ধরেছিলেন। দার্জিলিং কাঞ্চনজঙ্ঘা সেই তো চিরাচরিত প্রেমের সম্পর্ক। তবু বৃষ্টি ভেজা দার্জিলিং আমার কাছে অন্যপ্রেম। এই শহরের কাছে আমার এক বুক অভিমান জমে আছে মনে হয়। আমার মনে পড়ে এখনও যখন প্রথম বার আমি দার্জিলিং এসেছিলাম, সেই প্রথম দেখাতেই আমি কিন্তু দার্জিলিং-এর তুমুল বৃষ্টির প্রেমে পড়েছিলাম। হোটেলের কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোটা ফোটা জল যেন প্রেমিকার উষ্ণ কপাল। ইচ্ছে করছিল চুমু দিই। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ছাতা কিনেছিলাম ঠিকই, কিন্তু মন চাইছিল না খুলতে। দেহমন সব ভিজে চুপ হয়ে যায় যাক। ক্ষতি কী?

দার্জিলিংয়ের রেলস্টেশনগুলোতে এখনও ব্রিটিশ ভারতের স্মৃতি লেগে আছে। বৃষ্টি ভেজা মেঘে আধঢাকা স্টেশনগুলোতে দাঁড়ালে মন হয়, এই তো এইমাত্র মায়াপুরি থেকে খেলনাগাড়ি বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে যাবে মেঘের দেশে। বর্ষায় এখানকার হোটেলগুলিও ফাঁকাই থাকে। হোটেল ভাড়াও বছরের অন্য সময়ের তুলনায় কম। বর্ষায় পাহাড় সুন্দর হলেও একেবারেই যে বিপদহীন তা তো নয়। বরং পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা থাকেই। উত্তরের অন্যান্য পাহাড়ের চিত্রও অনেকটা এমনিই। এমনকি হিমাচল, উত্তরাখণ্ড সব জায়গাতেই এক রূপ। প্রবল বৃষ্টিপাতে পাহাড়ের রাস্তায় না যাওয়াই ভালো। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে বর্ষায় একবার দার্জিলিং ঘুরে আসলে বুকের ভেতরে পাহাড়ি বৃষ্টি নিয়ে ফেরা যায়...

ভ্যানিলা আইসক্রিম ডে

আইসক্রিমের বিভিন্ন ফ্লেভারের মধ্যে ভ্যানিলা আইসক্রিম এত জনপ্রিয় যে অনেকে মনে করেন এটিই আইসক্রিমের আসল ফ্লেভার। প্রতি বছর ২৩ জুলাই ভ্যানিলা আইসক্রিম ডে উদযাপন করা হয়।

নিঝুম মধ্যাহ্নকাল...

তপ্ত দুপুরে পড়ুয়ার বাড়ি ফেরা। শনিবার টিকিয়াপাড়ায় শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

নালা দখল করে নির্মাণ

চাপে আপাতত পিছু হটলেন দোকানদার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : বোল্ডারের রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে শনিবার দিনভর টানাপোড়েন চলল। কখনও ঢালাইয়ের বাকি কাজ শেষ করতে মিক্সিং মেশিন কাজের গতি বাড়ানো হল, কখনও বরো আধিকারিকরা এসে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় ঘটনাস্থলে গেলেন ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বর্ধমান রোডের নালা দখল করে নির্মাণ এখন সংবাদ শিরোনামে।

তাঁর দোকানের জন্য নালায় পাথর ফেলে এই রাস্তা বানাচ্ছেন দোকানের মালিক সঞ্জীব গুপ্ত। এদিন তাঁকে পুরনিগমে ডেকে পাঠানো হয়। নির্দেশ দেওয়া হয়, সমস্ত বোল্ডার নালা থেকে তুলে নিতে হবে। নইলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। সঞ্জীবের বক্তব্য, 'বোল্ডার সরিয়ে স্ল্যাব দেওয়ার জন্য এনওসি নিতে হবে কি না, সেটা জানতে চেয়েছিলাম। তবে সমস্ত বোল্ডার আমি সরিয়ে নিয়েছি।' বরো আধিকারিকদের নজরদারিতেই বিকেলের দিকে বোল্ডার তোলার কাজ শুরু হয়।

পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র-পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'ওই দোকান মালিককে ডাকা হয়েছিল। কড়া পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। এরপর ওরাই নালা দখল করে ফেলা বোল্ডার সরানোর কাজ শুরু করে দেয়।'

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার থেকে। সন্তোষী মোড় সংলগ্ন বর্ধমান রোডের একপাশে থাকা নালার উলটোদিকে রয়েছে একটি পাঁচতলার বাড়ি। ওই বাড়ির নীচে করা হয়েছে দোকান। দোকানে যাওয়া-আসার সুবিধার জন্যই নালার মধ্যে বোল্ডার ফেলার কাজ শুরু হয়। বাড়ির সীমানা পাঁচিলও তার জন্য ভাঙা হয়। নালার গভীরতা অনেকটাই বেশি। তাই বোল্ডার ফেলে রাস্তার সমান করার কাজ শুরু হয়। গোটা বিষয় নিয়ে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে।

এরমধ্যেই নালা আটকে চলতে থাকে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ।

নালার পাথর সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শনিবার।—সংবাদচিত্র

শান্তি কল্যাণ

- সন্তোষী মোড় সংলগ্ন বর্ধমান রোডে নালার মধ্যে বোল্ডার ফেলার কাজ শুরু হয়
- নালার গভীরতা বেশি হওয়ায় বোল্ডার ফেলে রাস্তা সমান করার কাজ চলছিল
- এনিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়, কাউন্সিলার ও পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে
- পরিদর্শনে এসে কাজ বন্ধের ও বোল্ডার সরানোর নির্দেশ দেন পুরকর্তারা

অবশেষে টনক নড়ে পুরনিগমের। ১ নম্বর বরো অফিস থেকে ওই এলাকা পরিদর্শনে এসে কাজ বন্ধের পাশাপাশি বোল্ডার সরানোর নির্দেশ দেন অধিকর্তারা। এরমধ্যেই স্থানীয়রা দেখতে পান, অধিকর্তাদের সে নির্দেশকে অমান্য করা হচ্ছে। উলটে দ্রুত বোল্ডারের ওপর ঢালাই দিতে মিক্সিং মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে।

খবর যায় ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তড়িঘড়ি দুপুরের দিকে ওই দখল করা নালার জায়গায় এসে সমস্ত কিছু সরানোর নির্দেশ দেন বরো চেয়ারম্যান। ডাকা হয় সঞ্জীবকে। কড়া ভাষায় বলেন, 'এটা তো নালা দখল করে কাজ হচ্ছে। কালকের মধ্যে পুরো নালা পরিষ্কার করুন।'

পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ থেকেও ওই মালিকের ডাক আসে। সেখানেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলে বোল্ডার সরানোর কাজ শুরু করেন সঞ্জীব। বরো আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তুলে নেওয়া হয় সব বোল্ডার। এদিকে, গোটা দখলের সঙ্গেই ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর যোগসাজশের অভিযোগ তুলছিল স্থানীয়দের একটা অংশ। অনীতা এদিন বলেন, 'আমি যে কোনও দখলের বিরুদ্ধে রয়েছি। আমি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ওই জায়গায় গিয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

কাউন্সিলারের কথা

> আমি যে কোনও দখলের বিরুদ্ধে রয়েছি। আমি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ওই জায়গায় গিয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলাম।
>
> — অনীতা মাহাতো

প্রিপেড ট্যাক্সি বুথে ভাড়া নিয়ে ভোগান্তি বিমানবন্দরে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২২ জুলাই : বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সিকিমে বেড়াতে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে প্রিপেড ট্যাক্সি বুথে ভাড়া নিয়ে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা বেঙ্গালুরুর সতীশ সিং, বিনীতা সিং এবং অমৃতা সিং নামে তিন পর্যটকের। কারণ প্রিপেড ট্যাক্সির ধার্য করা পুরোনো কম ভাড়ায় কোনও ট্যাক্সিচালক সিকিমে যেতে চাইছেন না। এদিকে এই তিন পর্যটক সরকার নির্ধারিত ভাড়ার বেশি ভাড়া দিয়ে যাবেন না। যা নিয়ে তুমুল বচসাও হয় প্রিপেড ট্যাক্সি বুথে কর্মরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে। পরে বিমানবন্দরের পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ইনডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) মধ্যস্থতায় পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে সিকিমে যান ওই তিন পর্যটক।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে এটা নিত্যদিনের ঘটনা। এর জেরে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ডুয়ার্স এবং সিকিমে বেড়াতে আসা পর্যটক সহ সাধারণ যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে যেতে যেমন হয়রানি হয়, তেমনি বদনামও হচ্ছে বাগডোগরার। অধিকাংশ যাত্রী বিমানবন্দরের প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ট্যাক্সিতে গিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে গন্তব্যে যান। সিকিমে যে সকল যাত্রী যান তাঁরাও শিলিগুড়িতে গিয়ে এসএনটি স্ট্যান্ডে গিয়ে শেয়ার ট্যাক্সিতে যান। এই সমস্যার মূল কারণ হল প্রিপেডে সরকার নির্ধারিত ভাড়া না বাড়ানো।

দীর্ঘদিন থেকে এখানে প্রিপেডে সরকারের নির্ধারিত ভাড়াতেই ট্যাক্সি চলছিল। কিন্তু জ্বালানি খরচ, বিমা, ট্যাক্স সহ ট্যাক্সির মেরামত খরচ দিন-দিন বাড়লেও প্রিপেডের ভাড়া ১৫ বছরে বাড়ানো হয়নি। ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে বহু আন্দোলন, ধর্মঘট, চিঠি চালাচালি মিটিং করেও শুধু আশ্বাস মিললেও কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। যদিও পরিবহণ দপ্তরের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সনম সিরিং লেপচার কথায়, এবিষয়ে বৈঠক করে নতুন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সেই বর্ধিত ভাড়া কবে থেকে কার্যকর করা হবে তা পরিবহণ দপ্তর বলতে পারবে।

কেন চালকরা প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ থেকে পুরোনো ভাড়ায় যেতে চান না? ভাড়ার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলেই পরিষ্কার হবে। যেমন সিকিমের ভাড়া ২২০০ টাকা হলেও জ্বালানি খরচ ২৫০০ টাকা, দার্জিলিংয়ের ভাড়া ১৬৫০ টাকা হলেও জ্বালানি খরচ ১৫০০ টাকা, কালিম্পং ভাড়া ১৪৯০ টাকা হলে জ্বালানি খরচ ১৫০০ টাকা। এছাড়াও চালকদের খাওয়া খরচ রয়েছে। এজন্য চালকরা প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ থেকে ভাড়া না গিয়ে নিজেদের মতো সিকিমে যেতে পাঁচ হাজার, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে যেতে ৩৫০০ টাকা ভাড়ায় যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে।

বাগডোগরা ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়নের (সিটু) সাধারণ সম্পাদক দীপক ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুবার ভাড়া বাড়ানোর জন্য দরবার করেছি। কিন্তু শুধু আশ্বাস ছাড়া কিছুই জোটেনি। জ্বালানি খরচ সহ সমস্ত খরচ বেড়েছে। রাস্তায় পুলিশের হয়রানি আছে। জরিমানাও বেড়েছে। অথচ ২০০৮ সাল থেকে সেই পুরোনো ভাড়াই রয়ে গিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান অবিলম্বে হলে সবার পক্ষেই মঙ্গল।'

দেহব্যবসায় প্রশ্নে ফাঁড়ির ভূমিকা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মাটিগাড়ার একটি উপনগরীতে আবাসন ভাড়া নিয়ে দেহব্যবসার রমরমা কারবার চলছে। অভিযোগ, উত্তরায়ণ পুলিশ ফাঁড়ির নাকের ডগায় এই কারবার চলে। বড় বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকদের এই চক্রে যাতায়াত রয়েছে। অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে এই কারবার চলে। এই কারবারে হাইপ্রোফাইল পরিবারের যুবতী, গৃহবধূদের যোগ রয়েছে। শহরের পাশাপাশি বাইরে থেকেও যুবতী, গৃহবধূদের এখানে এনে এই কারবারে যুক্ত করা হয়। গোটা ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে দেহব্যবসায় জড়িত সন্দেহে যে শিক্ষক ও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারকে করা হয়েছে তাদের কারবারও এই উপনগরীতেই চলত। ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা এই এলাকার বিষয়ে তথ্য পেতে চাইছেন। যদিও এই বিষয়ে পুলিশের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ি পুলিশের এডিসিপি (ওয়েস্ট) সুভেন্দ্র কুমারের ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

শিলিগুড়ির দাগাপুরের একটি রিসর্টে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগে শহরের একটি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমা লামাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। রিসর্ট ব্যবসায়ী সৌরভ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৫৭ মানব পাচার আইনে প্রধাননগর থানার পুলিশ মামলা করেছে। এই দুজন শহরের রিসর্ট, হোটেলের পাশাপাশি মাটিগাড়ার একটি উপনগরীর আবাসন ভাড়া নিয়েও কারবার চালাত বলে পুলিশ জানিয়েছে। ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এলাকায় এই কারবার চালানো হচ্ছিল। সন্ধের পর থেকেই বিলাসবহুল গাড়িতে করে প্রভাবশালীরা এই উপনগরীতে ঢোকে। সপ্তাহের শনি ও রবিবারগুলিতে বেশি করে এই কারবার চলে। সপ্তাহান্তে বিহারের দিক থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এসে মোটা টাকার বিনিময়ে শারীরিক চাহিদা মেটায়।

ওই উপনগরীর ক্যাম্পাসেই একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। সেই ফাঁড়ির চোখ এড়িয়ে কী করে এই কারবার চলছে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সত্যিই কী ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা কিছু জানেন না? নাকি তাঁদের জ্ঞানতই সবটা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। এদিকে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা তাদের ব্যবসার খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করছেন। কোথা থেকে কত টাকার বিনিময়ে যুবতীদের আনা হত, যারা ব্যবসা চালাত তারাই বা কত টাকা পেত সেই সমস্ত বিষয়ে খোঁজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি যে আবাসন বা হোটেলগুলিতে ব্যবসা চালানো হত প্রয়োজনে সেগুলি সিল করা হতে পারে বলে খবর। অভিযুক্ত শিক্ষক বছর দশেক ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। অপর অভিযুক্ত সৌরভ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এতে যুক্ত বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

ভেলোরের নারুভি হাসপাতাল-এর
বিখ্যাত নিউরোসার্জন এবং ইউরোলজিস্ট
এখন আপনার শহর শিলিগুড়িতে

Dr. Paul T. Henry	Dr. Rohit Sethi
MBBS, M.Ch (Neurosurgery) (Ex. CMC-Vellore)	MBBS, MS, M.Ch (Urology) (Ex. CMC-Vellore)

26th July 2023 at 4 PM - 7 PM
28th July 2023 at 9 AM - 12 PM
at BALAJI HEALTHCARE
P.C. Mittal Bus Terminus, Sevoke Road, Siliguri
CALL: 87540 47825 / 90078 80556

প্রশ্ন যেখানে

- সন্ধের পর বিলাসবহুল গাড়িতে প্রভাবশালীরা এই উপনগরীতে ঢোকে
- সপ্তাহের শনি ও রবিবারগুলিতে বেশি করে এই কারবার চলে
- এই কারবারে হাইপ্রোফাইল পরিবারের যুবতী, গৃহবধূদের যোগ রয়েছে
- উপনগরীর পুলিশ ফাঁড়ির চোখ এড়িয়ে কী করে এই কারবার চলছে তা নিয়েই প্রশ্ন

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গণধোলাইয়ে জখম ব্যক্তি। শনিবার। —সংবাদচিত্র

রাতে মহিলার গায়ে হাত, গণধোলাই

সুভাষপল্লি

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : মদ্যপ অবস্থায় মহিলার গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দিল উত্তেজিত জনতা। শনিবার রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়েই শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্যে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতের নাম সুবীর সরকার ওরফে বোঁচা। এর আগেও পুলিশের খাতায় অভিযুক্তের নাম উঠেছে। বিভিন্ন সময় চুরির মামলায় তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শনিবার রাত ১২টা নাগাদ স্কুলের সামনে এক গৃহবধূ নিজের গাড়িতে বসে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অভিযোগ, এমন সময় মদ্যপ অবস্থায় ওই ব্যক্তি এসে সরাসরি গাড়ির জানলা দিয়ে মহিলার গলায় হাত দেয় বলে অভিযোগ। এরপরেই মহিলার চিৎকারে তাঁর ছেলে সহ আশপাশের লোকেরা এসে অভিযুক্তকে ধরে মারতে শুরু করে। খবর যায় শিলিগুড়ি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তোলাবাজিতে আটক ২

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো নেতা পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করল। শনিবার সন্ধ্যায় শিবমন্দির বাজার এলাকা থেকে ওই দুজনকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, নেপালের বাসিন্দা এক ব্যক্তি সম্প্রতি শিবমন্দির বাজার এলাকায় কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। অভিযোগ, সেখানে গিয়ে ওই দুই যুবক নিজেদের তৃণমূল নেতা পরিচয় দেয়। ব্যবসা করতে গেলে দলের তহবিলে ছয় লক্ষ টাকা দিতে হবে বলে তাঁকে হুমকি দেয়।

ওই ব্যবসায়ী ভয়ে ওই দুজনকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। এদিকে, দলের নাম ভাঙিয়ে টাকা তোলার খবর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে পৌঁছায়। দলের তরফে আগে থেকে বিষয়টি পুলিশকে মৌখিকভাবে জানিয়ে রাখা হয়েছিল। মাটিগাড়া ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতরা কেউই আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। ওদের কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

প্রচার মিছিল

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে শনিবার এসইউসিআই (সি)-এর তরফে শিলিগুড়িতে একটি মিছিল করা হয়। এসইউসিআই (সি)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ৫ অগাস্ট কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ হবে। তারই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে এদিন শহরে প্রচার মিছিলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

গুরুংবস্তির নিবেদিতা রোডের উপর বাজার। —সংবাদচিত্র

পুরনিগম গুরুংবস্তির বাজার সরাতে উদ্যোগী

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তিতে রাস্তা দখল করে থাকা বাজারটি সরানোর বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগম তোড়জোড় শুরু করেছে। গুরুংবস্তি থেকে কিছুটা দূরে স্থানীয় কালী মন্দিরের কাছে পুরনিগমের জমিতে ওই বাজার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়াররা ইতিমধ্যেই ওই জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন।

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো পুরনিগমের মার্কেট বিভাগের মেয়র পারিষদ। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি পুরবোর্ডে পাশ হয়ে গিয়েছে। আমরা ওই ব্যবসায়ীদের পাকা জায়গা করে দিতে চাইছি। তবে পুরনিগমের ওই জায়গাটা ছোট হওয়ায় ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে প্ল্যান করবেন সেভাবেই বাজারটা করা হবে।' মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পুরনিগমের ওই জমিটা অনেকটাই দামি। ইঞ্জিনিয়ারদের স্কেচ করতে দিয়েছি। আমি নিজেও জায়গাটি দেখতে যাব। সেখানে ক'টি দোকান করা যায়, তা দেখা হবে।'

গুরুংবস্তির মধ্যে দিয়ে যাওয়া নিবেদিতা রোড বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও গুরুংবস্তিতে রাস্তার একটা লেন দখল করেই দীর্ঘদিন ধরে বাজার চলছে। ক্রমশই সেই বাজারের পরিধি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাস্তার উলটো পাশে চম্পাসারি মোড়ের দিকে যাওয়া লেনটা ধরেই মানুষ যাতায়াতে বাধ্য হচ্ছে। রাস্তার ওপর বসা ওই বাজার সরানোর বিষয়ে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না সেটি শহরে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারবার রামভজনের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে। রামভজন বলেন, 'আগে এত ব্যবসায়ী রাস্তায় বসতেন না। এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী বসতেন। যদিও সময়ের সঙ্গে আশপাশের এলাকা থেকেও ব্যবসায়ীরা রাস্তায় বসতে শুরু করেন।'

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে খবর, রাস্তার ওপর বসা ওই বাজারে ২৫০ ব্যবসায়ী রয়েছে। রামভজনের বক্তব্য, 'যাঁরা পুরোনো ব্যবসায়ী, তাঁদের পুনর্বাসন তো দেওয়া হবেই। গত কয়েক বছরে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের বিষয়টাও পুরনিগম দেখবে।' এদিকে, বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই পুরনিগমের সঙ্গে মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছে বলে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগমের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা শুধু চাই উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের বিষয়টাও দেখা হোক।' মেয়র বলেন, 'ওই রাস্তায় ছোট ছোট করে বাজারের জন্য আরও কয়েকটা জায়গা দেখা হচ্ছে। রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের একটা জায়গা রয়েছে, সেখান থেকেও কিছুটা দেওয়ার জন্য পূর্ত দপ্তরকে বলেছি।'

এদিকে, নিবেদিতা রোডের ওপর বসা ওই বাজারটি সরলে যানজট সমস্যা আরও অনেকটাই কমবে বলে সাধারণ মানুষের আশা। অমর দাসের কথায়, 'আমরা চাই পুরনিগম দ্রুত এই সমস্যার নিষ্পত্তি করুক। কারণ নিবেদিতা রোড পুরো খোলা থাকলে সকলের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হবে।' একমত মেয়রও। তাঁর কথায়, 'ওই রাস্তা পুরোপুরি পরিষ্কার করতেই হবে।'

বিনিয়োগ লগ্নে ৪ আবেগ থেকে দূরে থাকুন

প্রবীণ আগরওয়াল

বাজার অর্থনীতির হাত ধরে অনেকে শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করছেন। এসআইপি'র মাধ্যমে লগ্নি রমরমিয়ে বাড়ছে। এরই মধ্যে বয়ে চলেছে অনিশ্চয়তার চোরা স্রোত। লগ্নিকারীদের অনেকে এখনও চড়া বাজারে বিনিয়োগ আর দাম কমলেই টাকা তুলে নেওয়ার প্রবণতার শরিক। এটি আপনার আর্থিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রবণতা আপনার সম্পদে বড়রকম ক্ষয় ধরাতে পারে। সংক্ষেপে বলতে হলে তাৎক্ষণিক আবেগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্তে যে ক্ষতি হতে পারে তা পূরণ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে অবিচল থাকতে হলে বাজারের সাময়িক পতনে বিচলিত হলে চলবে না।

এই আলোচনায় আমরা সেইসব কারণগুলিকে নজরে রাখব যা আমাদের বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়। এর মধ্যে কতগুলি আবেগসর্বস্ব, যা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪টি মানসিক প্রবণতা যা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে–

ভয়

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ভয়। যখনই বাজারের পতন হয় আমরা বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই। যদিও এই ক্ষতি আমাদের স্থাবর অথবা নগদের ওপর প্রভাব ফেলে না। এটি এক ধরনের কাগুজে ক্ষতি,যা বাজারের উত্থানের সঙ্গে পূরণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখনই স্টকের দাম পড়তে থাকে বড় ক্ষতির আশঙ্কায় সেগুলি বিক্রি দেওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যে ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার। সূচকের পতনের সময় লগ্নিকারীরা হাতে থাকা যেসব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন পরবর্তীকালে সেগুলির দাম বেড়ে গিয়েছে। অথচ পড়ন্ত বাজারে শেয়ার বিক্রির জেরে তাঁদের কাগুজে ক্ষতি বাস্তবিক অর্থহানিতে পরিণত হয়েছে। ভয়ই তাঁদের লগ্নির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে।

আপনি যদি ভয়কে জয় করেন এবং তাড়াহুড়ো করে লগ্নি তুলে নেওয়ার বদলে শান্ত থাকেন, তাহলে ১৬ আনা লাভ ঘরে তোলার সুযোগ আপনার রয়েছে। সূচকের পতনের সময় শেয়ারে কৌশলগত লগ্নি বাড়ালে চড়া বাজারে আপনার লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে।

অনুশোচনা

বিনিয়োগকারীদের আরও একটি প্রবণতা হল তাৎক্ষণিক লাভের আকাঙ্খা। শেয়ার বাজারে লগ্নি করে অনেকে রাতারাতি ফুলেফেঁপে ওঠার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু যখন সেই আশা পূরণ হয় না তাঁরা অনুশোচনায় ডুবে যান। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আপনি শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন লগ্নিকারী। কারও পরামর্শে এই পথে পা বাড়িয়েছেন। আশা করেন বাজার দ্রুত বাড়বে। আপনার স্টকের মূল্যও তাল মিলিয়ে চড়বে। এমন সময় বাজারে ধস নামল। আপনার আশা অঙ্কুরে নির্মূল হল। যদিও এমনটা হওয়া উচিত নয়। তাৎক্ষণিক লাভ না হওয়ার অর্থ এটা নয় যে আপনি আর লাভের মুখ দেখবেন না।

আশা

আবেগ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্যানিক মোডে নিয়ে যায়। আবার বাজার কিছুটা উঠলেই আমরা আশার ফানুস ওড়াতে শুরু করি। দুটির কোনওটিই শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীর গুণ নয়। অতিরিক্ত আশাবাদ অনেক সময় আমাদের বিপথে চালিত করে। কারণ, তখন বাজারের পতন স্বপ্নের উড়ানে সওয়ার লগ্নিকারীকে সোজা মাটিতে এনে ফেলে। স্থিতধী বিনিয়োগকারী সবসময় চিন্তাশীল হন। আশা–নিরাশার দোলাচলে না দুলে তিনি বিনিয়োগের জন্য সঠিক স্টক বাছাইয়ে সময় খরচ করেন।

লোভ

সাফল্য অনেক সময় আমাদের লোভী করে তোলে। এটিও আমাদের পোর্টফোলিওর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। শেয়ার বাজারের উত্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমার স্টক যখন আকাশ ছুঁচ্ছে সেইসময় আরও লাভের আশায় যত্রতত্র বিনিয়োগ মোটেও উচিত নয়। তখন বরং আরও বেশি সতর্ক ও হিসেবি হওয়া দরকার। নাহলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে নিতে পারে। অতিরিক্ত লাভের লোভে আপনার কোনও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। মনে রাখতে হবে, বাজারে বিনিয়োগের কিছু ঝুঁকি রয়েছে। তাই বুদ্ধি করে লগ্নি বাঞ্ছনীয়। আপনাকে ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আবেগের বশে বিনিয়োগ এড়ানোর ৫টি মন্ত্র

- ইকুইটি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সরাসরি এতে বিনিয়োগ না করাই উচিত। সেক্ষেত্রে ইকুইটিতে বিনিয়োগ করার আগে ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করুন
- অস্থির বাজারে শান্ত থাকুন। যখন বাজার ওঠা–নামা করছে তখন বেচা–কেনা করুন খুব ভেবেচিন্তে
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হল বাজার থেকে লাভ তোলার মূল চাবিকাঠি। স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগে লাভ–লোকসান দুয়ের সম্ভাবনাই বেশি থাকে
- সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখবেন না। ফোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্য আনতে বিভিন্ন ধরনের স্টকে বিনিয়োগ করুন
- আপনি যদি নতুন বিনিয়োগকারী হন তাহলে সবার প্রথমে একজন আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন

আশাকরি, ওপরের পরামর্শগুলি আপনাকে লগ্নিকারী হিসাবে মানসিক অস্থিরতা এড়াতে এবং ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরিউক্ত বক্তব্য প্রবীণ আগরওয়ালের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

মুনাফা কমল রিলায়েন্সের

মুম্বই, ২২ জুলাই : ২০২৩–'২৪ অর্থবর্ষের প্রথম অর্থাৎ এপ্রিল–জুন কোয়ার্টারে ১১ শতাংশ মুনাফা কমল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের। এই কোয়ার্টারে রিলায়েন্সের মুনাফা হয়েছে ১৬০১১ কোটি টাকা। ২০২২–'২৩ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে মুনাফার অঙ্ক ছিল ১৭৯৫৫ কোটি টাকা।

রিলায়েন্স জানিয়েছে, গত অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে তেলের দাম হঠাৎই অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় তেল সংস্থাগুলির মুনাফাও বেড়েছিল। এবার তেলের দাম কমার পাশাপাশি লাভের হারও কমেছে। যার জেরে মুনাফা কমেছে রিলায়েন্সের। মুনাফার মতো কমেছে আয়ও। প্রথম কোয়ার্টারে রিলায়েন্সের আয়ের অঙ্ক ২ লক্ষ ৩১ হাজার ১২৩ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের তুলনায় যা ৪.৭ শতাংশ কম। প্রথম কোয়ার্টারে শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার প্রতি ৯ টাকা হারে ডিভিডেন্ড দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে মুকেশ আম্বানির এই সংস্থা।

তেল ও কেমিক্যাল ব্যবসার পারফরমেন্স খারাপ হলেও মুনাফা বাড়িয়েছে টেলিকম ও রিটেল ব্যবসা। প্রথম কোয়ার্টারে রিলায়েন্স জিওর মুনাফা ১২.৫ শতাংশ বেড়ে ৫০৯৮ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১১.৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩০৬৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে রিলায়েন্স রিটেলের মুনাফা ১৮.৮ শতাংশ বেড়ে ২৪৪৮ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১৯.৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬৯৯৪৮ কোটি টাকা।

চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে আলাদা হয়েছে জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (জেএফএসএল)। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারদর ২৬১ টাকা ৮৫ পয়সা কমে লেনদেন শুরু হওয়ায় এই সংস্থার শেয়ারদর এই দামে ধার্য করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হবে রিলায়েন্সের এই শাখা সংস্থাটি।

২০০০০–এর ঢিল ছোড়া দূরত্ব থেকে হালকা সংশোধন নিফটিতে

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৬৭০০০ পার সেনসেক্স

বোধিসত্ত্ব খান

সর্বকালীন উচ্চতা পার করে যাওয়া যেন ভারতীয় শেয়ার বাজারের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ইদানীং। গত কয়েক সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সর্বকালীন উচ্চতাকে আরও ওপরে নিয়ে গিয়েছে নিফটি এবং সেনসেক্স। বিগত বৃহস্পতিবার সেনসেক্স তার সবচেয়ে বেশি উচ্চতায় পৌঁছোয় ৬৭,৬১৯.১৭–তে। অপরদিকে নিফটি তার সবচেয়ে বেশি উচ্চতায় পৌঁছোয় ১৯,৯৯১.৮৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ মাত্র ৮.১৫ পয়েন্ট দূরত্ব ছিল ২০০০০ থেকে। একের পর এক কোম্পানি তাদের সর্বকালীন উচ্চতা দেখছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানের পর। খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, কেবল ফিন্যান্সিয়ালস (ব্যাংকিং এবং এনবিএফসি), ইনফরমেশন টেকনলজি বা রিলায়েন্স নয়, বিভিন্ন সেক্টর যার মধ্যে নিসে সেক্টরগুলিও রয়েছে, প্রত্যেকে দারুণ র‍্যালি করছে। রেলওয়েজ, ডিফেন্স, শিপবিল্ডিং তো লাগাতার র‍্যালি করেছিলই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওয়্যারস অ্যান্ড কেবলস, ডেয়ারি এবং ফুড প্রোডাক্ট ইত্যাদি।

শুধু বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তাই নয়, উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ বেড়েছে বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির আইপিও'র প্রতি। গত কয়েক মাসে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির আইপিও বিনিয়োগকারীদের দারুণ সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। গত কয়েক মাসে যে নতুন আইপিওগুলি বাজারে এসেছে তাদের মধ্যে সায়েন্ট ডিএলএম এখনও অবধি লাভ করেছে (৯০.৩৮ শতাংশ), আইকিও লাইটিং (৪৪.৯৮ শতাংশ), হেমন্ত সার্জিক্যাল (১৪০ শতাংশ), ম্যানকাইন্ড ফার্মা (৭৬.৬৩ শতাংশ), অ্যাভালন টেকনলজি (৪৫.৭১ শতাংশ) ইত্যাদি।

শুক্রবার বাজারে আরেকটি নতুন আইপিও আসে, উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে লিস্টিংয়ের এক ঘণ্টার মধ্যে এই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায় ৯২ শতাংশ। যে কারণে এই মেজো, ছোট আইপিওগুলি এত জনপ্রিয় হচ্ছে তা হল, এর ভ্যালুয়েশন যা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করেছে। যেমন উৎকর্ষের আরওই ২২.৬ শতাংশ এবং প্রাইস টু বুক ভ্যালু ২.২৫। যা একটি আইপিও 'র জন্য সুলভ। অর্থাৎ কোম্পানির প্রোমোটাররা এটা বুঝেছেন যে, বিনিয়োগকারীদের জন্য টেবিলে কিছু রাখলে বিনিয়োগকারীরা সেই আইপিওকে পছন্দ করবেন। আজ থেকে দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে আসা বেশ কিছু আইপিও বিশেষ করে নিউ এজ কোম্পানিগুলি তাদের আইপিও'র দাম এত বেশি রেখেছিল যে বিনিয়োগকারীরা তা সাবস্ক্রাইব করে অ্যালটমেন্ট পাওয়ার পর বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েন।

তবে গোটা সপ্তাহে যে খবরটির জন্য বিনিয়োগকারীরা মুখিয়ে ছিলেন, তা হল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ডিমার্জারের খবর। ২০ জুলাই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে রিলায়েন্স স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্টস আলাদা হয়ে যায় এবং যার নাম হয়েছে জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড। ২০ জুলাই যে বিনিয়োগকারীদের কাছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার থাকবে তাঁরা বিনামূল্যে একটি করে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের শেয়ার পাবেন। ডিমার্জারের সময় রিলায়েন্স এই নতুন কোম্পানির ভ্যালুয়েশন দিয়েছিল ৪.৬৮ শতাংশ, এর মূল কোম্পানির ৯৫.১২ শতাংশ। তাই ২০ জুলাই প্রাইস ডিসকভারির সময় জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের দাম হওয়ার কথা ছিল ১৩৩ টাকার কাছে। বৃহস্পতিবার এই ডিমার্জারের জন্য একটি বিশেষ প্রিওপেনিং রাখা হয় ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এই নতুন কোম্পানির আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ২৬১.৮৫ টাকায়। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশার তুলনায় দ্বিগুণ।

তবে নিফটি ৫০–এর মধ্যে থাকা ৫০টি কোম্পানির পরিবর্তে ৫১টি কোম্পানি থাকবে আরও তিনদিনের জন্য। এই সময় জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কোম্পানির শেয়ারের দাম অপরিবর্তিত হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে এই কোম্পানির শেয়ার ঢুকবে। একেবারে লিস্টিংয়ের দিন এই কোম্পানির শেয়ার দরে পরিবর্তন আসা শুরু করবে। তবে লিস্টিংয়ের দিন এখনও নির্ধারিত করেনি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। তবে সূত্র অনুযায়ী পুজোর আগেই লিস্টিং হতে পারে এই শেয়ার। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ বৃহস্পতিবার তার সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়। রিলায়েন্সের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণের আরও কারণগুলির মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স রিটেল এবং রিলায়েন্স জিও'র ডিমার্জারের জল্পনা। তবে সেটা কবে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা বা আভাস এখনও এই কোম্পানি দিয়ে ওঠেনি।

একইভাবে আরও একটি কোম্পানি সম্প্রতি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে, তা হল আইটিসি। আইটিসি কর্তৃপক্ষ বহু বছর ধরেই আশ্বাস দিয়ে আসছে যে, তারা আইটিসি হোটেল ব্যবসা ডিমার্জ করবে। কিন্তু কেবল আশ্বাসই সার হয়েছে। কোনওরকম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ এই কোম্পানির তরফে করা হয়নি। তা সত্ত্বেও আইটিসি কেবলমাত্র এই বছরেই ২৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত তিন বছরে ১৫৫.২৭ শতাংশ। শুধু তাই নয়, আইটিসি ভারতের সপ্তম কোম্পানি হিসেবে ৬ লক্ষ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটাল করে ফেলেছে। এই কোম্পানির এজিএম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ১১ অগাস্ট। সেখানেই হোটেল ব্যবসা আলাদা করার কথা ঘোষণা হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলে ধারণা।

তবে এই ধরনের খবরগুলি বিনিয়োগকারীদের চাঙ্গা করলেও বাদ সেধেছে বেশ কিছু বড় কোম্পানি। প্রথম কোয়ার্টারের খারাপ ফলাফল। এর মধ্যে রয়েছে ডি মার্ট, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, ইনফোসিস ইত্যাদি। অ্যাভিনিউ সুপার মার্টের জুন কোয়ার্টারে মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ৬৫৮ কোটি টাকা। যদিও বিনিয়োগকারীরা আরও ভালো ফল প্রত্যাশা করেছিলেন। হিন্দুস্তান ইউনিলিভার জুন কোয়ার্টারে মোট লাভ করেছে ২৪৭২ কোটি টাকা। জুন ২০২২–এ এই এফএমসিজি কোম্পানির লাভ ছিল ২২৮৯ কোটি টাকা। তবে মার্চ, ২০২৩ কোয়ার্টারে ২৫৫২ কোটি টাকার তুলনায় লাভ অনেক কমে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়েছেন। শুক্রবার তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের শেয়ার দরে যা দুপুরের দিক অবধি ৩ শতাংশের মতো পতন দেখেছিল।

আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি ইনফোসিসের রেজাল্ট, খুব খারাপ না হলেও তাদের ফরোয়ার্ড লুকিং গাইডেন্স বিনিয়োগকারীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এতটাই আতঙ্ক ছিল যে, ইনফোসিসের ফলাফল বের হওয়ার পর আমেরিকায় এই কোম্পানির এডিআর বা আমেরিকান ডিপোজিটারি রিসিপ্টে ১৬ শতাংশের কাছে পতন হয়। পরে খানিকটা জমি উদ্ধার করতে পারলেও তার প্রভাব পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। শুক্রবার সকালে শেয়ার বাজারে ট্রেডিং চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০ শতাংশের ওপর পতন দেখে। দুপুর পর্যন্ত তা ৮ শতাংশ নীচে ট্রেড করছিল। পরে ইনফোসিস শেয়ারে প্রায় ১২ শতাংশ পর্যন্ত সংশোধন এসেছিল। ইনফোসিস জুন কোয়ার্টারে ৫৯৪৫ কোটি টাকা লাভ করেছে যা বিগত চারটি কোয়ার্টারের মধ্যে সবচেয়ে কম লাভ। অবশ্য জুন ২০২২–এর ৫৩৬২ কোটি টাকার তুলনায় তা বেশি হলেও এই কোম্পানি তাদের রেভেনিউ গাইডেন্স কমিয়ে ধরেছে ফিন্যান্সিয়াল ইয়ার ২০২৩–২০২৪–এর জন্য।

হিন্দুস্তান ইউনিলিভারে পতন, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের পতন এবং প্রায় সমস্ত আইটি কোম্পানিতে পতনের ফলে শুক্রবার নিফটি একসময় ২৪০ পয়েন্টের ওপর সংশোধন দেখে। রিলায়েন্স ৩ শতাংশের ওপর সংশোধন আসে শুক্রবার। সার্বিকভাবে হাই ওয়েটেজ শেয়ারগুলিতে পতনের ফলে শেয়ার বাজারেও সংশোধন আসে দ্রুত। যত সময় এগিয়েছে ততই সংশোধন গভীর হয়েছে নিফটি ৫০ এবং সেনসেক্সে। শুক্রবার যে শেয়ারগুলিতে সর্বাধিক পতন এসেছে তার মধ্যে রয়েছে টোকিও প্লাস্টিকস, কুইকহিল টেকনলজি, ইনফোসিস, সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, পারসিস্ট্যান্ট, কেপিআইটি টেকনলজি ইত্যাদি।

অবশ্য বহু শেয়ারে পজিটিভ মোমেনটামও ছিল। যেমন ক্যাপিটাল ট্রাস্ট, অটোলাইন ইন্ডাস্ট্রিজ, ডিবি কর্প, টানলা প্ল্যাটফর্ম, পিটিসি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ামার্ট ইন্টারমেশ, জিন্দাল, অতুল, ইউনাইটেড স্পিরিটস, রেল বিকাশ ইত্যাদি। যে কোম্পানিগুলি শুক্রবার তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে এপিএল অ্যাপোলো, অশোক লেল্যান্ড, অরবিন্দ ফার্মা, বাজাজ কনজিউমার, ভেল, স্যালে হোটেলস, দোদলা ডেয়ারি, ফিনোলেক্স কেবলস, গোদাবরী পাওয়ার, আইসিআইসিআই লম্বার্ড, আইটিসি, জেএসডব্লিউ স্টিল, ওএনজিসি, শ্রীরাম ফিন্যান্স, জেনসার টেকনলজি ইত্যাদি।

বিভিন্ন কমোডিটির মধ্যে ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৫৯,৩২১ টাকা। প্রতি কিলো রুপো ট্রেড করেছে ৭৫,১৪২ টাকা। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিঙ্ক প্রভৃতিতে হালকা সংশোধন আসে। প্রাকৃতিক গ্যাস ট্রেড করেছে ২২৭.৪০ টাকা প্রতি এমএমবিটিইউ। কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ক্রুড (৭৬.৫৪ ডলার), ব্রেন্ট ক্রুড (৮০.৫২ ডলার), মারবান ক্রুড (৮২.১৯ ডলার) ইত্যাদি। এইসময় তেলের দাম নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেলের দাম বৃদ্ধি যে কোনও দেশের শেয়ার বাজারকে আতঙ্কিত করে তোলার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করেছে ২৪.৪২ লাখ টাকায়। ইথেরিয়াম ১.৫৪ লাখ টাকায়, কারদানো ২৫.৫৬ টাকায়, পলিগন ৬২.৬৪ টাকায়, পোলকাডট ৪৫২.৫৫ টাকায় এবং আভালান্স ১১৩৯ টাকায়।

বৃহস্পতিবার রাতে বিভিন্ন আমেরিকান ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ডাউজোন্স ০.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ন্যাসড্যাকে ২.০৫ শতাংশ এবং এসঅ্যান্ডপি–তে ০.৬৮ শতাংশ সংশোধন আসে। শুক্রবার ইউরোপীয় শেয়ার বাজারগুলির মধ্যে ফুটসি এবং ক্যাক বৃদ্ধি পেলেও হালকা সংশোধন আসে ড্যাকে। এশীয় বাজারগুলির মধ্যে সংশোধন আসে নিক্কেই ২২৫ (–০.৫৮ শতাংশ), তাইওয়ান ওয়েটেড (–০.৭৯ শতাংশ) এবং সাংহাই (–০.০৬ শতাংশ)। তবে পজিটিভে ছিল হ্যাংসেং (০.৭৭ শতাংশ), কসপি (০.৩৭ শতাংশ), সেট কম্পোজিট (০.৫৩ শতাংশ) এবং জাকার্তা (০.২৪ শতাংশ)। বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে প্রতি ডলার ৮১.৯৮ টাকা, পাউন্ড স্টার্লিং ১০৫.৩৯ টাকা, ইউরো ৯১.২২ টাকা এবং ইয়েন ০.৫৮ টাকায় ট্রেড করেছে।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

শুক্রবারের পতনে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে দেশের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস। শুক্রবার ইনফোসিসের শেয়ারদর ৮ শতাংশ পড়ায় তা সূচকের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। পড়েছে অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারদরও। পারসিসটেন্ট, এইচসিএল টেক, উইপ্রো, টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রা, অন্যদিকে সূচকের হেভিওয়েট শেয়ার রিলায়েন্সের পতনও সূচককে টেনে নামিয়েছে।

লাগাতার ৬ দিন উত্থানের পর সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৬৬৬৮৪ এবং ১৯৭৪৫ পয়েন্টে। তার আগে বৃহস্পতিবার সেনসেক্স ৬৭৬১৯ এবং নিফটি ১৯৯৯১ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির গড়েছে। টানা উত্থানের পর এই সংশোধন একেবারে প্রত্যাশিত ছিল। সংশোধনের এই পাল্লা আরও লম্বা হতে পারে। একথা মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। সূচক নামলেও আগামীদিনে তা ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

শুক্রবারের পতনে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে দেশের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস। শুক্রবার ইনফোসিসের শেয়ারদর ৮ শতাংশ পড়ায় তা সূচকের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। পড়েছে অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারদরও। পারসিসটেন্ট, এইচসিএল টেক, উইপ্রো, টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রা, অন্যদিকে সূচকের হেভিওয়েট শেয়ার রিলায়েন্সের পতনও সূচককে টেনে নামিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস আলাদা হয়ে যাওয়ায় রিলায়েন্সের মুনাফা কমবে। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মুনাফা ১০ শতাংশ কমতে পারে। যার প্রভাব পড়েছে সংস্থার শেয়ারদরে। শুধু এই সংস্থাগুলির শেয়ারদর নয়, সূচকের টানা উত্থানে বেশিরভাগ সংস্থার শেয়ারদর অনেকটা বেড়েছে। তাই বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদর আরও সংশোধিত হতে পারে।

চলতি বছরে সূচকের এই রেকর্ড উত্থানে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তাদের প্রায় ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নিই সূচককে ১০ শতাংশ ওপরে তুলেছে। আগামীদিনে তাদের লগ্নি বজায় না থাকলে সংশোধনের মাত্রা আরও বড় হতে পারে। এর পাশাপাশি দেশের মিউচুয়াল ফান্ড ও লগ্নিকারী সংস্থাগুলি কী ভূমিকা নেয়, তার ওপরও নির্ভর করবে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ।

আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারে যে বিষয়গুলি প্রভাব ফেলবে তার অন্যতম হল–আমেরিকা সহ ইউরোপ–এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতি, অশোধিত তেলের দাম, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, দেশের জিডিপি পরিসংখ্যান ও মূল্যবৃদ্ধির হার, বর্ষার গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি। বর্তমান পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আগামীদিনে নিফটি ২০ হাজারের গণ্ডি এবং সেনসেক্স ৬৭ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন নজির তৈরি করতে পারে। তাই সংশোধনকে ভয় না পেয়ে একে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে সঠিক সময়ে লগ্নি করলে এখনও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ঝিমিয়ে থাকার পর ফের চাঙ্গা হওয়ার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে সোনা ও রুপো। এই দুই মূল্যবান ধাতুর দিকেও নজর দিতে পারেন লগ্নিকারীরা।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) **ইন্ডিয়ান মেটাল :** বর্তমান মূল্য–৩৪১.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–৩৬১/২৩১, ফেস ভ্যালু–১০.০০, কেনা যেতে পারে–৩১৬–৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–১৮৪১, টার্গেট–৪৫০।

২) **গুজরাট মিনারেল :** বর্তমান মূল্য–১৮৪.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–১৮৭/১২২, ফেস ভ্যালু–২.০০, কেনা যেতে পারে–১৭০–১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–৫৮৫২, টার্গেট–২৩৮।

৩) **বিইএল :** বর্তমান মূল্য–১২৪.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–১২৯/৮৩, ফেস ভ্যালু–১.০০, কেনা যেতে পারে–১১৭–১২২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–৯১৩৩৫, টার্গেট–১৬০।

৪) **ইউনিয়ন ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য–৯০.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–৯৬/৩৪, ফেস ভ্যালু–১০.০০, কেনা যেতে পারে–৮০–৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–৬১৭৫১, টার্গেট–১২৪।

৫) **বেদান্ত :** বর্তমান মূল্য–২৭৮.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–৩৪১/২০৬, ফেস ভ্যালু–১.০০, কেনা যেতে পারে–২৬৬–২৭৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–১০৩৪৩১, টার্গেট–৩৮৫।

৬) **পিসিবিএল :** বর্তমান মূল্য–১৫৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–১৭৮/১০৯, ফেস ভ্যালু–১.০০, কেনা যেতে পারে–১৪৮–১৫৩, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–৫৯৩৩, টার্গেট–২১০।

৭) **আইডিয়া ফোর্জ :** বর্তমান মূল্য–১১৭১.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন–১৩৪৪/৬৭২, ফেস ভ্যালু–১০.০০, কেনা যেতে পারে–১১০০–১১৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)–৪৮৮১, টার্গেট–১৪৫০।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ–ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

অথ মহারাজ-কথা

সংকটে বিজেপি

গৌতম সরকার

নাকের বদলে নরুন পেলাম, টাক ডুমা ডুম ডুম।

জেলা পরিষদ মেলেনি, পঞ্চায়েতেও ভরাডুবি। কিন্তু পদ্মের ঝুলিতে সাংসদ সংখ্যা বাড়ল। কোচবিহারের মতো ছোট জেলা থেকে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা দুই হয়ে গেল। দলের বিধায়ক সংখ্যার জোরে অনন্ত রায় হয়ে গেলেন রাজ্যসভা সাংসদ। প্রশ্নটা হল, পদ্ম শিবিরের লাভটা কী হল? দ্বিতীয়ত, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষনেতা রাজ্যসভায় যাওয়ায় পৃথক গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য গঠন এক ধাপ এগোল কি?

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে পেশ করা হলফনামায় অবশ্য অনুগামীদের সম্বোধনে মহারাজ নিজেকে কোচবিহারের বাসিন্দা বলতে পারেননি। নথি অনুযায়ী, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা অসমের চিরাং জেলায়। ঘটনাচক্রে কোচবিহারে তাঁর একটি বাড়ি আছে মাত্র। প্রাসাদোপম বাড়ি। যদিও রাজ্যসভার সাংসদের কোনও নির্দিষ্ট এলাকা থাকে না। ফলে অনন্তকে কোচবিহারের সাংসদ বলে আবেগ উসকে দেওয়ার জো নেই। বিজেপির লাভ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি শুরুতে করলাম, তার একটাই সম্ভাব্য জবাব, রাজবংশী কার্ডে খেলা হল।

প্রশ্নের পিঠে কথা আসে। সেই খেলার জন্য নিশীথ প্রামাণিক তো আছেনই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে রাজবংশী সন্তান। কোচবিহার জেলার কথা ধরলে বিজেপির জয়ী ছয় বিধায়কের পাঁচজনই রাজবংশী। আলাদা করে অনন্তকে বাজি রেখে খেলাটা কি আরও জমিয়ে দেওয়া যাবে? যদিও দল যাঁকে প্রার্থী করল, তিনি একবারও নিজেকে বিজেপি সদস্য বলছেন না। বলছেন, তাঁর তো দল আছেই। সে দলের নাম গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। হক কথা।

> অনন্ত যেহেতু গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষনেতা, তাই রাজ্যের দাবিদারদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ কতটা? খোদ অনন্ত ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থানে। রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার আগে ও পরে রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে তাঁর মুখে কুলুপ পড়েছে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি শুরুতে বলেছিলাম, গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিদারদের লাভ কতটা। অনন্ত যেহেতু গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষনেতা, তাই রাজ্যের দাবিদারদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ কতটা? খোদ অনন্ত ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থানে। রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার আগে ও পরে রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে তাঁর মুখে কুলুপ পড়েছে।

কখনও বলছেন, বিজেপি এখনই কিছু বলতে না করেছে, কখনও বলছেন, আজ নয় কাল বলব। আবার কখনও তাঁর মুখে শোনা যাচ্ছে, রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে আমি শুধু কোচবিহারের নই, সারা দেশের কথা আমাকে বলতে হবে। সাংসদ হওয়ার পর কোচবিহারে ফিরে বললেন, আগে তো রাজ্যসভায় যাই, তারপর বলব। 'মহারাজা' এখন শাঁখের করাত অবস্থায়।

তিনি রাজ্যের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলে বিজেপির রাজ্য নেতারা চটবেন। কেন না, তাতে বাংলাভাগে বিজেপি মদত দিচ্ছে বলে তৃণমূল প্রচারের অস্ত্র আরও বেশি করে পেয়ে যাবে। অনন্তের অন্য সংকটটা হল তাঁর অনুগামীদের মনোভাব। তাঁরা আলাদা রাজ্যের স্বপ্নের পিছনে ছুটছেন। সেই আবেগে হাওয়া দিয়েছেন বলে তাঁকে সবাই নেতা বলে মেনে নিয়েছেন। এখন সেই তিনি-ই যদি রাজ্যের দাবি নিয়ে মৌনী হয়ে যান, তাহলে অনুগামীদের স্বপ্নভঙ্গ হতে কতক্ষণ?

কিছু অসন্তোষ ইতিমধ্যে ছড়াতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের আনাচে-কানাচে কান পাতলে তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখলেও তা বোঝা যাচ্ছে? বিজেপির শর্ত বা নির্দেশ মেনে যত 'মহারাজ' নীরব থাকবেন, তত প্রশ্ন বাড়বে। ফলে প্রশ্ন থাকে, রাজবংশী কার্ডের খেলাটা বিজেপির কাছে বুমেরাং হয়ে যাবে না তো? এমনিতেই অনন্তকে মনোনয়ন দিতে গিয়ে বিজেপিতেও অনেক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা।

রাজ্য নেতৃত্ব অনন্তর নাম সুপারিশ করেনি। স্বপন দাশগুপ্ত, অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, শমীক ভট্টাচার্য, এমনকি মিঠুন চক্রবর্তীদের নাম ভাসলেও সেটা দিল্লির নেতারা উপেক্ষা করায় বঙ্গ বিজেপিতে ক্ষোভের শেষ নেই। উত্তরবঙ্গেও দলের অনেক নেতার গোঁসা ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছে ছোটখাটো নিস্পৃহ মন্তব্যে। একদিকে কার্ডের খেলা জনমতে ধাক্কা খেলে এবং দলের লোকেরা ক্ষুব্ধ হলে বিজেপির উভয়সংকট বাড়বে।

জনতা-জনার্দনের চোখে সন্দেহের জয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়েও হইল না শেষ'- আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল নেতাদের বুকে এখন কাঁটার মতো বিঁধছে কবিগুরুর লেখা পংক্তিগুলো।

ভোটপর্ব আপাতত সাঙ্গ। পদ্মগড়ের আনাচকানাচ ঘাসফুলে ভরে গিয়েছে। দুই জেলা পরিষদের সবক'টি আসনে উড়ছে সবুজ বিজয় পতাকা। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ের নিরিখে তৃণমূলের ধারেকাছে নেই বিরোধী কোনও দল। কিন্তু এই বিপুল জয়ের পরেও তৃণমূলিদের একাংশের অন্তরে তৃপ্তি নেই। আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের এক নেতার কথায়, 'মনটা কেন যেন কু ডাকছে।'

এই কু ডাকার কারণটা ঠিক কী? শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বোঝা গেল, কাগজেকলমে তাঁরা জয় পেয়েছেন ঠিকই, তবে, ভোট সন্ত্রাস, ছাপ্পা, ব্যালট লুট, ব্যালট চিবিয়ে খাওয়া ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে তৃণমূলের জয়কে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে আমজনতা। শেষ কয়েকদিনে যেভাবে হাইকোর্টে একের পর এক মামলায় ব্যালট কারচুপির তথ্য সামনে এসেছে, যেভাবে আদালতে দাঁড়িয়ে বিডিওরা ধমক খাচ্ছেন বা ব্যালট ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন তাতে জণগণের ভোটে স্বচ্ছভাবে তৃণমূল জয়ী হয়েছে, কট্টর তৃণমূল সমর্থক ছাড়া একবাক্যে একথা মানতে রাজি হচ্ছেন না কেউই। দলের মধ্যেও এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাতেই ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের কথা ভেবে কপালে ভাঁজ পড়েছে অনেকেরই।

ব্যালট কারচুপির অভিযোগের মামলায় ৩ অগাস্ট হাইকোর্টে ডাক পড়েছে ধূপগুড়ির বিডিও'র। আবার আলিপুরদুয়ারের যশোডাঙ্গায় গণনাকেন্দ্রের পাশে রাস্তায় ছাপ মারা ব্যালট পাওয়া নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের একাধিক গণনাকেন্দ্রে ব্যালট কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথে আবার আজব ঘটনা ঘটেছে। সেখানে প্রিসাইডিং অফিসারের নথি অনুসারে ভোট পড়েছিল ১০৩৬টি। অথচ বিডিও'র রিপোর্ট অনুসারে গণনার সময় বাক্সে মিলেছে ৯৫৬টি ব্যালট। অর্থাৎ ৮০টি ব্যালট গায়েব হয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দুটি বুথে ১৫-২০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছে তৃণমূল।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সুরেন্দ্রপ্রসাদ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের একটি ভোটকেন্দ্রে আবার উলটো ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে। প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরিত নথি অনুসারে ওই কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে মোট ভোট পড়েছে ৫৩৭টি। অথচ গণনাকেন্দ্রে ব্যালট বক্সের ভেতরে মিলেছে ৬২৭টি ব্যালট। বানারহাটে গায়েব হয়েছিল ৮০টি ব্যালট আর সুরেন্দ্রপ্রসাদের বুথে মিলল অতিরিক্ত ৯০টি ব্যালট। এত কাণ্ডের পর 'কারচুপি হয়নি' এই তত্ত্ব কে আর কেনই বা মানতে চাইবে বলুন।

চা বলয়ের দুই জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য হওয়া ডুয়ার্সে বড় রাজনৈতিক বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। কোন ম্যাজিকে ওই অসাধ্যসাধন করল তৃণমূল তার ব্যাখ্যা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তাবড় রাজনীতিবিদরা। ভোটের পর বিরোধীরা নানাভাবে লাগাতার প্রচার করে মানুষের মনে তৃণমূলের জয় নিয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে কার্যত সফল হয়েছে। পালটা প্রচারে সেই সন্দেহ দূর করার কোনও চেষ্টাই এখনও তৃণমূলের তরফে দেখা যায়নি। ফলে দুই জেলায় তৃণমূলের কামব্যাক থিওরি ঘাসফুলের পার্টি অফিসে স্বীকৃতি পেলেও সাধারণ মানুষের মনে তা সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি, যা তৃণমূলকে ভাবাচ্ছে।

ভালো ফলাফল করা ছাত্রটি নকল করে, নাকি সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে নম্বর পেয়েছে সেটা সার্টিফিকেটে লেখা থাকে না। সার্টিফিকেটটাই শেষ কথা। ভোটের ফলাফল অনেকটা সেরকমই। তাই তৃণমূলের জয় নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বিরোধীদের ভূমিকা নিয়েও কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। বিশেষত বিজেপির। ভূরিভূরি অভিযোগ থাকলেও সেগুলোকে সামনে রেখে দুই জেলার কোথাওই কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি গেরুয়া নেতৃত্ব। ফলে যে মানুষগুলো তৃণমূলের জয়ে সন্দিহান তাঁরা বিরোধীদের নিরুত্তাপেও বিস্মিত ও বিরক্ত।

ভোট পরবর্তী ডুয়ার্সের পরিস্থিতি বলছে, শুধু ব্যালটের হিসাবে জয় নয়, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে তৃণমূলের পঞ্চায়েত দখল ছোটগল্প হিসাবেই থেকে যাবে। লোকসভা জয়ের উপন্যাস লিখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হবে তাদের। আর শক্ত হাতে বৈঠা ধরার মতো অভিজ্ঞ মাঝি না পেলে পদ্ম শিবিরের পক্ষেও শুধুমাত্র গেরুয়া পাল তুলে দমকা হাওয়ার ভরসায় '২৪-এর যাত্রায় উত্তাল নদী পার করে তীরে নৌকা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

অনীতে নত পাহাড়

কৌশিক দত্ত

পাহাড়ের দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট অনেকটা স্বস্তি দিচ্ছে তৃণমূলকে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বিজেপির। আগামী বছর লোকসভা ভোটে যে অঙ্ক সহজে মিলবে না, তার আঁচ পেয়ে গেলেন রাজু বিস্টরা। সম্ভবত তার আভাস পেয়েই রাজু সিকিমের 'সেফ সিট'-এর খোঁজ করছেন।

বিজিপিএম-কে কোণঠাসা করতে বিজেপি কম চেষ্টা করেনি। মন ঘিসিং-বিমল গুরুংকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জোট তৈরির পরেও ভরাডুবি হয়েছে তাদের। মিরিক ছাড়া সব ব্লকেই পঞ্চায়েত ভোটে গোহারা হেরেছে গেরুয়া শিবির ও তাদের সহযোগীরা।

পাহাড় ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। কিন্তু দেড় দশক ধরে পাহাড় তো বিশ্বস্ত ছিল গেরুয়া রংয়ে। ২০০৯ সাল থেকে যশবন্ত সিনহা, এসএস আলুওয়ালিয়া এবং সব শেষে রাজু বিস্টকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন পাহাড়ের মানুষ। অবশ্যই তার নেপথ্যে ছিল বিমল গুরুংদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু এবারও তো বিমল পাহাড়ে হাজির থেকে বিজেপির হয়ে গলা ফাটিয়েছেন। কিন্তু নিজের লেবং ভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা আসন ছাড়া বিজেপির ঝুলিতে আর কোনও উপহার দেওয়া বিমলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কেন এমন হল? পাহাড়ের গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি বিজেপি নেতারা পঞ্চায়েত ভোটের আগে খতিয়ে দেখলে বিমলকে চোখ বন্ধ করে এতটা ভরসা করতেন না। দীর্ঘদিন পাহাড়ছাড়া থাকার সময়েও বিমলের কথা পাহাড়ে শিরোধার্য ছিল। বিজেপির গোপন আশ্রয়ে থেকে গত লোকসভা ভোটে বিমল পাহাড়ের উদ্দেশে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, পাহাড়ের মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। বিমল নিজের সর্বনাশ করলেন অন্তরাল থেকে সামনে এসে রাতারাতি তৃণমূলের হাত ধরে। কলকাতায় পা রেখে বিমল যেদিন 'মমতাদিদি'র আশ্রয় নিলেন সেদিন থেকেই তিনি পাহাড়ের মানুষের ভরসা হারিয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। পাহাড়বাসীর বড় আপনার জন বিমল তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এই বার্তাটা পাহাড়ে পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশ্য। তাতে তিনি ১০০ শতাংশ সফল। পাশাপাশি পাহাড়ে আইনের শাসন-প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দুটোই তিনি কায়েম করলেন অনীত থাপাকে সামনে রেখে। দক্ষ প্রশাসক হিসাবে পাহাড়কে নিয়ন্ত্রণে এনেছেন অনীত। পাহাড়ের মানুষের মনে বিমলের শূন্যস্থানে অনীত যে ঢুকে পড়েছেন, এটা তৃণমূলের কাছে সবচেয়ে স্বস্তিরা।

পঞ্চায়েত ভোট সেই ইঙ্গিতটাই স্পষ্টভাবে দিয়ে গেল। একমাত্র মিরিক বাদে পাহাড়ের সর্বত্রই বিজিপিএম-এর একচ্ছত্র প্রভাব। দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৭১টি আসনের মধ্যে ৯৪টিই অনীতের দখলে। বিমলের অনুগত মোর্চা বা জিএনএলএফের নির্দল প্রার্থীদের দখলে ৬৯টি আসন। জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লকেও একই অবস্থা। এখানকার ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৫টি আসনে বিজিপিএম-এর দখলে ৮৭টি আসন। কিছুটা হলেও বিজেপি'র নেতৃত্বে বিরোধী জোট এখানে লড়াই করেছে। তাদের দখলে ৫৮টি আসন।

মিরিকের ক্ষেত্রেই একমাত্র উলটো ছবি। এখানে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬২টি আসনের মধ্যে ১০টি বিজেপি ও ২৩টি নির্দলদের দখলে। বিজিপিএম ২৪টি আসন পেয়েছে এখানে। একমাত্র মিরিকেই তৃণমূল নিজেদের সংগঠনের উপর ভরসা করেছিল। তাদের দখলে মোটে পাঁচটি আসন। পার্বত্য তৃণমূলের সভাপতি এলবি রাই আর বিদায়ি সাংসদ শান্তা ছেত্রীর ইগোর লড়াইয়ে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে মিরিকে। জোটসঙ্গী অনীতকেও এখানে ডুবিয়েছেন পাহাড়ের তৃণমূল নেতারা। আবার রংলি রংলিয়টের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৩টি আসনের মধ্যে ৫৯টিই বিজিপিএম দখলে রেখেছে। বিরোধী জোটের হাতে ৩৪টি আসন। কার্সিয়াংয়ের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৯৮টি আসনের মধ্যে ৩৪৯টিই জিতে নিয়েছেন অনীত। সেখানে বিরোধীদের হাতে ২৪৪টি আসন।

কালিম্পংয়ের ৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮১টি আসনের মধ্যে ১৬৮টি জিতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অনীতের। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর বিরোধী জোট ভেঙে আরও পঞ্চায়েত সদস্য অনীতের দিকে যোগ দিয়েছেন। বিরোধী জোটের অবস্থা এতটাই খারাপ যে অনীত সদর্পে ঘোষণা করছেন, মিরিকের দখলও তাঁরাই নেবেন। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, পাহাড়ের দুই জেলায় পঞ্চায়েত সমিতিতেও কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন তিনি।

অনীতের এই কর্তৃত্বটাই বিজেপির কাছে অশনিসংকেত। পঞ্চায়েত ভোটে একটা কথা পরিষ্কার- পাহাড় অনীতকে মনে বরণ করে নিয়েছে। বিমল গুরুং তাদের কাছে অতীত।

সব শেষে 'বিপ্লব'

কল্লোল মজুমদার

ভোট আর ভোট মেশিনারি এই দুটো শব্দ যেন একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ভোট মেশিনারি ঠিকঠাক না থাকলে নির্বাচনে সাফল্য পাওয়া যায় না। ভোট লুট, সন্ত্রাস, প্রশাসনিক অতিসক্রিয়তার পাশাপাশি বিরোধীদের ব্যর্থ হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ এই ভোট মেশিনারি ঠিকঠাক না থাকা। অন্ততপক্ষে গৌড়বঙ্গে খুব উজ্জ্বল এই ছবিটা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন বা কীভাবে প্রমাণ হয়?

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর কিংবা ভোট হয়ে যাওয়ার পর প্রায় অধিকাংশ বিরোধীই অভিযোগ করছে, ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে। কি এই ভূতুড়ে ভোটার? ভূতুড়ে ভোটার তাঁরাই, যাঁরা হয়তো মারা গিয়েছেন অথবা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন অন্যত্র। সেইসব মানুষের নাম এখনও রয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকায়।

কিন্তু এই নিয়ে এখন অভিযোগ করে লাভ কী? অভিযোগটা করতে হত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে। কিন্তু সেই সময়টা বিরোধীদের কিন্তু গলা ফাটাতে দেখা যায়নি। একটা সময় ছিল যখন দেখা যেত, রাজনৈতিক দলগুলি খসড়া ভোটার তালিকা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জেনে নিতেন কে বা কারা মারা গিয়েছেন কিংবা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফাইনাল ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই তা জমা দেওয়া হত জেলার রিটার্নিং অফিসারদের কাছে। সেই তালিকা দেখে রিটার্নিং অফিসাররা সত্যতা যাচাই করে তবেই নাম বাদ দিতেন। কিন্তু এখন সেসব হয় না। আর তাই বলা যেতেই পারে ভোট মেশিনারির প্রথম পদক্ষেপে ডাহা ফেল বিরোধীরা। স্বাভাবিকভাবেই ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারদের বাড়বাড়ন্ত।

ভোট মেশিনারির প্রতিটি পদক্ষেপ জড়িয়ে রয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপের সঙ্গে। খসড়া তালিকা হাতে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে গিয়ে একটা কিন্তু জনসংযোগ গড়ে উঠত। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে ভোটারদের মুখোমুখি পরিচয় হত। চিনে নিতেন একে অপরকে। সেইসব রাজনৈতিক কর্মীরাই এজেন্ট হিসেবে বসতেন ভোটকেন্দ্রে। ফলে ভুয়ো ভোট আটকানো যেত অনেক সহজে। আমরা যদি একটু লক্ষ করি তবে দেখতে পাব, সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করলেও, ভুয়ো ভোটার নিয়ে অভিযোগ কিন্তু এবার হাতেগোনা। অথচ ফল প্রকাশের পর ভুয়ো ভোট নিয়ে সরব বিরোধীরা। স্পষ্টই, এক্ষেত্রেও বিরোধীদের ভোট মেশিনারি ডাহা ফেল করেছে।

এবার আসা যাক ব্যালট বক্স বদল ও স্ট্রংরুম পাহারার প্রসঙ্গে। একটা সময় ছিল যখন ভোট শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসারদের পিছন পিছন রাজনৈতিক দলের নেতারা পৌঁছে যেতেন ডিসিআরসিতে। যাতে শাসকদলের মদতে মাঝপথে ব্যালট বক্স বদলে না যায়, ছিনতাই হয়ে না যায়। দেখা যেত ভোট শেষ হওয়ার পর থেকে গণনা শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পালা করে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পাহারা দিতেন। এখন সেসব আর হয় না। সবটাই দায়সারা। আর যদি বিরোধীদের এই মেশিনারি ঠিক থাকত তবে গণনার পর নেতাদের অভিযোগ তুলতে হত না, ব্যালট বক্সের কাপড় ছেঁড়া, সিল ভাঙা নিয়ে, যা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভিযোগ উঠেছে প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই। বিরোধীরা সন্ত্রাস, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট নিয়ে যতই অভিযোগ করুন না কেন, এক্ষেত্রেও তাঁদের কিন্তু মানতেই হবে, ভোট মেশিনারি পুরোপুরি ফেল।

এবার আসা যাক একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ গণনার দিন। হঠাৎ বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে পোলড ভোটের চাইতে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বেশি। প্রশ্নটা এখানেই। তাহলে কাউন্টিং এজেন্টরা কী করছিলেন? বিরোধীরা জবাব দিচ্ছেন, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্তারা নাকি বিরোধী কাউন্টিং এজেন্টদের বের করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিরোধ কোথায়? বিরোধী নেতারা হয়তো দু'একটা উদাহরণ দিতে পারবেন। কিন্তু বাকি বুথগুলির ক্ষেত্রে তাদের জবাব কী? নেতারা কি স্বীকার করবেন, ভোট মেশিনারি নিয়ে ভাবেননি কেউ।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এককথায় বিরোধীদের ভোট মেশিনারি ডাহা ফেল।

ডুবে মৃত ২

শুক্রবার বিকেলে পূর্ণিয়ার গন্ডবাস গ্রামে সৌরা নদীর মরাখাতে ডুবে দুই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম চাহত পারভিন ও হিনা। পাঁচ কিশোরী মরাখাত পারাপারের সময় দুজন তলিয়ে যায়।

তোলাবাজির প্রতিবাদ, খুন ব্যবসায়ী

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২২ জুলাই : তোলা দিতে রাজি না হওয়ায় প্রাণ দিতে হল এক বস্ত্র ব্যবসায়ীকে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরের বাজারে। ধারালো চাকুর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসীম সাহা (৩০) নামের ওই ব্যবসায়ী। নিহত অসীম আবার বিজেপির ইসলামপুর শহর মণ্ডলীর সম্পাদক পদে ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় শাহিল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে শহরের মেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা।

নিহত অসীম তাঁর মামা রতন সাহার কাপড়ের দোকান দেখভাল করতেন। তিনি কোচবিহারের বাসিন্দা ছিলেন। অসীমকে বাঁচাতে গিয়ে মহম্মদ শমসাদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জখম হয়েছেন। তাঁকে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন (ফিটো)। ফিটো জানিয়েছে, ঘটনার প্রতিবাদে শহরের সমস্ত কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি সমস্ত ব্যবসায়ী একত্র হয়ে নিরাপত্তার দাবিতে পুলিশ সুপারের অফিস চলো অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'দিনের বেলা শহরের বুকে এই ধরনের ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দাদাগিরি ট্যাক্স না দেওয়ার মাশুল গুনতে হল নিরীহ অসীমকে।'

অসীমের মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই এদিন বিকালে বিজেপি নেতৃত্ব শিবডাঙ্গিপাড়ায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। ইসলামপুর থানার আইসি সন্দীপ চক্রবর্তী অবরোধস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'এত ভালো একটি

দলের কার্যকর্তা খুনের প্রতিবাদে অবরোধ বিজেপির। শনিবার ইসলামপুরে।

ছেলেকে এইভাবে প্রাণ দিতে হবে, ভাবাই যায় না। এই ঘটনা প্রমাণ করছে শহরে আইনের শাসন চ্যালেঞ্জের মুখে। আমরা দলগতভাবে একাধিক আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছি।' রবিবার শহরে ১২ঘণ্টার বন্‌ধ ডেকেছে বিজেপি।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং বলেছেন, এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কী কারণে এই খুনের ঘটনা ঘটল তা জানতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি।

কী ঘটেছে এদিন? সকালে মামা রতনের সঙ্গে অসীম কাপড়ের দোকানে বসে ছিলেন। সেই সময় শাহিল নামে অভিযুক্ত তাঁদের দোকানে পৌঁছায়। গত বেশকিছু দিন ধরে অভিযুক্ত তাঁদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে তিন লক্ষ টাকা চাইছিল বলে রতন অভিযোগ করেছেন। এদিন টাকা নিয়ে বচসা তীব্র আকার নিলে আচমকা অভিযুক্ত চাকু নিয়ে তাঁদের উপর চড়াও হয়। মামাকে আততায়ীর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে অসীম গুরুতর জখম হন। অসীমের গলায়, বুকে ও হাতে চাকুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয়রা পাকড়াও করার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অসীমকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ধরি ধরি মনে করি

দার্জিলিং ম্যালে পায়রাদের পেছনে ছুট এক খুদের। শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নাবালিকা 'প্রেমিকা'-কে অপহরণের অভিযোগ

রায়গঞ্জ ২২ জুলাই : প্রেমের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু পেশায় ভিনরাজ্যের শ্রমিক পাত্রকে মেনে নিতে চাননি পাত্রীর বাড়ির লোকজন। তাই নাবালিকা পাত্রীকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য অপহরণ করে ওই যুবক। বাড়ির লোকজন অভিযোগ দায়ের করলে অপহরণকারী যুবককে ইটাহার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকা প্রেমিকা তথা ১৪ বছরের কিশোরীকে হোমে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ধৃতের নাম মোকসেদুল আলম ওরফে রহমান (২৩)। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন তিনি। বাড়ি ইটাহারে। ১৪ বছরের এক কিশোরী তথা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে মোকসেদুলের নাকি প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ওই যুবক কিশোরীটিকে ভিনরাজ্যে পাচারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মেয়েটি রাজি হয়নি। এরপরেই স্কুল যাওয়ার পথে কিশোরী প্রেমিকাকে অপহরণ করে দিল্লিতে নিয়ে চলে যায়। সেখানে একটি পতিতাপল্লিতে তাকে বিক্রির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চলতি মাসের ১২ তারিখে ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে ইটাহার থানার পুলিশ দিল্লি থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/৩৬৫ ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক সিএনসিপি হোমে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিন আদালত ক্যাম্পাসে ওই কিশোরীর বাবা বলেন, 'আমার মেয়েকে অপহরণ করে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। আমি অভিযুক্ত যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমার গ্রামের অনেক শ্রমিক দিল্লিতে কাজ করেন। তাঁদের মুখ থেকে ফোন মারফত সমস্ত কিছু জানতে পেরেছি। এরপরেই পুলিশের দ্বারস্থ হই। ধৃত ওই যুবক দিল্লিতে একটি নির্মাণ সংস্থায় নির্মাণশ্রমিকের কাজে কর্মরত।'

চেল নদীতে ভেসে গেল স্কুল ছাত্র

মালবাজার, ২২ জুলাই : গত পুজোয় দশমীর দিন বিসর্জনে মাল নদীতে হড়পায় আটজনের মৃত্যুতেও হুঁশ ফেরেনি। শনিবার গরুবাথানে চেল নদীতে স্নান করতে নেমে ভেসে গেল মাল শহরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া।

স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোলেও তন্ময় দাস নামে ওই ছাত্র স্কুলে না গিয়ে দুই বন্ধুর সঙ্গে চেল নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। পাহাড়ি নদীর জলের টানে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে চলে যায় সে। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় যখন তাকে উদ্ধার হয় তখন সব শেষ। গরুবাথান থানার পুলিশের সহায়তায় তন্ময়ের দেহ গরুবাথান হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তরতাজা কিশোরের মৃত্যুতে মাল শহরজুড়ে শোকের ছায়া।

মাল শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির বাসিন্দা তন্ময় এলাকায় ভালো ছেলে বলেই পরিচিত। তন্ময়ের বাবা মন্টু দাস ডুয়ার্স এলাকায় পরিচিত সমাজসেবী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তন্ময় ও তার দুই বন্ধু অভিজিৎ দাস এবং বিকি সাহা শনিবার স্কুলে যায়নি। গরুবাথানে গিয়ে তারা চেল নদীতে নামে। পাহাড়ি নদীতে হঠাৎ করে জলস্তর বেড়ে যেতেই বিপত্তি ঘটে।

গরুবাথান থানার ওসি সৌরভ ঘোষ বলেন, চেলখোলার মুক্তি সেতুর ধারে মূল চড়ুইভাতি এবং পর্যটনকেন্দ্রে আমাদের সবসময় নজরদারি থাকে। ওখানে আমরা কাউকেই স্নান করতে দিই না। যে স্থানটিতে এই তিন কিশোর গিয়েছিল তা অনেকটাই শুনসান, ঝোপঝাড়পূর্ণ। এদিন গরুবাথানে তেমন বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পাহাড়ের উপরদিকে বৃষ্টি হলে গরুবাথানে নদীতে জল বাড়ে। একজন কিশোর জলস্রোতে ভেসে যায়। অন্য দুজন উঠে আসতে পেরেছে। আমরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় ভেসে যাওয়া কিশোরের দেহটি উদ্ধার করি।

চেল নদীর অন্য ধারে মায়ালুবস্তি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন সাঁকো তৈরির কাজ করছিলেন। তাঁরাই তন্ময়ের দেহ ভেসে যেতে দেখে গোসকানদাড়া এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার করেন। এর আগেও গরুবাথানের চেল নদীতে ভেসে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তন্ময়ের সঙ্গে থাকা দুই সহপাঠীর মধ্যে বিকি সাহা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির বাসিন্দা। অন্যজন অভিজিৎ দাস আনন্দপল্লি এলাকায় পেয়িং গেস্ট থাকে। ইংরেজিমাধ্যমের বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ওইদিন তিন পড়ুয়াই স্কুলে আসেনি। আমরা পরে মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাই। গরুবাথানের পাশাপাশি আমরা তন্ময়ের বাড়িতেও গিয়েছি।' বিশ্বজিৎবাবু বলেন, 'আমরা বারবার অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিং করছি। সর্বস্তরে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছি। তবু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল।'

রবিবার কালিম্পং হাসপাতালে তন্ময়ের দেহের ময়নাতদন্ত হবে। তারপর দেহ মাল শহরে ফিরিয়ে আনা হবে। তরতাজা কিশোরের মৃত্যুতে মাল শহরজুড়ে শোকস্তব্ধ পরিবেশ।

সীমান্তে ধৃত দম্পতির নাগরিকত্ব নিয়ে ধন্দ

মেখলিগঞ্জ, ২২ জুলাই : মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির খোলা সীমানা দিয়ে অহরহ চলে বাংলাদেশিদের আনাগোনা। ধরাও পড়ে মাঝেমধ্যেই। শুক্রবার দুই বাংলাদেশি নাগরিককে ধরে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল বিএসএফ। বাহিনীর ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ধাপড়াহাট সীমা চৌকির জওয়ানরা শুক্রবার তাঁদের আটক করেন। শনিবার তাঁদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ সাহা ও অরুণা সাহা। ওই দম্পতির বাড়ি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে।

পুলিশ ও বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাবি করলেও তাঁদের পরিচয় নিয়ে কিন্তু ধন্দ তৈরি হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে বিশ্বজিতের রেজিস্ট্রেশন করা আছে। তাঁর স্ত্রীও উচ্চশিক্ষিত। পিএইচডি করা। মেখলিগঞ্জ আইনজীবী মহল সূত্রে

> "ভারতে প্রবেশের তাঁদের কাছে কোনও বৈধ নথি ছিল না। মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
>
> –অমিত ভার্মা
>
> *অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মাথাভাঙ্গা*

জানা গিয়েছে, আদালতে তোলার পর ধৃতরা নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করেছেন।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা বলেন, 'ভারতে প্রবেশের তাঁদের কাছে কোনও বৈধ নথি ছিল না। মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

এদিকে বিএসএফের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে যাতায়াত করতেন। আগে বৈধভাবেই যাতায়াত করেছেন। এবার বাংলাদেশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতরা নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করেছে জানতে পেরে ওই বিএসএফ আধিকারিক পালটা দাবি করেন, ধৃতরা বাংলাদেশি। ভারতের নাগরিক হিসেবে তাঁরা কোনও পরিচয়পত্র বানালেও বানাতে পারেন। ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যই ধৃতরা অনুপ্রবেশ করেছেন বলে দাবি বিএসএফের।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফি বাড়ল কত

মাইগ্রেশন ফি

- ছিল– ৩০০ টাকা
- বেড়ে– ৫০০ টাকা (১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট পেতে)
- ৭০০ টাকা (৭ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট পেতে)
- ৯০০ টাকা (৩ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট পেতে)

ট্রান্সক্রিপশন ফি

- ছিল– ৫০০ টাকা
- বেড়ে– ৭০০ টাকা
- ভিনদেশে হলে– ৪০০০ টাকা

রেকর্ড ভেরিফিকেশন

- ছিল– ২০০ টাকা
- বেড়ে– ৩০০ টাকা

ডুপ্লিকেট কপি

- আগে– ১০০ টাকা
- বেড়ে– ৩০০ টাকা

সেন্টার পরিবর্তন

- আগে–৩০ টাকা
- বেড়ে–১৫০ টাকা

এনরোলমেন্টের প্রসেসিং ও স্টেশনারি চার্জ এবং রেজিস্ট্রেশন

- আগে– ১০ টাকা
- বেড়ে– ৩৫ টাকা

লেট ফি

- আগে– ১০ টাকা
- বেড়ে–১০০ টাকা

পোস্ট পাবলিকেশন স্ক্রুটিনি

- আগে–৪০ টাকা
- বেড়ে– ৮০ টাকা

পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউ

- আগে–৫০ টাকা
- বেড়ে–১০০ টাকা

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার এনরোলমেন্ট

- আগে– ৬০–৮০ টাকা
- বেড়ে– প্রতি সাবজেক্ট ৭০ টাকা

চর্চায় ২৭ বছর আগের অন্য আন্দোলন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : তিন দশকে কতখানি বদলে যায় আন্দোলনের সংজ্ঞা? বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার শহরের অফিসে পড়ুয়াদের তথাকথিত 'আন্দোলন' ঘিরে এখন এই চর্চাই চলছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। ছাত্র আন্দোলনের অনেক রূপই দেখেছে ডুয়ার্স। খুব বেশিদিন আগেকার কথাও নয়। আলিপুরদুয়ার জেলা অবশ্য তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। আজ থেকে ২৭ বছর আগে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফালাকাটা। আন্দোলন থামাতে লাঠিচার্জ, গুলি চলেছিল। কার্ফিউ ডাকতে হয়েছিল। এমনকি লাগাতার বনধ পালিত হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ২ ছাত্রের। ছুটে এসেছিলেন তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অনেক নেতা–নেত্রী। ছাত্রদের ওই আন্দোলন ঝড় তুলেছিল রাজ্য রাজনীতিতে।

প্রসঙ্গ সংবাদপত্রের অফিসে ছাত্রদের হামলা

আর গত বৃহস্পতিবার নাকি আলিপুরদুয়ার শহরে ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। কী সেই আন্দোলন? খবরের জেরে কার্যত পরীক্ষায় কড়া গার্ড দেওয়া হচ্ছে বলে তার 'প্রতিবাদে' সংবাদপত্রের অফিসে এসে সাংবাদিকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, চেয়ার–টেবিল উলটে দেওয়া, এমনকি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি। স্থানীয় পলিটেকনিকের ইউনিফর্ম পরা একদল ছাত্রের সেই তাণ্ডবলীলা নিয়ে এখন বেশ চর্চা শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ জানাবার দু'দিন পরেও কাউকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়নি।

২৭ বছর আগে ঘটা ছাত্রদের সেই আন্দোলন আর বৃহস্পতিবারের ছাত্রদের হামলা দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো বটেই। আর বিশিষ্টজনরা প্রথমটিকে ছাত্র আন্দোলন বললেও দ্বিতীয়টিকে গুন্ডামি বলেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার (দমনপুর) গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের এই আচরণ কেউ মেনেও নিতে পারছেন না।

ফালাকাটায় কী ঘটেছিল? সময়টা ১৯৯৬ সালের ৯ অগাস্ট। ফালাকাটার দুলালদোকান এলাকায় এক ছাত্রকে মারধর করে আটক করে রাখা হয় বলে খবর রটে যায়। খবর পেয়ে ফালাকাটা হাইস্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে যান। অভিযোগ, ওই সময় শিক্ষকদেরও আটকে হেনস্তা করা হচ্ছিল। স্কুলে সেই খবর পৌঁছাতেই বাঁধভাঙা জলের মতো ছাত্ররা দুলালদোকান চলে যায়। সেখানে জনতা এবং ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। ভাঙচুর করা হয় দোকানপাট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে পুলিশ, র‍্যাফ। স্থানীয় জনতা এবং ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে শুরু হয় লাঠিচার্জ, ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অভিযোগ, এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে পুলিশ। তাতে ঘটনাস্থলেই আনন্দ ও অঞ্জন নামে ফালাকাটা হাইস্কুলের দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়। এরপরেই পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ছাত্রদের আন্দোলনে ফালাকাটার সাধারণ মানুষ শামিল হয়। একাধিক সরকারি অফিসে আগুন লাগানো হয়।

এদিকে, উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার অফিসে ছাত্ররা যে আচরণ করেছে, তা সাধারণ মানুষ তো বটেই, রাজনৈতিক মহলও মেনে নিতে পারছে না। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'আমরাও ছাত্র আন্দোলন করে বড় হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধেও অনেক খবর হয়েছে। তাই বলে সংবাদপত্রের অফিসে হামলা! এটা আমরা আজকেও কল্পনা করতে পারি না।' তিনিও পুলিশের কড়া পদক্ষেপের কথাই বলেছেন।

আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও ছাত্র আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছেন। তিনিও এমন ঘটনার কথা শুনে অবাক। বললেন, 'ওরা এমন শিক্ষা পেল কোথায়! জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্ররা। আগামী দিনে এমন ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপের দাবি করছি।'

ভুল করেছি

প্রথম পাতার পর

বর্ষীয়ান সিপিএম কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন মেয়র মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আম্রুত–২ প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ির দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের জন্যে আমাদের পুরবোর্ড তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে সমস্ত প্ল্যান ডিজাইন পাঠিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার তা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায়নি। এরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।'

বেশ কিছুদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় শিলিগুড়ি শহর জেরবার হয়ে রয়েছে। পানীয় জল নিয়ে পুরনিগমে প্রতিনিয়ত ভূরিভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে। প্রতিটি 'টক টু মেয়র'–এ জল নিয়ে গড়ে পাঁচটি করে ফোন আসেই। তবে অন্যদিনের তুলনায় জল নিয়ে এদিন পাঁচগুণ বেশি ফোন এসেছিল। অভিযোগ, বাড়িতে জলের সংযোগের জন্য টাকা নেওয়া হলেও পরিষেবা মিলছে না। কোনও জায়গায় আগে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও হঠাৎ করেই তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলা মন্দির এলাকার বাসিন্দা সোনা রায়ের অভিযোগ, এর আগে টক টু মেয়রে ফোন করার পর পুরনিগমের বাস্তুকাররা গিয়ে পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি দেখে আসেন। কিন্তু এখনও বাড়িতে জল পরিষেবা মিলছে না। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, ওই এলাকায় মেইন পাইপলাইনে জলের প্রেশার নেই। ফলে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরের বাসিন্দা কণিকা প্রসাদ এদিন মেয়রকে অভিযোগ জানালে জলসমস্যায় তাঁরাও জেরবার বলে গৌতম তাঁকে পালটা জানান। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাপি রায় মেয়রের ফেসবুক পেজে লিখিত অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, এক বছর ধরে বাড়িতে পানীয় জল পরিষেবা মিলছে না। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাঁদের জল টেনে নিয়ে আসতে হয়। কাউকে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা আবার কাউকে নতুন জলপ্রকল্পের কথা বলে মেয়র পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালান। পাশাপাশি, রবিবার থেকে শহরে পানীয় জলের সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

নির্মল ব্লকে বেহাল শৌচালয়ে প্রশ্ন

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ জুলাই : চোপড়া ব্লক বছর পাঁচেক আগেই নির্মল ব্লক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অথচ সদর চোপড়ায় শৌচালয়ের সমস্যায় ক্ষোভ বাড়ছে। বছরের পর বছর একই সমস্যা নিয়ে তিতিবিরক্ত এলাকার বাসিন্দারা। চোপড়া বাসস্টপেজ, বাজার, গুদরি বাজার, চোপড়া হাট সহ একাধিক জনবহুল এলাকায় শৌচালয় না থাকায় সমস্যা বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি উদ্যোগে এলাকায় আপাতত যে দু'একটি সুলভ শৌচালয় রয়েছে, সেখানেও পরিষেবা অমিল। পঞ্চায়েত প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় সেগুলি কাজে লাগছে না।

বিডিও অফিসে কাজে আসা আবু সামাদ বললেন, 'কয়েক বছর আগে চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরের এক কোনায় সুলভ শৌচালয় গড়া হলেও সেটি দেখভালের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য। শৌচালয়টিতে বেশিরভাগ সময় তালা ঝোলে।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, সাফাইকর্মীর অভাবে সুলভ শৌচালয় দুটি চালু রাখতে সমস্যা হচ্ছে। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সদর চোপড়ায় আসেন বহু মানুষ। কিন্তু সুলভ শৌচালয় না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিতকুমার সাহার কথায়, 'নির্মল ব্লক ও নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর এলাকায় দীর্ঘদিন শৌচালয়ের সমস্যা। স্বাভাবিকভাবে বাইরের মানুষকে যেখানে–সেখানে শৌচকর্ম সারতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, থানা রোড এলাকায় রুরাল লাইব্রেরি চত্বরে জেলা পরিষদের তহবিলে শৌচালয় হয়েছিল। পাঁচ বছর পরেও সেটি চালু না করায় ক্ষোভ বাড়ছে। একইভাবে চোপড়া হাট এলাকার একটি শৌচালয় কয়েক বছর ধরেই বন্ধ। অন্যদিকে, পাবলিক হল সংলগ্ন চোপড়া গার্লস স্কুল এলাকায় পরিবহণ দপ্তরের বরাদ্দ তহবিলে একটি শৌচালয়যুক্ত প্রতীক্ষালয় বছর দুয়েক আগে উদ্বোধন করা হলেও এখনও পরিষেবা অমিল। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি উপপ্রধান জাহেদা খাতুনের কথায়, 'যে দুটি সুলভ শৌচালয় পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে, শুনেছি সাফাইকর্মীর অভাবে নিয়মিত তা চালু করা যাচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একাধিক জায়গায় নতুন শৌচালয় করার চেষ্টা চলছে।'

তালাবন্ধ চোপড়ার রুরাল লাইব্রেরি প্রাঙ্গণের শৌচালয়।

৫ দিন পর

প্রথম পাতার পর

সিপিএমও ঘটনাটি নিয়ে সরব। দলের মালদা জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র বলেন, 'পাকুয়াহাটে নির্যাতিত দুই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই থাকুক না কেন, কিন্তু এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, 'পাকুয়াহাটে হাটের ২০০ মিটারের মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও এত বড় হাটে কোনও পুলিশ আধিকারিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন না কেন? যারা মারধর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ওই দুই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখা উচিত পুলিশের।'

মহিলা দুজনকে সেদিনই গ্রেপ্তার করা হলেও গত পাঁচদিনে পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও পুলিশ ওই হামলায় কোনও মামলা রুজু করেনি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে বীরভূমের মানবাধিকার কর্মী সংগীতা চক্রবর্তী দু'দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনাটির ভিডিও পোস্ট করলে। এরপর টনক নড়ে পুলিশের।

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৮.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	২৫.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	২৬.০
কোচবিহার	৩৩.০	২৭.০
আলিপুরদুয়ার	৩৩.০	২৭.০
মালদা	৩৫.০	২৭.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	২৭.০
গ্যাংটক	২৫.০	১৮.০

নারীনিগ্রহে তর্জা কলকাতা-দিল্লির

প্রথম পাতার পর

স্বভাবতই অভিযোগ ওঠে, রাজ্য সরকার হাটের মধ্যে বিবস্ত্র করে মারকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর নয়াদিল্লিতে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মমতা কোথায়' বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, 'হিংসা এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে নেই। মালদায় দুই মহিলাকে মারতে মারতে অর্ধনগ্ন করা হয়েছে। হাওড়ার পাঁচলায় বিজেপি প্রার্থীকে বিবস্ত্র করে ঘুরিয়েছে তৃণমূলের ৪০ জন গুন্ডা। কেউ কোনও কথা বলছেন না। সবাই বোবা হয়ে গিয়েছেন। কোথায় গেলেন মোমবাতি মিছিল করা প্রতিবাদীরা?'

ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করে অনুরাগের প্রশ্ন, 'পশ্চিমবঙ্গের হিংসায় বিরোধী নেতাদের মুখে কুলুপ আঁটা থাকে কেন? হাওড়া ও মালদায় যা ঘটেছে, তা ভয়াবহ।' গান্ধি পরিবারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধিরা রাজস্থানের মহিলাদের ওপর যৌন অপরাধ নিয়ে সেখানকার মন্ত্রী শান্তি ধারিওয়ালের মন্তব্য প্রসঙ্গে চুপ কেন? সহানুভূতি নয়, রাজনীতির চশমা দিয়ে নারী নির্যাতন দেখা হচ্ছে। বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেদের দায়িত্ব থেকে পালাতে পারেন না।'

আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের মালদায় দুজন দলিত মহিলাকে মারধর করে বিবস্ত্র করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্থানে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের সত্যটা শুনতে নারাজ কংগ্রেস। তারা ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়ে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে খুনের ঘটনায় নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে কংগ্রেস।'

তৃণমূল অবশ্য ছেড়ে কথা বলেনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির উদ্দেশে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র টুইট করেন, 'মাফ করবেন মাননীয় নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী। আপনি যে দুরাচারের কথা বলেছেন, সেটা ঠিক নয়। মণিপুর ঘটনা থেকে নজর ঘোরাতে অন্য রাজ্যের ব্যাপারে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে বিজেপি যা করছে, সেটাই আসলে দুরাচার। মণিপুরে আমাদের বোনেরা যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী মূক ছিলেন। আপনাদের কুর্সি যখন আমাদের কুস্তিগিরদের রক্ষা করতে পারে না, তখন সেটা দুরাচার।'

স্মৃতিকে মহুয়ার কটাক্ষ, 'আপনি বরং একটি অভিধান কিনুন। যদি মৌনগুরু তার জন্য অনুমতি দেয়।' বিজেপি অবশ্য লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছে দিনভর। সক্রিয় ছিল দলের আইটি সেল। এই সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালব্য টুইটারে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আতঙ্ক অব্যাহত। মালদায় দুই আদিবাসী মহিলাকে নগ্ন করে নির্মমভাবে নির্যাতনের সময় নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল রাজ্য পুলিশ।'

মালদা, মণিপুর নিয়ে এ রকম চাপানউতোরের আবহে বিরোধী দলগুলি সোমবার সংসদে আরও সমালোচনা চড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের দপ্তরে বসে রণকৌশল ঠিক করবে। তারপর গান্ধিমূর্তির সামনে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

ফের ধর্ষণ-হত্যা, উত্তাপ বাড়ছে মণিপুরে

ইম্ফল, ২২ জুলাই : মণিপুরের থৌবল জেলার দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানো এবং গণধর্ষণের ঘটনায় শনিবার সকালে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হল। যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটে ৪ মে। ওই ঘটনার ভিডিও ফাঁস হয় দু'দিন আগে। তারপর চূড়ান্ত অশান্তি ও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যটিতে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু যৌন হয়রানি ও হত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র '২৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে' দেখা ঘটনাই নয়, ৪ মে পূর্ব ইম্ফলে আরও দুই কুকি-জোমি মহিলার ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। ২১ ও ২৪ বছর বয়সি দুই মহিলাকে সেদিন তাঁদের ভাড়াবাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বার করে এনে গণধর্ষণের পরে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। আরও মারাত্মক অভিযোগ, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের কাউকেই এপর্যন্ত ধরা যায়নি।

এই দুই মহিলা পূর্ব ইম্ফলে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন এবং কাজ করতেন একটি গ্যারাজে। তাঁদের একজনের মা ৫ মে সন্ধ্যায় ফোনে পাননি মেয়েকে। এক অপরিচিত মহিলা ফোন ধরে কর্কশ গলায় তাঁকে হুমকি দেন। এরপর আরও কয়েকবার ফোন করলেও সাড়া মেলেনি। এর কিছুদিন পরে দুই মহিলার এক নাগা-সহকর্মী জানান, সেদিন শতাধিক লোকের একটি দল ঘরে ঢুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করে ওই দুজনকে। এরপর কাংপোকপির সাইকুল থানায় অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ দায়ের করেন মা। পুলিশ সেই জিরো এফআইআর পাঠিয়ে দেয় পূর্ব ইম্ফলের পরমপট থানায়। ১৩ জুন থানার পাঠানো ছবি দেখে দুই মহিলার দেহ শনাক্ত করা হয়। এই ঘটনার খবরও ১২ জুন জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ আকারে জমা পড়েছিল নর্থ আমেরিকান মণিপুর ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন মারফত।

মণিপুরে লাগাতার হামলা ও নির্যাতনের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়াতে শুরু করেছে। এদিন একটি নৃশংস ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে, এক কুকি যুবকের কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটি বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়ায়। নিহতের নাম ডেভিড থিয়েক। এই হত্যার ঘটনা ঘটে ২ জুলাই। সেদিন

বেসামাল বিদ্রোহ

- নারী নির্যাতনে গ্রেপ্তার পঞ্চম অভিযুক্ত
- ৪ মে গণধর্ষণ করে খুন করা হয় আরও দুই কুকি-জো মহিলাকে
- ইম্ফলে রাস্তা আটকে, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মহিলাদের
- অগ্নিগর্ভ মণিপুরকে সামাল দিতে পাশের রাজ্য থেকে আরও সেনা, পুলিশ

কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল তিনজনের।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই মণিপুরে উত্তেজনা বেড়েছে। শনিবার রাস্তা আটকে টায়ার জ্বালিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়েছেন জনজাতিভুক্ত মহিলারা। পথে নেমেছে সেনাবাহিনী। মণিপুর পুলিশ ও আধাসেনাকে শক্তিশালী করতে পড়শি নাগাল্যান্ড, অসম থেকে ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকদের মণিপুরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইম্ফলের ঘড়ি এলাকায় যান চলাচলের রাস্তা আটকে শনিবার সকাল থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা রাস্তার মাঝে টায়ার জ্বালিয়ে দেন। তাঁদের হাতে আরএসএস-বিরোধী প্ল্যাকার্ডও দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি, সেনা জওয়ানদেরও সেখানে পাঠানো হয়।

মণিপুরজুড়ে লাগাতার হিংসা ও অশান্তির জন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকে দায়ী করেছেন থৌবল জেলায় যৌন হেনস্তার শিকার এক যুবতীর মা। তাঁর বর্ণনায় রাজ্যের বীভৎস পরিস্থিতি উঠে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর কোনওদিনই নিজেদের গ্রামে ফিরতে পারবেন না তাঁরা। ৪ মে তাঁর মেয়েকে বিবস্ত্র করে হাঁটানো ও গণধর্ষণের আগে তিনি হারিয়েছিলেন নিজের স্বামী ও সন্তানকে। হামলাকারীরা বাড়িঘর জ্বালানোর পাশাপাশি খুন করেছিল ওই দুজনকে। তাঁর কথায়, 'আমার মেয়েকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। পড়াশোনা শেষ করার পর ওকে ভালো জায়গায় পাঠানোর কথা ভেবেছিলাম। কষ্ট করে পয়সা জমাচ্ছিলাম। ও চলে গেল। আমার স্বামীও খুন হল। বড় ছেলের হাতে কোনও কাজ নেই।'

মণিপুরে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মুখর গোটা দেশ। থানেতে বিক্ষোভ মহিলাদের। অন্যদিকে, চূড়াচাঁদপুরে দোষীদের শাস্তির দাবিতে মণিপুরের মহিলাদের সমাবেশ।

মিজোরাম থেকে মেইতেইদের উৎখাতের ডাক

আইজল, ২২ জুলাই : মণিপুর কাণ্ডের প্রভাব পড়ল পড়শি রাজ্য মিজোরামেও। প্রায় তিনমাস কুকি এবং মেইতেইদের মধ্যে গোষ্ঠীসংঘর্ষে উত্তপ্ত রয়েছে মণিপুর। এবার মিজোরামে বসবাসকারী মেইতেইদের রাজ্য ছাড়ার ডাক দিয়েছে 'পামরা' বলে একটি সংগঠন। সংগঠনটির তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে মেইতেইদের রাজ্য ছাড়ার 'আর্জি' জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে, নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই মেইতেইদের মিজোরাম ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। এরপর তাদের ওপর কোনও অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে দায়ী থাকবে তারাই। এই বিবৃতির পরেই মেইতেইদের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিজোরাম সরকার।

> নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই মেইতেইদের মিজোরাম ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। এরপর তাদের ওপর কোনও অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে দায়ী থাকবে তারাই।

সূত্রের খবর, পামরা নামে সংগঠনটি প্রাক্তন জঙ্গিদের দ্বারা পরিচালিত। শুক্রবার সংগঠনটির তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়, মণিপুরের নারী নির্যাতনের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরেই মিজো যুবকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। তাই নিজেদের 'নিরাপত্তার স্বার্থে'ই মেইতেই সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের রাজ্য ছাড়তে বলা হয়েছে। তারপরেও 'অপ্রীতিকর' কিছু ঘটলে তার দায় মেইতেই ছাড়া অন্য কারও ওপর বর্তাবে না।

মিজোরাম প্রশাসনের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিবৃতিটি প্রকাশ্যে আসার পরেই দ্রুত পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। মেইতেইদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কিছুদিন আগে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সঙ্গে টেলিফোনে একটি কথোপকথনে রাজ্যে বসবাসকারী মেইতেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।

মূলত অসম এবং মণিপুরে বসবাসকারী মেইতেই জনগোষ্ঠীর একাংশ মিজোরামেও বসবাস করেন। বুধবার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মণিপুরের একটি ভিডিও ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে। তার ঢেউ মিজোরামের গায়েও লেগেছে।

নারী নির্যাতন নিয়ে অস্বস্তিতে কংগ্রেস

অশোক গেহলটকে বিঁধে কুর্সিচ্যুত রাজস্থানের মন্ত্রী

জয়পুর, ২২ জুলাই : মণিপুর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করতে গিয়ে রাজস্থানে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা প্রসঙ্গে অস্বস্তি বাড়ল গেহলট সরকারের। শুক্রবার বিধানসভায় রাজস্থানের সৈনিক কল্যাণ, হোমগার্ড ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুঢা রাজ্যের মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধের প্রসঙ্গে সরব হন। তাঁর সতীর্থ কংগ্রেস বিধায়করা যখন মণিপুরের হিংসা নিয়ে কথা বলছিলেন তখন গুঢা সরাসরি নিজের সরকারকেই কাঠগড়ায় তোলায় শোরগোল পড়ে যায়। শুক্রবার বিধানসভায় তিনি বলেন, 'আমরা মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। এটাই সত্য। রাজস্থানে যেভাবে মহিলাদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে তাতে মণিপুর ইস্যু তোলার আগে নিজেদের আত্মসমীক্ষা করা প্রয়োজন।' এরপরই তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করে রাজভবনে বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মতি দেন।

ঝুনুঝুনু জেলার উদয়পুর্বতীর বিধায়ক গুঢা ২০১৮ সালে বসপার টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। ২০২০ সালে তিনি সহ ৬ বসপা বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের শিবিরের সঙ্গে থাকলেও বছর খানেক ধরে তিনি শচীন পাইলটের সমর্থনে একের পর এক মন্তব্য করেছেন। রাজস্থানে মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আত্মসমালোচনার বার্তার নেপথ্যে পাইলট শিবির কলকাঠি নেড়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে

মণিপুর প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

করছেন, অপসৃত মন্ত্রী বিজেপির ভাষায় কথা বলেছেন।

রাজস্থানে কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা কো-ইনচার্জ অমৃতা ধাওয়ান বলেন, 'রাজেন্দ্র গুঢা বিজেপির ভাষায় কথা বলছেন। ওঁকে আগেও একাধিকবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ওঁকে আগেই মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করা উচিত ছিল। কংগ্রেসে থেকে উনি যদি বিজেপির ভাষায় কথা বলেন তাহলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।' তবে মন্ত্রিত্ব খোয়ালেও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নন গুঢা। তাঁর সাফ কথা, 'মানুষ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমি তাঁদের জন্য কাজ করব। অশোক গেহলট আমাকে মন্ত্রীসভা সরিয়েই দিন কিংবা জেলেই পাঠান, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কথা বলে যাব।' গুঢা ফের বলেন, 'আমাদের রাজ্যে মহিলারা মোটেই নিরাপদে নেই। মহিলাদের ওপর অত্যাচারে রাজস্থান শীর্ষস্থানে রয়েছে। রাজ্য সরকার মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।' বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন বলেও জানান গুঢা। তিনি বলেন, রাজ্যের পুলিশবাহিনী দুর্নীতিগ্রস্ত। তারা প্রতিমাসে মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিতেই ব্যস্ত। মদ বিক্রি এবং এফআইআর দায়ের করতেও পুলিশ টাকা নেয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গোটা ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের সমর্থন পেয়েছেন গুঢা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা রাজেন্দ্র রাঠোর বলেন, 'সরকার যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। সংবিধানে বলা আছে, একজন মন্ত্রী যখন কিছু বলেন, তখন তার অর্থ গোটা সরকার সেই কথাটি বলছে। ওই মন্ত্রী সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আমি ওঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' বিজেপি সাংসদ রাজ্যবর্ধন রাঠোর বলেন, 'কংগ্রেস সত্যিটা সহ্য করতে পারছে না বলেও ওই মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দুটি মসজিদ উচ্ছেদের নোটিশ রেলের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : রেলের জমি দখল করে থাকার অভিযোগে দুই মসজিদকে নোটিশ দিল উত্তর রেল। ১৫ দিনের মধ্যে মসজিদ দুটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নোটিশে। রেল হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারিত না হলে পদক্ষেপ করবে রেলপ্রশাসন। জমি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেঙ্গলি মার্কেট মসজিদ ও বাবর শাহ তাকিয়া মসজিদের বিরুদ্ধে নোটিশ দিয়েছে রেল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অপসারণ প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব বর্তাবে সংশ্লিষ্ট দুই কর্তৃপক্ষের ওপর। রেলকে না জানিয়ে অবৈধভাবে জমি দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে মসজিদ।

বাবর শাহ মসজিদটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। সেক্রেটারি আবদুল গফর জানিয়েছেন, দিল্লির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাঁদের মসজিদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শতাব্দী প্রাচীন এই মসজিদের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। রেলের তরফে জমির মালিকানার দাবি থেকে বিতর্ক তৈরি করেছে এলাকায়। জায়গাটি খালি করার দাবিতে মসজিদ সংলগ্ন মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কার্যালয়েও নোটিশ পাঠিয়েছে রেল।

ধসে অনাথদের দত্তক নেওয়ার ঘোষণা শিন্ডের

নিখোঁজ ৮৬, উদ্ধার ২৬ দেহ

মুম্বই, ২২ জুলাই : বন্যায় বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের রায়গড়। সেখানে পাহাড় ধসে গত তিনদিনে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনদিন পরেও খোঁজ মিলছে না অন্তত ৮৬ জনের। ধ্বংসস্তূপে বহু মানুষ আটকে থাকতে পারেন আঁচ করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শনিবার সকালে নতুন করে উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে তারা।

রায়গড় জেলার ইরশালওয়াড়ি গ্রামে বুধবার ভোরে পাহাড়ের একাংশ ধসে পড়ে। কাদামাটিতে বসে যায় গ্রামের একাধিক বাড়ি। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত আদিবাসী গ্রামটির ধ্বংসস্তূপ থেকে ২২ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে উদ্ধারকারী দলের এক সদস্যের।

রায়গড় জেলার ইরশালওয়াড়ি গ্রামে সাম্প্রতিক ভূমিধসে বাবা-মা দুজনকেই হারিয়ে অনাথ হয়ে গিয়েছে এমন শিশুদের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে দত্তক নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে শিবসেনা। ২ থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীকান্ত শিন্ডে ফাউন্ডেশনকে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাড়িঘর ধসে মৃতদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ৪ জন শিশু এবং বাকি মহিলা। একই পরিবারের ৯ জন সদস্যের মৃত্যুর কথাও জানিয়েছে পুলিশ।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভারী বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ স্থগিত রেখেছিল। শনিবার সকালে আবার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু হয়। মহারাষ্ট্র সরকার এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার খরচও বহন করবে সরকার।

ইরশালওয়াড়ি গ্রামে মোট ২২৯ জন বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ১১১ জন নিরাপদে রয়েছেন। ৪৮টি বাড়ির মধ্যে অন্তত ১৭টি বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পুরোপুরি বা আংশিক চাপা পড়ে গিয়েছে।

সপরিবারে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের।

রেহাই পেলেন না স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্ত্রীও

ইম্ফল, ২২ জুলাই : যত সময় এগোচ্ছে একের পর এক বিভীষিকাময় ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসছে মণিপুর থেকে। বিবস্ত্র করে হাঁটানো থেকে শুরু করে মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে দেওয়া কিংবা ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে গণধর্ষণের পর হত্যা করা, কী না ঘটেছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যটিতে!

এবার জানা গেল, সেখানে জাতি হিংসার আগুন থেকে রক্ষা পাননি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীর অশীতিপর স্ত্রীও। কাকচিং জেলার সেরৌ গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তালাবন্ধ ঘরে সেই আগুনেই মৃত্যু হয় রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী এস চূড়াচাঁদ সিংয়ের স্ত্রী ইবেতোম্বি (৮০)-র।

ঘটনাটি গত ২৮ মে-র। সেদিন রাজধানী ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরের ওই গ্রামে কুকি ও মেইতেইদের দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর

এপিজে আবদুল কালামের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী এস চূড়াচাঁদ।

মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল। এর জেরে বেশ কয়েক জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। বাকিরা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। সেদিনের হামলা সংক্রান্ত একটি অভিযোগ সেরৌ থানায় জমা পড়েছিল। তা থেকেই ইবেতোম্বির শোচনীয় মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে।

হামলার আগে পর্যন্ত গ্রামটি ছিল শান্তিপূর্ণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। কিন্তু সেদিনের হামলার পর গ্রামটি ছারখার হয়ে যায়। আজ সেখানে গেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটির ভাঙাচোরা দেওয়ালে গোলাগুলির ক্ষত ছাড়া আর কিছুই মিলবে না।

জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল ইবেতোম্বির পরিবার। তাঁর নাতি প্রেমকান্ত (২২) বলছিলেন, 'গ্রামে হামলা শুরু হলে ঠাকুমাই আমাদের জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বলেছিল। বলেছিল, ওরা চলে গেলে আবার ফিরে এসো আমার জন্য। আমরা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। ফিরে এসে ঠাকুরমাকে পেলাম না। পেলাম কেবল তাঁর পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া দেহটা।'

হঠাৎ কোর্টে ইয়াসিন, সাসপেন্ড ৪ জেলকর্তা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : শুক্রবার শীর্ষ আদালতে আচমকা এসে হাজির হন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক। কী কারণে শীর্ষ আদালতে এলেন ইয়াসিন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং বিতর্কও শুরু হয়। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিকের আদালতে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল তবুও শুক্রবার পুলিশি প্রহরায় তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে হাজির করানো হয়েছিল। ইয়াসিনের আদালতে উপস্থিত হওয়াকে নিরাপত্তার চরম গাফিলতি বলে উল্লেখ করে শনিবার চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করল তিহার জেল।

তিহার কারাগারের ডিজি সঞ্জয় বানিওয়াল ইয়াসিনকে সর্বোচ্চ আদালতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে খুঁটিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্ত হবে ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল (জেল সদর) রাজীব সিংয়ের নেতৃত্বে। সোমবার তাঁকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপংকর দত্তর এজলাসে একটি বিশেষ মামলার শুনানি শুরুর মুহূর্তে দেখা যায় আদালতে দাঁড়িয়ে আছেন দেশদ্রোহিতায় অভিযুক্ত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক। রি ঘটনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বিস্মিত হয়ে বিচারপতিদের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেন, ইওর লর্ডশিপ, এই ব্যক্তি এখানে কী করছে? বিচারপতিরাও একই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। সলিসিটর জেনারেল জানতে চান, শীর্ষ আদালত ইয়াসিন মালিককে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল কিনা। বিচারপতিরা জানালেন তাঁরা এমন কোনও নির্দেশ দেননি। সময় নষ্ট না করে মামলার শুনানি স্থগিত রাখেন দুই বিচারপতি। স্থির হয়, কোনও মামলার শুনানিতে প্রয়োজন হলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির করা হবে ইয়াসিন মালিককে। তারই মাঝে মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি দীপংকর দত্ত।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লাকে এই বিষয়ে চিঠি লেখেন তুষার মেহতা। জানতে চাইলেন কীভাবে ইয়াসিন মালিকের মতো জঙ্গি, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সশরীরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছোল? এই ঘটনায় ইয়াসিন মালিককে কেউ অপহরণ কিডন্যাপ করতে পারত, কেউ তাঁর প্রাণহানির চেষ্টাও করতে পারত। যত দ্রুত সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন তিনি।

কাশ্মীরে হাউসফুল 'ওপেনহাইমার'

শ্রীনগর, ২২ জুলাই : বত্রিশ বছর পর শাহরুখ খান অভিনীত 'পাঠান'-এর হাত ধরে সিনেমা ফিরেছে ভূস্বর্গে। সিনেমাপ্রেমী বহু মানুষকে হলমুখী করেছিল সিদ্ধার্থ আনন্দের সেই ছবি। ফের একই দৃশ্য। হলিউড পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন মাস্টারপিস 'ওপেনহাইমার' দেখতেও দর্শকদের ঢল নেমেছে উপত্যকায়। শুক্রবার

থেকে হাউসফুল শ্রীনগরের একমাত্র মাল্টিপ্লেক্স আইনক্স। হল মালিক জানিয়েছেন, পরবর্তী তিন দিনের টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

ক্রিস্টোফার নোলান রচিত, পরিচালিত ও সহ-প্রযোজিত পদার্থবিদ জে রবার্ট ওপেনহাইমারের জীবনীমূলক থ্রিলার চলচ্চিত্র 'ওপেনহাইমার' মুক্তি পাওয়ার আগেই মাল্টিপ্লেক্স আইনক্সে টিকিট বিক্রির ধুম পড়ে যায়। মাল্টিপ্লেক্সের মালিক বিকাশ ধর জানিয়েছেন, ভূস্বর্গে হলিউডের ছবি যে এতটা সাড়া ফেলবে তা ভাবতে পারেননি তিনি।

কোতুয়ালি নদীতে হড়পায় আচমকা জলস্তর বেড়ে গেলে যাত্রীবোঝাই বাস আটকে পড়ে। পরে যাত্রীদের ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করা হয়। শনিবার উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর এলাকায়।

ব্যাংক ব্যবস্থা ভেঙেছে কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির শোচনীয় অবস্থার জন্য লাগাতার মোদি সরকারকে নিশানা করে কংগ্রেস। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেওয়ার বিরোধিতা করে সরব ব্যাংক কর্মচারী এবং অফিসারদের সংগঠনগুলিও। কিন্তু দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার জন্য শনিবার কংগ্রেসকেও কাঠগড়ায় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর তোপ, পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে দেশের স্বার্থের থেকে ক্ষমতার লোভ বড় হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

এদিন রোজগার মেলার আসরে ভার্চুয়ালি ৭০ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীর হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগপত্র তুলে দেন মোদি। তিনি বলেন, 'আজ যাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল তাঁদের বেশিরভাগকেই ব্যাংকিং ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের সরকার সংস্কারের পথে হাঁটার আগে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ফোন ব্যাংকিং কেলেঙ্কারি ওই সরকারের আমলে অন্যতম বড় কেলেঙ্কারি ছিল। কারণ, ওই দুর্নীতি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইউপিএ সরকারের আমলে ফোন ব্যাংকিংয়ের ধারণা আলাদা ছিল। কারণ, কিছু শক্তিশালী নেতা এবং তাঁদের পরিবারের পছন্দের লোকজনকে কোটি কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই বিপুল পরিমাণ ঋণ আর আদায় হবে না ধরেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিক পদক্ষেপ করা হয়। তার মধ্যে ব্যাংক সংযুক্তিকরণ, ছোট ব্যাংকগুলিকে মিশিয়ে দেওয়া এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে আসার ফলে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, কোটি কোটি টাকার অনুৎপাদক সম্পদের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি আগে লোকসানে চলত। কিন্তু এখন তাদের লাভের পরিমাণ রেকর্ড তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা করেন মোদি। তবে মোদি যতই সুখ্যাতি করুন,রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মচারী ও আধিকারিকরা যে তাঁর সরকারের নীতিসমূহের বিরোধিতায় অনড় তার ঝলক দেখা গিয়েছে সম্প্রতি। বুধবার ছিল ৫৫ তম ব্যাংক জাতীয়করণ দিবস। ব্যাংক আধিকারিকদের শীর্ষ সংগঠন অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন বা এআইবিওসি জানায়, মোদি জমানায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বেসরকারিকরণের বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে মোদি দাবি করেছেন, তাঁর সরকারের মুদ্রা যোজনার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ লাভবান হয়েছেন। মোদি জানান, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্টসি কোডের মতো কঠোর আইন তৈরির ফলে ব্যাংকগুলি অনুৎপাদক সম্পদের হাত থেকে বেঁচেছে। যাঁরা ব্যাংকের সঙ্গে প্রতারণা করেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। নীতি আয়োগের একটি রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মোদি বলেন, গত পাঁচবছরে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছে ১৩ কোটি মানুষ।

ভিডিও কনফারেন্সে বার্তা মোদির। শনিবার।

যোগীর গড়ে উপাচার্যকে প্রহার এবিভিপির

লখনউ, ২২ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের গড় বলে পরিচিত গোরখপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র বিরুদ্ধে। গোরখপুরের দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে শুক্রবার উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের ওপর চড়াও হন এবিভিপি সদস্যরা। রীতিমতো মাটিতে ফেলে তাঁদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য ভাইরালও হয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয় উপাচার্য রাজেশ সিংয়ের ঘরেও। এবিভিপি কর্মী-সমর্থকদের মারে আহত হন উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার। বেশ কিছু পড়ুয়া ও পুলিশও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ এবিভিপি-র কর্মী-সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। আটক করা হয়েছে ১০ জন এবিভিপিকর্মীকে। জানা গিয়েছে, বিক্ষোভরত এবিভিপি কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অনিয়মের ঘটনায় আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে চাননি। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, উপাচার্যের আশ্বাস সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান করা হয়নি। ১৩ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপাচার্যের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়েছিল। ওই ঘটনার পর ডিন সত্যপাল সি চার এবিভিপি সদস্যকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবিভিপি সদস্যরা। বিকাল তিনটে নাগাদ এবিভিপি কর্মী-সমর্থকরা উপাচার্যের ঘরে ঢুকে তাঁর ওপর চড়াও হন। চলে ভাঙচুর। পুলিশ ডাকা হলেও তারা ছিল নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে যোগী প্রশাসন।

রাজ্যে রাজ্যে জলযন্ত্রণা

দেরাদুন, ২২ জুলাই : অতিবৃষ্টির জেরে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে বেশ কিছু জেলা বন্যা দেখা দিয়েছে। এদিন উত্তরপ্রদেশে কোতোয়ালি নদীতে হড়পা বানে আচমকা জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় আটকে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। শনিবার এহেন ভয়াবহ কাণ্ডের সাক্ষী বিজনৌর। সেইসময় নদীর ওপরে থাকা কজওয়ে দিয়ে ৭০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি যাচ্ছিল। জলস্তর বাড়তে বাড়তে বাসের ভিতরে জল ঢুকে পড়েছিল। এই অবস্থায় আতঙ্কিত যাত্রীরা চিৎকার ও কান্নাকাটি জুড়ে দেন। শেষমেশ ক্রেন আর মাটি তোলার যন্ত্র এনে বাসটিকে তোলা হয়। উদ্ধার করা হয় যাত্রীদের। তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জলযন্ত্রণা মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও। শুক্রবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে মহাকাল মন্দির। অন্যদিকে শিপ্রা নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করায় মন্দির চত্বরে নদীর জল ঢুকে যায়। ভুপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর এবং উজ্জয়িনীতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে বেহাল রাজস্থানের বেশ কিছু জেলা। কিছু এলাকা জলের নীচে। লাগাতার বৃষ্টিতে সরু গলি, রাস্তায় জল জমে তা খালের চেহারা নিয়েছে। জলস্রোতে ভেসে গিয়েছে বেশ কিছু দু'চাকার যান। বিপর্যয়ের সেই সব ভিডিও ভাইরাল। সম্প্রতি রাজস্থানের কোটায় একটি কুমিরকে রাস্তা পার হতে দেখা গিয়েছিল।

বাংলাদেশে মন্দিরে ভাঙচুর, ধৃত অভিযুক্ত

ঢাকা, ২২ জুলাই : বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার নিয়মাতপুর গ্রামের সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক দুষ্কৃতী মন্দিরে ঢুকে একাধিক মূর্তি ভেঙেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার এসপি মহম্মদ শাখাওয়াত হুসেন জানিয়েছেন, ধৃতের নাম খলিল মিঞা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিয়ামতপুর গ্রামে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন খলিল। কোনও কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। উত্তেজিত খলিল হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দুর্গামন্দিরে ঢুকে পাঁচ-ছটি মূর্তি ভাঙচুর করেন।

দুর্গা মন্দিরের প্রেসিডেন্ট জগদীশ দাস জানিয়েছেন, ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে। তবে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁদের রাগ কিছুটা পড়েছে। নিয়ামতপুরে বোনের বাড়িতে খলিলের আসার কথা তিনিও জানিয়েছেন। ঘটনার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেছেন জগদীশ দাস।

ভারতের নির্মিত সড়কপথে সেপ্টেম্বর থেকে কৈলাস যাত্রা

পিথোরাগড়, ২২ জুলাই : কথিত রয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান হিমালয়ের কৈলাসে। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র কৈলাসে আছে মানস সরোবর। চিন অধিকৃত তিব্বতের ওপর দিয়ে যেতে হয় মানস সরোবরে। করোনার পর থেকে কৈলাস যাত্রা স্থগিত করে দেয় চিন। ইচ্ছে ও সংগতি থাকলেও অনেকেই যেতে পারছেন না। তবে কৈলাস-মানসে যাওয়ার জন্য আর চিনের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না ভারতীয়দের। মোদি সরকার ভারত-চিন সীমান্ত দিয়ে কৈলাসে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করছে। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) -এর তৎপরতায় উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার নাভিদং এলাকার কেএমভিএন হাট থেকে লিপুলেখ পাস দিয়ে তৈরি হচ্ছে কৈলাস-মানসে যাওয়ার রাস্তা। ছয় কিলোমিটারের রাস্তাটির নির্মাণকাজ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে যাবে বলে আশা বিআরও'র। কেন্দ্রীয় সরকারের ডায়মন্ড প্রোজেক্টের আওতাধীন প্রকল্পটির মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার বিমল গোস্বামী জানিয়েছেন, গন্তব্যের কথা ভেবে রাস্তাটির নামকরণ করা হবে কৈলাস ভিউ পয়েন্ট। আবহাওয়া ঠিক থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে জানিয়েছেন বিমল গোস্বামী।

নাগরিকত্ব ত্যাগের রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : মোদি জমানায় ভারত উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে বলে হামেশাই প্রচার চালান বিজেপির নেতামন্ত্রীরা। ভারতের উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও লাগাতার প্রচারের ঢাক পেটান। কিন্তু উন্নয়নের বন্যা বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও চলতি বছর জুন মাস পর্যন্ত ৮৭ হাজারেরও বেশি ভারতীয় দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। শুক্রবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন, জুন পর্যন্ত ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন ৮৭,০২৬ ভারতীয়। লিখিত জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেছনে, ২০১১ সাল থেকে এই নিয়ে ১৭.৫০ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। শুধুমাত্র ২০২২ সালে নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ২,২২,৬২০ জন ভারতীয়। বিদেশমন্ত্রী বলেন, গত দুই দশকে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা আন্তর্জাতিক কাজের বাজারে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নিজেদের সুবিধার্থে তাই অনেকেই বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।' বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশের সম্পদ বলে আখ্যা দেন বিদেশমন্ত্রী।

তিক্ততা ভুলে সৌজন্য

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্র-বিরোধী শিবিরে রাজনৈতিক তিক্ততার মাঝেও সংসদে দেখা গেল সৌজন্য আদানপ্রদানের রীতি। শুক্রবার রাজ্যসভার কাজ মুলতুবি হলে তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের কাছে এগিয়ে এসে তৃতীয়বার রাজ্যসভার সাংসদ রূপে ইনিংস শুরু করার জন্য অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী ড. সুব্রহ্মনিয়ম জয়শংকর। জয়শংকরও সম্প্রতি রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছেন, সেই সূত্রে তাঁকেও পালটা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান জাতীয় মুখপাত্র। অন্যদিকে লোকসভাতেও দেখা গেল তেমনই পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে সৌজন্যতার নজির। লোকসভার কাজ, শুক্রবার সারাদিনের জন্য মুলতুবি হলে বর্ষীয়ান আরএসপি সাংসদ এনকে প্রেমচন্দ্রণের কাছে এগিয়ে আসেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ। প্রেমচন্দ্রণের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, 'আপনারা (বিরোধী শিবির) ইন্ডিয়া জোট করেছেন, খুব ভালো কথা! কিন্তু প্লিজ আলোচনা শুরু করুন। আপনার বক্তব্য মিস করছি খুব।' প্রেমচন্দ্রণ সলজ্জ ভঙ্গিতে হেসে উঠলে রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'আপনার মতো পোড় খাওয়া সংবিধান এবং সংসদ বিশেষজ্ঞ খুব কমই আছে, প্রিয় বন্ধু। বিক্ষোভ তো চলতেই থাকবে, আফসোস যে এর চক্করে ভালো ভালো বক্তৃতা, আলোচনা হারিয়ে যাচ্ছে।'

দেহ উদ্ধার সেনার

চণ্ডীগড়, ২২ জুলাই : হরিয়ানার অম্বালা ক্যান্টনমেন্ট রেলস্টশনের কাছে এক সেনা জওয়ানের হাত-পা কাটা এবং মাথা থেঁতলানো দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই জওয়ানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মারফৎ জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ইউ কে যাদব। তিনি উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি জেলার নাথখেড়া গ্রামের বাসিন্দা। অম্বালা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন তিনি। অম্বালা ক্যান্টনমেন্টের জিআরপি জানিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, রেললাইন পারাপারের সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ক্যান্টনমেন্টের জিআরপির দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ধর্মবীর সিংহ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর আসে, রেললাইনের ধারে এক ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে। তার পরই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করা হয়। পকেটে থাকা পরিচয়পত্র দেখে জানা যায়, অম্বালা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

আইএস যোগে গ্রেপ্তার ছাত্র

লখনউ, ২২ জুলাই : আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়াকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। ১৯ বছর বয়সি ওই পড়ুয়ার নাম ফৈজান আনসারি ওরফে ফৈয়াজ। গত বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে এনআইএ। ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগ এলাকায় বাড়ি ধৃত পড়ুয়ার। উত্তরপ্রদেশে তার ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েবেশ কিছু বৈদ্যুতিন ডিভাইস এবং নথি উদ্ধার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। তাঁদের দাবি, ভারতে আইএস কার্যকলাপ চালাতে ফৈজান আইএস হ্যান্ডলারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ইউএপিএ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। কিছুদিন আগে, বেঙ্গালুরুতে আইএসের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পেঙ্গুইনের মৃত্যুমিছিল উরুগুয়ের উপকূলে

মন্টেভিডিও (উরুগুয়ে), ২২ জুলাই : দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে উপকূলে গত ১০ দিনে প্রায় ২০০০ পেঙ্গুইনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গিয়েছে। মৃত পেঙ্গুইনগুলি ম্যাগেলানিক প্রজাতির। তাদের নব্বই শতাংশ শিশু। উরুগুয়ে সরকারের পরিবেশমন্ত্রকের প্রাণীবিভাগের প্রধান কারমেন লেইজাগোয়েন জানিয়েছেন, আটলান্টিক মহাসাগরে মৃত্যু হয়েছে পেঙ্গুইনগুলির। স্রোতের টানে মৃতদেহগুলি ভেসে এসেছে উরুগুয়ে উপকূলে। উরুগুয়ের আটলান্টিক উপকূল বরাবর ১০ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে পেঙ্গুইনদের দেহ। বরফাবৃত অঞ্চলেই পেঙ্গুইনরা থাকে। কেন তাদের দেহ সমুদ্র উপকূলে ভেসে এল তা বুঝে উঠতে পারছেন না গবেষকরাও। মৃতদেহের নমুনা পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুস্থতায় মৃত্যু হয়নি তাদের।

কার্মেন জানিয়েছেন, ম্যাগেলানিক পেঙ্গুইনদের বেশিরভাগ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে। শীতের সময় খাবার ও উষ্ণস্রোতের সন্ধানে তারা চলে আসে ব্রাজিলের এস্পিরিটো সান্টো রাজ্যের উপকূলে। ২০২২-এ ব্রাজিল উপকূলে অনেক পেঙ্গুইনের রহস্যজনক মৃত্যু দেখা গিয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বহু প্রাণীকে খাদ্যের অভাবে মারা যেতে দেখা গিয়েছে। কিছুদিন আগে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ব্রাজিলে পেঙ্গুইন ছাড়াও সিগাল, সামুদ্রিক কচ্ছপসহ অনেক প্রাণী মারা যেতে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন মৃত পেঙ্গুইনগুলির পেটে কোনও খাবারের চিহ্ন মেলেনি। দেখে মনে হয়েছে তারা অভুক্ত ছিল।

এআই নিয়ে ভারত-মার্কিন যৌথ কর্মসূচির ভাবনা

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-র ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভারতের মতো সমমনা দেশগুলিকে নিয়ে একযোগে কাজ করা উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এআই প্রযুক্তির গতিপথ ঠিক করতে এবং একে মানবোন্নয়নের স্বার্থে কাজে লাগাতে হলে ভারতের সঙ্গে আমেরিকাকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। শনিবার এ কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞান উপদেষ্টা আরতি প্রভাকর।

আরতি বলেন, এআই প্রযুক্তির যাতে কোনও অপব্যবহার না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে ইতিমধ্যে 'এআই' নিয়ে গুগল এবং মাইক্রোসফটের মতো বেশ কয়েকটি বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে বাইডেন প্রশাসন কাজ শুরু করেছে। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের অবস্থান হল, এআই-এর ব্যবহার নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে দায়িত্বশীল হতে হবে। এ নিয়ে কোনও সমস্যা হলে তারও দায় নিতে হবে সংস্থাগুলিকে। এব্যাপারে আলোচনায় এখনও পর্যন্ত বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এআই প্রযুক্তিকে সার্বিক জনসমাজের উন্নতির কাজে কীভাবে লাগানো যায় এবং এর জন্য নতুন আইনকানুন কী আনা যেতে পারে, সেসব নিয়ে কথাবার্তা চলছে। আশা করা যায়, এআই নিয়ে ইতিমধ্যে জনমানসে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে আমরা কাটিয়ে ফেলতে পারব।'

ডেঙ্গুতে মৃত্যু একদিনে ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ২২ জুলাই : ভয়াবহ রূপ ঢাকা সহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু। ডেঙ্গুতে ১১ মৃত্যু ছাড়াও এ যাবতকালের একদিনে সর্বোচ্চ নতুন রোগী ২২৪২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। রোগীর চাপ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছে ১৬৭ জন। যার মধ্যে ১২০ জনেরই মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে। বলেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে রাজধানী ঢাকার হাসপাতালগুলোয় ভর্তি হয়েছেন ১,২৩৯ জন এবং বাকি ১০০৩ জন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এই সময়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন ঢাকার বাকি ২ জন ঢাকার বাইরের। শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় ঢাকার ৩৫টি হাসপাতালে রোগীর তথ্য জানাতে পারেনি অধিদপ্তর।

২৫ দিন ধরে নিখোঁজ চিনা বিদেশমন্ত্রী

বেজিং, ২২ জুলাই : গত ২৫ দিন ধরে জনসমক্ষে আসছেন না চিনের বিদেশমন্ত্রী চিন গ্যাং। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন গ্যাং কোথায় গেলেন তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। ২৫ জুন চিনা বিদেশমন্ত্রীকে শেষবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি নিরুদ্দেশ।

চিনে কুটনীতিক, আমলা বা লেখক, বুদ্ধিজীবীদের আকস্মিকভাবে 'নিখোঁজ' হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। গ্যাং-কে কেন প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না সেব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং। মন্ত্রকের শীর্ষ পদাধিকারীর অবস্থান নিয়ে মুখপাত্রের নীরবতা জল্পনায় ইন্ধন দিয়েছে।

গত কয়েকদিনে তাঁর যেকটি পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি ছিল সেগুলি হয় বাতিল করা হয়েছে নয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হচ্ছে। গত সপ্তাহে গ্যাংয়ের ইন্দোনেশিয়া সফরের কথা ছিল। শেষমুহূর্তে চিনের বিদেশমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে বিবৃতি জারি করা হয় যে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার কারণে গ্যাংয়ের সফর

বাতিল করা হয়েছে। পরে আবার সেই বিবৃতি তুলে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বদলে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন চিনা কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশ বিষয়ক কমিশনার তথা প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান জোসেফ বোরেলের সঙ্গে গ্যাংয়ের বৈঠকটিও স্থগিত রাখা হয়েছে। সোমবার প্রেসিডেন্ট শি'র সঙ্গে ফিলিপিন্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তের বৈঠকেও ছিলেন না গ্যাং। সেখানেও দেখা গিয়েছে ওয়াং ই-কে।

ডিসেম্বরে চিনের বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গ্যাং। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের বিদেশনীতি মেনে চললেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার পক্ষপাতী গ্যাং। একাধিকবার তিনি ভারত, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ওপর জোর দিয়েছেন। বিদেশনীতির প্রশ্নে সরকারের শীর্ষস্তরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তফাত নিয়েও নানা সময় চর্চা হয়েছে। এদিকে গ্যাং-কে নিয়ে চিনা জনমানসেও আলোচনা শুরু হয়েছে। ইন্টারনেটে বিদেশমন্ত্রীর নাম দিয়ে সার্চের পরিমাণ একসপ্তাহে ৫ হাজার শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। সার্চের নিরিখে চিনের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের ছাপিয়ে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। সবার প্রশ্ন, কোথায় গেলেন চিন গ্যাং।

চলতি জুলাই হতে পারে উষ্ণতম

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : শ্রাবণ মাস পড়ে গেল। তবু দেখা নেই 'ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে'র। গরমে গায়ের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি কোথায়!

এই পরিস্থিতিতে আরও আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। তারা জানিয়েছে, বিশ্বের গড় তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে চলতি মাসে। গত একশো বছরে জুলাইয়ে এত গরম আর কখনও পড়েনি। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকার বেশ কিছু অঞ্চলেও ভয়াবহ গরম মোকাবিলা করছেন মানুষ। নাসা-র এক বিশেষজ্ঞ শুক্রবার জানিয়েছেন, চলতি জুলাই মাস গত কয়েকশো বছরের মধ্যে উষ্ণতম হতে যাচ্ছে। এটা হওয়ার সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ বলে ধারণা তাবড় বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানীদের আরও আশঙ্কা, চলতি বছরের তুলনায় আগামী বছর (২০২৪) আরও বেশি উষ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে এই পচা গরমের কারণ ইউরোপের

আশঙ্কা নাসা'র

তাপপ্রবাহ বলে জানিয়েছে নাসা। তাদের বক্তব্য, গোটা সুমেরু ও ইউরেশিয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যই এটা হচ্ছে। শুধু চলতি মাস নয়, চলতি বছরেও এই প্রবণতা বজায় থাকবে।

শুক্রবার নাসার শীর্ষ জলবায়ুবিদ গ্যাভিন শ্মিটকে উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০২৩ সালের জুলাই 'হাজার বছরের মধ্যে না হলেও কয়েক'শো বছরের মধ্যে সম্ভবত বিশ্বের উষ্ণতম মাস হবে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মেইন ইউনিভার্সিটির হিসাব অনুযায়ী, ইতিমধ্যে এই গরম ও তাপপ্রবাহের দৈনিক রেকর্ডগুলি ভেঙে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে শ্মিট বলেন, যদিও ওই দুই সংস্থার মধ্যে সামান্য ভিন্নমত রয়েছে তারপরেও প্রচণ্ড তাপের প্রবণতাটি সন্দেহাতীত এবং বিষয়টি মার্কিন সংস্থাগুলির আগামী মাসের প্রতিবেদনে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আমরা ইউরোপ, চিন এবং আমেরিকায় যে তাপপ্রবাহ দেখছি তা আসলে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। তাপপ্রবাহের এই প্রভাবগুলির জন্য শুধুমাত্র এল নিনোর আবহাওয়ার ধরনকে দায়ী করা যায় না। এর কারণ আরও গভীরে। সেগুলিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ইমার্জিং এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ
ভারত বনাম পাকিস্তান, খেলা শুরু ঃ দুপুর ২.০০,
স্থান ঃ কলম্বো, সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

ডনকে স্পর্শ করে বিরাট মন্তব্য

‘বিদেশে ১৫ শতরান খারাপ নয় মোটেও’

পোর্ট অফ স্পেন, ২২ জুলাই : বয়স ৩৪। টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের সংখ্যা ২৯। আন্তর্জাতিক শতরান ৭৬।

ভারতীয় ক্রিকেটের রান মেশিন বিরাট কোহলি যখন তাঁর কেরিয়ার শেষ করবেন, তখন তাঁর নামের পাশে ঠিক কী কী পরিসংখ্যান ও রেকর্ড লেখা থাকবে, একমাত্র সময়ই তার জবাব দেবে।

তার আগে পাঁচ বছর পর বিদেশের মাটিতে শতরান করে কিংবদন্তি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকে স্পর্শ করার আবেগে ভেসেছেন কিং কোহলি। কুইন্স পার্ক ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিরাট যেমন জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় মাঠের নাম। ঠিক তেমনই জানিয়েছেন বিদেশের মাটিতে টেস্টে তাঁর ১৫টি শতরানের পরিসংখ্যানও। যে পরিসংখ্যানকে ‘খুব খারাপ নয়’ বলেই মনে করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বরাবরই কোহলির প্রিয় ও পয়া মাঠ। সেই তালিকায় যে অ্যান্টিগা ও ত্রিনিদাদও রয়েছে, অজানা ছিল দুনিয়ার। গতরাতে শতরানের পর সেই কথা স্পষ্ট করেছেন বিরাট। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের কথা কেউ মনে রাখে না। যতক্ষণ না সেই পারফরমেন্স তাঁর দলের জন্য সাফল্য নিয়ে আসছে। বিরাটের কথায়, ‘অনেকে অনেক কথাই বলেন। কিন্তু আমি বলছি, দলের সাফল্যের পাশে কোনও কিছুর তুলনা হয় না। দল সফল না হলে ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের মূল্য থাকে না। বিদেশে আমার ১৫টি শতরান রয়েছে। মনে হয় না এই পরিসংখ্যান খুব খারাপ বলে। তাছাড়া অ্যাডিলেডের পাশে অ্যান্টিগা ও ত্রিনিদাদে খেলতে পছন্দ করি আমি। এই মাঠগুলোয় সফল হতে পারলে অদ্ভুত তৃপ্তি হয়।’ দীর্ঘসময় পর বিদেশের মাটিতে টেস্ট সেঞ্চুরি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আবেগে ভেসেছেন কোহলি। তিনি বলেছেন, ‘ভালো লাগছিল ব্যাট করতে। শুরুতেই ছন্দ পেয়ে গিয়েছিলাম। জানতাম, বড় রান বেশি দূরে নেই। তাছাড়া কুইন্স পার্ক ওভালের গ্যালারির সমর্থনের মধ্যেও আলাদা একটা আবেগ থাকে সবসময়।’

ব্যাটিং ছন্দের জন্য ফিটনেসকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ২০৬ বলে ১২১ রান করেছেন বিরাট। রানআউট হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে প্যাভিলিয়নে। যা তাঁর কেরিয়ারের বিরল ঘটনা। বিরাটের কথায়, ‘সবসময় এক রানকে দুই বা তিন রানে পরিণত করার তাগিদ কাজ করে আমার মধ্যে। কখন বাউন্ডারি মারার বল পাব, তার জন্য অপেক্ষা করতে পছন্দ করি না আমি। আসলে আমার ফিটনেসের জন্যই কাজটা অনায়াসে করতে পারি। তবে রানআউট হওয়া একেবারেই পছন্দ নয় আমার। তাছাড়া আলাদাভাবে যখন কিছু পাওয়ার থাকে, তখন একটু বেশি তেতে মাঠে নামি আমি। বলতে পারেন, এটা আমার স্বভাব।’

কোহলিকে জড়িয়ে ধরলেন ক্যারিবিয়ান কিপারের মা

পোর্ট অফ স্পেন, ২২ জুলাই : পাঁচশোতম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৭৬ নম্বর সেঞ্চুরি। টেস্ট আঙিনায় ২৯তম। শতরানের সংখ্যা ছুঁয়ে ফেললেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকে। উসকে দিলেন তাঁকে নিয়ে ক্রিকেটীয় আবেগকে। যা স্পর্শ করেছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটপ্রেমী, কিংবদন্তিদেরও।

গতকাল যে আবেগের খণ্ডচিত্র টিমবাসে ওঠার সময়। বিরাট কোহলিকে জড়িয়ে ধরেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দলের উইকেটকিপার জোশুয়া ডা সিলভার মা। ম্যাচে ছেলেও খেলছে। কিন্তু তিনি এসেছিলেন

শচীনের পরেই রাখব : ওয়ালশ

প্রিয় বিরাটের খেলা দেখতে। প্রার্থনা করছেন বিরাটের সেঞ্চুরির!

অবাক করে ছেলে জোশুয়াও চাইছিলেন বিরাট সেঞ্চুরি করুক! মায়ের জন্য! স্টাম্প মাইক্রোফোনে ক্যারিবিয়ান উইকেটকিপারের সেই অবাক ইচ্ছের কথা ধরাও পড়েছে! জোশুয়া বলছেন, ‘মা বলেছেন বিরাটের খেলা দেখতে মাঠে আসবেন। ১০০ করো বিরাট। আমি চাই তুমি শতরান করো।’

বিরাট-ভক্ত জোশুয়ার মা ক্যারালিনের ইচ্ছেপূরণ। খুশিটা ধরা পড়ল বিরাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। বিরাটকে জড়িয়ে ধরে স্নেহচুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। বললেন নিজের মনের কথা। আনন্দে কেঁদেও ফেললেন। বিরাটও আবেগতাড়িত। ছবিও তোলেন। জোশুয়ার মা বলেন, ‘আমি তোমার বড় ভক্ত।’ উত্তরে বিরাট জানান, শুনেছি। জোশুয়া বলেছে।

শুক্রবার খেলা শেষে জোশুয়া ডা সিলভার মায়ের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

পরে জোশুয়ার মা ক্যারালিন বলেন, ‘দুর্দান্ত অনুভূতি। আমি ও জোশুয়া দুজনই বিরাটের খুব ভক্ত। বিশ্বের সেরা ব্যাটার ও। ত্রিনিদাদে খেলতে এসেছে। আমাদের সৌভাগ্য। জোশুয়ার সৌভাগ্য বিরাটের সঙ্গে খেলছে। ওর জন্য এটা আশীর্বাদ।’

এদিকে কোর্টনি ওয়ালশ বলেন, ‘ভারতীয় গ্রেটদের তালিকায় শচীনের ঠিক পরেই রাখব বিরাটকে। শচীন আমার দেখা অন্যতম সেরা। ওর বিরুদ্ধে খেলেওছি। আরও দুইজনের কথা বলব, ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ আর পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ। কেরিয়ারের শুরুর দিকে কিছু ম্যাচ খেলেছি। বুঝেছিলাম ওদের উইকেটের মূল্য। বিরাটের ক্ষেত্রেও তাই। সহজে উইকেট দেয় না। সর্বকালের সেরাদের ৪-৫ জনের মধ্যে রাখব বিরাটকে।’

বিরাটের ক্রিকেট-আবেগেও মোহিত কিংবদন্তি ওয়ালশ। অতীতে বিরাটের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যা বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছেন, ‘ও তখন অধিনায়ক। আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্বাচক। বিরাটের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওর ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা টের পেয়েছিলাম। সেরা হওয়ার ছটফটানি লক্ষ করেছিলাম। তাই ওর সাফল্যে আমি মোটেই অবাক নই।’

ইয়ান বিশপের কথায়, প্রতিটি রানের জন্য বিরাটের প্রচেষ্টা শিক্ষণীয়, উদাহরণস্বরূপ। দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় সব কিছু পেয়েছেন। সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছেও রানের খিদেটা এখনও অটুট। ওডিআই ক্রিকেটে অনেকের মধ্যে এটা দেখা যায়। কিন্তু টেস্টে, তাও এমন একজনের মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, যে ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছে! উঠতি ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের উচিত যা থেকে শেখা।

দেবজিতের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : কলকাতা লিগে এবার রেফারি বনাম কোচের মধ্যে উত্তেজনা। রেনবো এসি-র টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দেবজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে মাঠের মধ্যেই রেফারিকে মারতে যাওয়ার এবং হুমকির অভিযোগ। মঙ্গলবার আইএফএ-তে লিখিত অভিযোগ জমা দিল ক্যালকাটা রেফারি’জ অ্যাসোসিয়েশন।

২০ জুলাই অমল দত্ত স্টেডিয়ামে পুলিশ এসি ম্যাচে ৯১ মিনিটে রেনবোর টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে রেফারি অ্যাসেসার সুব্রত দাশের দিকে তেড়ে যান দেবজিৎ। এমনকি ফুটেজসহ যে অভিযোগ জমা পড়েছে তাতে লেখা হয়েছে, রেফারি অ্যাসেসরের গলা টিপে ধরেন তিনি। রেফারিদের অভিযোগ, ৯১ মিনিটে রেনবোর পক্ষে একটি পেনাল্টির দাবিতে দেবজিৎ ঘোষ তেড়ে যান রেফারি অ্যাসেসারের দিকে। তখন দেবজিৎকে টেকনিক্যাল এরিয়ায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেও তা শোনেননি। এরপর তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়। তারপরই সুব্রত দাশকে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশদের বিরুদ্ধেও রেফারিদের অভিযোগ, রেফারি অ্যাসেসারকে সেই সময় বাঁচানোর চেষ্টা করেননি তাঁরা। এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, ‘ঘটনার ছবি সহ আইএফএ-তে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিআরএ সচিব উদয়ন হালদার কলকাতার বাইরে আছেন। তিনি ফিরলে আমরা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভা ডাকব। তারপরই সিদ্ধান্ত হবে।’

সুব্রতর ফাইনালে পিটার্স, কৃষ্ণমায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলের জেলা পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ফাইনালে উঠল কৃষ্ণমায়া মেমোরিয়াল হাইস্কুল ও সেন্ট পিটার্স হাইস্কুল। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে কৃষ্ণমায়া ৩-০ গোলে জিতেছে মাদাতি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। শিশির রাই হ্যাটট্রিক করে। একই ব্যবধানে সেন্ট পিটার্স হারিয়েছে ইলা পাল চৌধুরী ট্রাইবাল স্কুলকে। হ্যাটট্রিক বিনীত ওরাওঁয়ের।

অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ফাইনালে উঠেছে সেন্ট পলস হাইস্কুল। ২-০ গোলে তারা জিতেছে বাতাসির শাস্ত্রীজি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। অভিজিৎ নাগাসিয়া ও সালভারাজ তিরকে গোল করে। ফাইনালে তাদের সামনে তরাই। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ফাইনালে নেপালি কল্যাণ হাইস্কুল মুখোমুখি হবে নন্দপ্রসাদ স্কুলের। তিনটি ফাইনালই রবিবার।

সেরা গুড শেফার্ড

বাগডোগরা, ২২ জুলাই : সিআইএসসিই পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব রিজিওনের খো খো-য় চ্যাম্পিয়ন হল বাগডোগরার গুড শেফার্ড স্কুল। হাওড়ার লিলুয়ায় ফাইনালে তারা ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছে দুর্গাপুরের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে। প্রতিযোগিতায় ১৯টি স্কুল অংশ নেয়।

অভিষেকেই কামাল রাজপুত্রের

মায়ামি, ২২ জুলাই : ম্যাচ শেষ হতে কয়েক মুহূর্ত বাকি। বিপক্ষ বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পেল ইন্টার মায়ামি। বল বসিয়ে একবার গোলরক্ষক ও ক্রুজ আজুলের মানবপ্রাচীর দেখে নিলেন। তারপর প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ে রামধনুর মতো বাঁক খাওয়ানো শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করলেন। বল জালে জড়াতেই পরিচিত ঢঙে হাতদুটো ডানার মতো মেলে দৌড়ে

মায়ামিতে শুরু মেসি যুগ

গেলেন সমর্থকদের কাছে। পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ফুটবলারটি কে? তিনি আর কেউ নন। নতুন দলের হয়ে স্বপ্নের অভিষেককারী লিওনেল মেসি।

তাঁরই গোলে শুক্রবার লিগস কাপের ম্যাচে মেক্সিকান দল ক্রুজ আজুলের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতল ইন্টার মায়ামি। মেসিকে প্রথমবার মার্কিন মুলুকে খেলতে দেখতে মায়ামির ডিআরভি পিঙ্ক স্টেডিয়াম হাউসফুল। কিন্তু ম্যাচের আগে লিও ও বুস্কেটসের খেলা নিয়ে কোচ জেরার্ড মার্টিনো তাতার মুখে অনিশ্চয়তার কথা শোনা যায়। মাত্র তিনটি ট্রেনিং সেশন পেয়েছিলেন তাঁরা। এত অল্প সময়ে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন তাতা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে দুইজনই নামলেন। সেইসঙ্গে শুরু হল স্টেডিয়ামে উপস্থিত ২১ হাজার দর্শকের গগনভেদী চিৎকার।

ইন্টার মায়ামির হয়ে ফ্রি কিক থেকে গোল করার পর লিওনেল মেসি।

ম্যাচের ৪৪ মিনিটের মাথায় রবার্ট টেলরের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ৬৫ মিনিটে উরিয়েল আন্টুনার গোলে সমতা ফেরায় ক্রুজ আজুল। ম্যাচের বাকি সময়ে বহুবার তেকাঠির কাছাকাছি পৌঁছোলেও গোলের মুখ খুলতে পারেননি মেসি। অবশেষে ৯৪ মিনিটে মেসির ফ্রি কিক থেকে এল সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ম্যাচ শেষে জয়সূচক গোল নিয়ে মেসি বলেন, ‘আমি সেইসময় গোল ছাড়া কিছুই দেখছিলাম না। আমি জানতাম আমায় গোল করতেই হবে। ম্যাচের একদম শেষমুহূর্তের খেলা চলছিল। গোল করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনাই আসেনি।’

মেসি-জাদু দেখে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ক্লাবের অন্যতম মালিক ডেভিড বেকহ্যাম আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। জড়িয়ে ধরেন স্ত্রী ভিক্টোরিয়াকে। আবেগপ্রবণ হয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ‘মালিক হিসেবে এই ধরনের উত্তেজক ম্যাচ দেখা খুবই কষ্টকর। ফুটবলার হিসেবে লড়াই করাটা অনেক স্বস্তিদায়ক। কিন্তু আজকের রাতটা সমর্থকদের।’ বলে চলেন, ‘আমি আর হোসে (ক্লাবের আরেক মালিক) এই দিনটারই স্বপ্ন দেখতাম। আমাদের পরিবার, স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের জন্য আজকের রাতটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের ও আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত।’ এদিন দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া জগতের দুই কিংবদন্তি, বাস্কেটবল খেলোয়াড় লেব্রন জেমস ও টেনিস সম্রাজ্ঞী সেরেনা উইলিয়ামস। উচ্ছ্বসিত লেব্রন ম্যাচের পর মেসির ছবি টুইটারে পোস্ট করে লেখেন, ‘অনবদ্য।’

মাকে ফোন করে আবেগে ভাসলেন মুকেশ

পোর্ট অফ স্পেন, ২২ জুলাই : বিহার থেকে বাংলা।

গঙ্গাপাড়ের নন্দনকানন থেকে ব্রায়ান লারার ঘরের মাঠে টেস্ট অভিষেক। যত সহজে বলা গেল, মুকেশ কুমারের লড়াইটা কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন। কঠোর পরিশ্রম, প্রচুর ঘাম ঝরানোর ফল রবিচন্দ্রন অশ্বীনের হাত থেকে পাওয়া টেস্ট ক্যাপ।

অভিষেকের পর বেশ কিছু ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ওভার চারেক বলও করেছেন। কিন্তু ঘোর কাটছে না। প্রথম দিনের শেষে হোটেলে ফিরে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগের প্রতিফলন মুকেশের গলাতে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সামাজিক মাধ্যমে মা-ছেলের সেই কথোপকথনের ভিডিও পোস্ট করেছে। যেখানে মুকেশ অভিষেকের খুশির খবরের কথা জানাচ্ছেন মাকে। পালটা জবাবে ছেলেকে আশীর্বাদ মুকেশ-জননীর। বাবা প্রয়াত কাশীনাথ সিং চাইতেন ছেলে পড়াশোনা করে চাকরি করুক। কিন্তু মা সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছেন খেলাধুলোয়।

বাবার মৃত্যুর পর মায়ের আগ্রহেই ক্রিকেটকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরা। ভিডিওয় মুকেশ বলেন, মা সবসময় তাঁকে আনন্দে থাকতে বলেন। এগিয়ে যাওয়ার কথা শোনান। মায়ের আশীর্বাদ সর্বদা সঙ্গেই থাকে। তিনি চান, ছেলে যেন ক্রিকেটকে ভালোবেসে আরও উন্নতি করে। তাই টেস্ট অভিষেকের স্পেশাল মুহূর্তটা মায়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে খুশিটা দ্বিগুণ।

মুকেশ আরও বলেন, ‘টেস্ট অভিষেক! দিনটা আমার কাছে কতটা স্পেশাল ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সকালে অভিষেক, সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে কথা। আমি দারুণ খুশি। আর এই খুশির মুহূর্তে কী বলব, কী বলা উচিত, বুঝে উঠতে পারছি না।’

সুনীলদের এশিয়াড জট কাটার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : সব বাধা কাটিয়ে ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দল এশিয়ান গেমসে যোগদানের সুযোগ সম্ভবত পেতে চলেছে। এখনও সরকারি ঘোষণা না হলেও দুই-একদিনের মধ্যেই আইওএ সবুজ সংকেত দিতে পারে। সুনীল ছেত্রীদের এশিয়াডে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার যে আবেদন এসেছিল জাতীয় দলের হেডকোচ ইগর স্টিমাক থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থকদের থেকে, তারই সুফল মিলতে চলেছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও আলাদা করে দেখা করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে।

কামিংস-হুগোর সঙ্গে এলেন পোগবাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : মাঝরাতেও বিমানবন্দরে অত জনসমাবেশ নিশ্চিতভাবেই অবাক করেছে তাঁকে।

তবে শুধু অবাকই হলেন না অবশ্য। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে শনিবার ভোররাতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ’তিনেক সবুজ-মেরুন সমর্থক। যা দেখে খুশিও হয়েছেন অজি বিশ্বকাপার। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁদের ‘জয় মোহনবাগান’ শুনে হাত ঝাঁকিয়ে পালটা প্রত্যুত্তর দিতেও এক মুহূর্ত সময় নেননি জেসন কামিংস। আর নবাগতর মুখে নিজেদের প্রিয় ক্লাবের

আসছেন কার্লোস

নামে জয়ধ্বনি শুনে মেজাজ খুশ বাগান সমর্থকদেরও। এই অজি স্ট্রাইকারের সঙ্গে এসেছেন তাঁর বান্ধবীও। তবে আলোচনায় থাকলেন ফ্লোরেন্তিন পোগবা। গত মরশুমের শুরুতে মোহনবাগানে যোগ দেন পল পোগবার বড় দাদা। কিন্তু নজর যেমন কাড়তে পারেননি, তেমনি চোটও পেয়ে যান শুরুর দিকেই। চিকিৎসা করাতে দেশে ফিরে যান তিনি। এরপর ধরেই নেওয়া হয়েছিল তাঁকে ছেড়ে দেবে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট।

সেই তিনি হঠাৎই কামিংসের সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ায় হইচই পড়ে যায়। গুজব রটে যায়, তিনি নিজের খরচেই এসেছেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। পোগবার সঙ্গে ২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি আছে বাগানের। এখনও তাঁকে ছাড়তে পারেনি তারা। এজন্যই ক্লাবের করে দেওয়া ভিসা ও টিকিট নিয়েই আসেন ফ্লোরেন্তিন। দলের সঙ্গেই এখন অনুশীলনও করবেন সম্ভবত। কোচ হুয়ান ফেরান্দো এবং হুগো বৌমৌসও এসে গিয়েছেন। সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া এসেছেন বাকি সব ভারতীয় ফুটবলাররাও।

এদিকে, রবিবার রাতেই সহকারী দিমাস দেলগাদোকে সঙ্গী করে কলকাতায় পৌঁছাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত।

কিবুর ডায়মন্ড হারবারের কাছে হার মহমেডানের

ডায়মন্ড হারবার এফসি-২ (রাহুল-২ পেনাল্টি সহ)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (বেনেস্টন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : গত কয়েক বছর ধরেই কলকাতা লিগে ছোট দলের উত্থান নজরে পড়ছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি চ্যাম্পিয়ন হবে কিনা, তা সময়ই বলবে। তবে সুপার সিক্সে কিবু ভিকুনার দল যে জায়গা করে নিতে চলেছে, তা এখনই বলে দেওয়া যায়। এদিনের ২-১ গোলে জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত গ্রুপ ‘বি’তে তারাই এক নম্বরে।

মোহনবাগানে কোচিং করাতে এসেই প্রেসিং ফুটবল দিয়ে নিজস্ব ঘরানা দেখিয়ে দেন এই স্প্যানিশ কোচ। এদিনও তাঁর কোচিং বুদ্ধির কাছে অসহায় লেগেছে কলকাতা লিগে দাপিয়ে ফুটবল খেলা মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে। প্রথমার্ধে যখন কিবুর পরিকল্পনা ছিল, স্রেফ পায়ের জঙ্গলের ফাঁদে ফেলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পাসিং ফুটবল নষ্ট করে দেওয়া, তখন কিন্তু সেখান থেকে দলকে বার করার জন্য কোনও প্ল্যান ‘বি’ তৈরি ছিল না সাদা-কালো কোচের। এমনকি তিনি পরিবর্ত নামাতেও এত দেরি করলেন যে ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি মহমেডানের।

প্রথমার্ধে আটকে দিতেই বিরতির পর ম্যাচ ডায়মন্ডহারবারের দখলে চলে যায়। যদিও খেলার গতির বিপরীতেই প্রথমে গোল মহমেডানের। ৬৩ মিনিটে বেনেস্টন ব্যারেটোর গোলটাও দর্শনীয়। সামাদের তোলা বল লালরেমসাঙ্গা বক্সের মধ্যে মাইনাস করলে বেনেস্টন ব্যাক হিল করে বল গোলে পাঠান। যে কোনও গোলের পরের মুহূর্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময়ে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলেই প্রতিপক্ষ চেপে বসতে পারে। ঠিক সেটাই হল এদিন। রাহুল পাসোয়ান পেনাল্টি থেকে গোলটা পেলেন স্রেফ সাদা-কালো ডিফেন্স তিনবারের চেষ্টাতেও পুরোপুরি বল বার করতে না পারায়। দীপু হালদার বল হাতে লাগিয়ে ফেললে, রেফারি নৃপেন হালদার পেনাল্টি দিতে দ্বিধা করেননি।

তবে এটাও ঘটনা, এদিন ভরা মহমেডান গ্যালারির সামনে যে সাহস তিনি ডায়মন্ডহারবারের ক্ষেত্রে দেখালেন তা অন্য যে কোনও ছোট দলের বিরুদ্ধে রেফারিরা দেখাতে পারলে কলকাতা ফুটবলের ভালো। ৭৬ মিনিটে তুহিনের ক্রস থেকে রাহুল জয়ের গোল করেন দর্শনীয় হেডে। ডানকুনির এই ছেলেটি প্রতিবারই কলকাতা লিগে নজর কাড়েন, তারপর আর তাঁর কোনও হদিস থাকে না। এদিন বিকাশ সিং, ডেভিডরা যদি নিশ্চিত সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারতেন তাহলে হয়তো খেলার ফল

ডায়মন্ড হারবারের লড়াকু ফুটবলের সামনে খেই হারাল জয়ের হ্যাটট্রিক করা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

অন্যরকম হত। ম্যাচের পর কিবু যখন বলছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত কোনও বদলার ব্যাপার এখানে ছিল না। দলের জয়টাই বড়। আমার ছেলেরা পরিকল্পনামাফিক খেলেছে বলে আমি খুশি।’ তখন মেহরাজের আফসোস, ‘গোল হতেই আমার মনে হয় ছেলেদের ফোকাস নড়ে যায়। তা সত্ত্বেও আমরা যতগুলো সুযোগ পেয়েছিলাম তা কাজে লাগাতে পারলে হয়তো ম্যাচটা আমরা জিতেই মাঠ ছাড়তাম।’ তাঁর দাবি, দীপুর হাত শরীরের মধ্যে ছিল যখন বল লাগে। তাই পেনাল্টি না দেওয়াই উচিত ছিল।

ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

সিওল, ২২ জুলাই : কোরিয়া ওপেনের ফাইনালে উঠলেন ভারতীয় শাটলার সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। সেমিফাইনালে তাঁরা ২১-১৫, ২৪-২২ পয়েন্টে হারালেন চিনের লিয়াং ওই কেন-ওয়াং চাংকে। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের তিন নম্বরে থাকা ভারতীয় জুটি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই চিনের জুটিকে হারাতে সময় নিলেন মাত্র ৪০ মিনিট। যদিও মুখোমুখি লড়াইয়ে ভারতীয় জুটির থেকে ২-০ এগিয়ে ছিলেন চিনের জুটি। প্রথম গেম থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে থাকে দুই প্রতিপক্ষ। কিন্তু সাত্ত্বিকের চিরাচরিত স্ম্যাশের সৌজন্যে এগিয়ে যায় ভারতীয় জুটি। শেষপর্যন্ত গেমটি সাত্ত্বিকরা জেতেন ২১-১৫ ব্যবধানে। প্রথম গেমের তুলনায় দ্বিতীয় গেম জিততে আরও বেগ পেতে হয় সাত্ত্বিকদের। প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দ্বিতীয় গেমটি সাত্ত্বিকরা জেতেন ২৪-২২ ফলাফলে।

সুইডেনে চ্যাম্পিয়ন মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : সুইডেনের গোথিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি। ফাইনালে ব্রাজিলের ওরডিন এসিকে ৩-১ গোলে হারায় রঞ্জিত বাজাজের দল। সেমিফাইনালে স্পেনের টেকনিফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে অনূর্ধ্ব-১৪ মিনার্ভার ছেলেরা। তারপর একদিনের মধ্যে এই চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিতভাবেই সারা দেশকে গর্বিত করেছে।

তৃতীয় একদিনের ম্যাচ টাই

আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হরমন

মীরপুর, ২২ জুলাই : চরম নাটকীয়ভাবে শেষ হল ভারত-বাংলাদেশ ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। এই ম্যাচ টাই হওয়ার সুবাদে ভারত-বাংলাদেশ একদিনের সিরিজ অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। এক পর্যায়ে ভারতকে জিততে হলে ১৯ বলে ১০ রান করতে হত। সেখান থেকেও ম্যাচ জিততে ব্যর্থ ভারতের মেয়েরা।

এই ধরনের আম্পায়ারিং আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। পরেরবার যখন আসব তখন এই ধরনের আম্পায়ারিংয়ের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে আসব। আমরা এক পর্যায়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলাম, তবে আম্পায়ারের কয়েকটি সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের হাত থেকে ম্যাচ বার হয়ে যায়।
-হরমনপ্রীত কাউর

সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে প্রথমে বাংলাদেশ ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান করে। বাংলাদেশের ওপেনার ফরজানা হক ১০৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। অপর ওপেনার সামিমা সুলতানা করেন ৫২ রান। ভারতের পক্ষে স্নেহ রানা ৪৫ রানে ২টি উইকেট পান।

জবাবে ভারতের সূচনাটা ভালো হয়নি। ওপেনার শেফালি ভার্মা ও ইয়াস্তিকা ভাটিয়া ব্যর্থ। তবে ভারতকে লড়াইয়ে ফেরান স্মৃতি মান্ধানা (৫৯) ও হার্লিন দেওল (৭৭)। ৪৬.৫ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ২১৭ রান। এখান থেকে আচমকাই ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে। ৪৯.৩ ওভারে ভারত ২২৫ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ম্যাচের পর ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এই ধরনের আম্পায়ারিং আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। পরেরবার যখন আসব তখন এই ধরনের আম্পায়ারিংয়ের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে আসব। আমরা এক পর্যায়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলাম, তবে আম্পায়ারের কয়েকটি সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের হাত থেকে ম্যাচ বার হয়ে যায়।’ অন্যদিকে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেছেন, ‘খুব ভালো একটা ম্যাচ হয়েছে। আমরা ভালো পারফরমেন্স করেছি। বিশেষ করে বোলাররা ভালো পারফরমেন্স করেছে।’ এই ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভারতের হার্লিন। সিরিজ সেরা হয়েছেন ফরজানা।

এমবাপেকে ছাড়াই জাপানে পিএসজি!

প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য শনিবার জাপানের উদ্দেশে রওনা হল প্যারিস সাঁ জাঁ। কিন্তু দলে কিলিয়ান এমবাপেকে রাখা হয়নি বলে সূত্রের খবর।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **ঐশিকী দত্ত (হৃদি, মেঘা) :** তোমার দ্বিতীয় জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা, আদর ও আশীর্বাদ। **– দাদুভাই (পবন ভৌমিক), দিদুন, মামা (মেখলিগঞ্জ), দাদান (প্রকাশ দত্ত), ঠাম্মি, বাবা, মা, কাকাই, পিপি (ইসলামপুর)।**

☺ তোমার জন্মদিন আসুক ফিরে ফিরে, জগতের সব সুখ থাকুক তোমাকে ঘিরে। **শুভ জন্মদিন মা,** তুমি আমাদের সবার প্রণাম নিও। **– তমালী, শুভ, তনুশ্রী, গোকুল, তানিয়া, ধনঞ্জয়, হিয়া।**

প্রথম টেস্ট উইকেট মুকেশের

ভারত–৪৩৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ–১৭৮/৪
(৮৭ ওভার পর্যন্ত)

পোর্ট অফ স্পেন, ২২ জুলাই : তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন।

ঘরের টিমের ব্যাটিং। গতকাল লড়াইয়ের পারদ উসকে দিয়েছিলেন ক্রেগ ব্রেথওয়েটেরা। সপ্তাহান্তে তাই মাঠেও তুলনায় বাড়তি দর্শক। কিন্তু প্রথম সেশনেই ছন্দপতন বিরূপ আবহাওয়ায়। হঠাৎ করেই জমিয়ে বৃষ্টি।

বৃষ্টি–বিড়ম্বনার আগে অবশ্য কেরিয়ারে আরও এক স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হল মুকেশ কুমারের জন্য। টেস্ট উইকেটের খাতা খুললেন ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠা তাঁর মতোই অভিষেককারী কির্ক ম্যাকেঞ্জিকে আউট করে। শুক্রবার অন্তিম সেশনে ওভার চারেক বল করে খালি হাতে ফিরেছিলেন। আজ অবশ্য চেঞ্জ বোলার হিসেবে আক্রমণে এসে দলকে দিনের প্রথম সাফল্য এনে দিলেন মুকেশ। একেবারে ঠিকঠাক জায়গায় বল রাখার পুরস্কার ম্যাকেঞ্জির উইকেট। ব্যাটের কানা ছুঁয়ে ঈশান কিষানের গ্লাভসে বল।

মুকেশের সাফল্যে ইতি পড়ে ম্যাকেঞ্জির (৩২) প্রত্যাশা জাগানো ইনিংসে। জামাইকার বছর বাইশের বাঁহাতি ব্যাটার আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত। তার প্রতিফলন মিলছিল ম্যাকেঞ্জির ব্যাটে। গোটা চারেক বাউন্ডারি মারেন। জয়দেব উনাদকতকে একবার গ্যালারিতেও ফেললেন।

অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে পরামর্শ মুকেশ কুমারের।

ব্রেথওয়েট সেখানে অ্যাঙ্কারের ভূমিকায়। ভারতের ৪৩৮–এর জবাবে গতকাল তেগনারায়ণ চন্দ্রপলকে (৩৩) নিয়ে ৭১ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। প্রথম টেস্টের ব্যাটিং বিপর্যয়ের নিরিখে ইতিবাচক শুরু। শেষবেলায় চন্দ্রপল–পুত্র তেগনারায়ণকে ফেরান রবীন্দ্র জাদেজা। আজ ম্যাকেঞ্জির ইনিংসে ইতি টেনে প্রথম টেস্ট উইকেটের স্বাদ মুকেশের। ৫২তম ওভারের চতুর্থ বলে ম্যাকেঞ্জি বধ। তারপরই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে বাকি সবাইকে দৌড়োতে হয় সাজঘরের দিকে।

গতকালের ৮৬/১ থেকে খেলা শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অপরাজিত ব্রেথওয়েট ও ম্যাকেঞ্জিদের বিরুদ্ধে সেভাবে দাগ কাটতে ব্যর্থ জয়দেব উনাদকতরাও। ১৩ বছর পর চলতি টেস্ট সিরিজে কামব্যাক। কুইন্স পার্ক ওভালে কেরিয়ারের তৃতীয় টেস্ট। মাঝের দীর্ঘ সময়ে অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠার কথা শোনান উনাদকত। সঙ্গে সাফল্যের আত্মবিশ্বাস।

এদিনও মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে বোলিং শুরু করলেও, সেই প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। পিচ রিপোর্টে কার্টলে অ্যামব্রোস এদিন দাবি করেন, ব্যাটাররা একটু দেখে খেললে রান পাবে। ব্রেথওয়েটদের মধ্যেও সেই তাগিদ।

যদিও ব্যাট–বলের যে টক্করের মাঝে বৃষ্টির উপস্থিতি। মাঝে বৃষ্টি থামার পর আম্পায়ারদ্বয় মাঠে নেমে আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণও করেন। কিন্তু ফের বৃষ্টিতে অপেক্ষা দীর্ঘ। বৃষ্টি থামলে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর খেলা শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পর ব্রেথওয়েটের (২৩৫ বলে ৭৫) প্রতিরোধ থামান রবিচন্দ্রন অশ্বীন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ১৭৮/৪। ক্রিজে আলিক আথানজে (১৩) ও জোশুয়া ডা সিলভা (০)। ভারত এখনও ২৬০ রানে এগিয়ে।

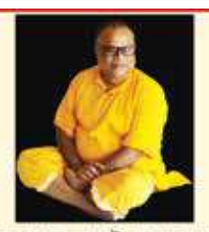

বৃষ্টি বিড়ম্বনার মাঝে এদিনও আলোচনার মধ্যমণি বিরাট। গতকাল ৫০০তম ম্যাচে ৭৬তম সেঞ্চুরি করেন। আন্তর্জাতিক রানে সেরা পাঁচেও ঢুকে পড়েছেন। বিরাট–মৌতাতও এদিনও অব্যাহত ব্রায়ান লারার ঘরের মাঠ।

আজিঙ্কা রাহানেকে নিয়ে অবশ্য আশঙ্কার মেঘ। টেস্ট ফাইনালে সফল প্রত্যাবর্তনে সহ অধিনায়কের দায়িত্ব ফিরে পান। যদিও চলতি সিরিজে জোড়া ব্যর্থতা ফের আতসকাচের নীচে রাহানে। সেই কথা মনে করিয়ে দিলেন প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর। প্রশ্ন, দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রান না পেলে কবে পাবে?

শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র সাহা

১৬তম প্রয়াণ বার্ষিকী (প্রয়াণ ২৩.০৭.২০০৭)

"তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে
যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে"

তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক,
তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শোকাহত পরিবারবর্গ, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ও
প্রকাশ ডিস্টিলারী এ্যান্ড কেমিক্যাল কোঃ প্রাঃ লিমিটেড
এর কর্মীবৃন্দ

নিউজিল্যান্ড টিম হোটেলে আগুন

ওয়েলিংটন, ২২ জুলাই : বিশ্বকাপের শুরুর দিনে নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগেই দুষ্কৃতী হানায় প্রাণ গিয়েছিল একজনের। এবারে নিউজিল্যান্ড টিম হোটেলে আগুন লাগল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল নিউজিল্যান্ড মহিলা ফুটবল দল। চলতি বিশ্বকাপে কিউয়ি দল পুলম্যান হোটেলে ছিল। হোটেলকর্মীরা জানিয়েছেন, শনিবার ওপরের তলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। তবে তা দ্রুতই নিভিয়ে ফেলা হয়। নিউজিল্যান্ড দল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের সব খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফকে দ্রুত অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সকলেই সুস্থ আছেন।

লাবুশেনের শতরানের পরও অস্বস্তিতে অজিরা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : গতকাল শেষবেলায় মার্ক উডের জোড়া ধাক্কায় প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরপর ফিরে যান স্টিভেন স্মিথ (১৭) ও ট্রাভিস হেড (১)। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে তখনও অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে ১৬২ রানে। এদিন সকাল থেকে বরুণদেবের আগমন অ্যাসেজ সিরিজে ১–২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ডের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করেছিল। ম্যাঞ্চেস্টারে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস অবশ্য ছিলই। যা দেখে অজি পেসার জোশ হ্যাজেলউডের মন্তব্য ম্যাচে অজিদের পরিস্থিতি বলে দেয়। তিনি বলেছিলেন, 'খুশি মনে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যাব।' তাঁর এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বৃষ্টিতে বাকি দুইদিন খেলা পণ্ড হলে সিরিজে এগিয়ে থেকে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। তাঁর প্রার্থনা অবশ্য খুব একটা কাজে দেয়নি। দেড় সেশনের অপেক্ষার পর মাঠকর্মীরা খেলা শুরুর ব্যবস্থা করে দেন। তবে ইংল্যান্ড পেসারদের আর্দ্র পরিবেশের সুবিধা কাজে লাগাতে দেননি মার্নাস লাবুশেন। ১৭৩ বলে ১১১ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংসে স্টুয়ার্ট ব্রড–উডদের যাবতীয় আক্রমণ শুষে নেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করছিলেন মিচেল মার্শ। শেষপর্যন্ত চা পানের বিরতির কিছুক্ষণ আগে জো রুটের বলে লাবুশেনের আউটে জুটি ভাঙে। ফের বৃষ্টি নামায় অস্ট্রেলিয়ার ২১৪/৫ স্কোরেই চতুর্থদিনের খেলা বন্ধ হয়। ক্রিজে মার্শের (৩১) সঙ্গে ক্যামেরন গ্রিন (৩)। হাতে ৫ উইকেট নিয়ে অজিরা এখনও পিছিয়ে ৬১ রানে।

শংকর জলে সন্তুষ্ট হন, নারায়ণ পরোপকারে, সূর্য প্রণামে, গণপতি লাড্ডুতে, আরও বিশদ জানুন আপনার সমস্যা অনুযায়ী কোন পূজায় নিবারণের পথ। দেখুন ১ ঈশ্বর কথা Colors Bangla সকাল ৬:৩০ Youtube/FB : Iishwarkatha ZEE Bangla Cinema রোজ সকাল ৭.৩০।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in